নবাবী-আমল

[১৭ই আষাঢ়, ১৩২৯ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

আষাঢ়—১৩২৯।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

মুদ্রাকর—শ্রী[illegible]চন্দ্র চক্রবর্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

নবাবী-আমল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজনগর প্রাসাদ—মন্ত্রণা-কক্ষ

বাদিওজ্জমান ও আলিনকী

বাদি। আলিনকি !

আলি। পিতা !

বাদি। আজ অসময়ে এই নির্জ্জন মন্ত্রণাকক্ষে তোমায় ডেকেছি কেন জান ?

আলি। অনুমতি করুন পিতা !

বাদি। বৃদ্ধ হ'য়েছি ; সত্তর'টা শীত-গ্রীষ্মের আঘাতে এই পঞ্জর আজ জীর্ণ। দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করাই এখন আমার পক্ষে কষ্টকর। তার উপর রাজ্যের চিন্তা। আর সহ্য কর্‌তে পারছি না। এই চিন্তা হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রব মনে ক'রেই পুত্র আহম্মদ-ওজ্জমানকে সিংহাসন দেবার মানসে নবাব আলিবর্দ্দীর নিকট নূতন সনন্দের আর্জ্জি দিয়ে সওয়ার পাঠিয়েছিলেম। সওয়ার ফিরে এসেছে।

আলি। তা হ'লে পিতা, আজ থেকে ভাই আহম্মদ-ওজ্জমানই কি রাজনগর সিংহাসনের অধিকারী ?

বাদি। না। সিংহাসনের অধিকারী হতভাগ্য আহম্মদ-ওজ্জমান নয়, অধিকারী তুমি।

আলি। আমি!

বাদি। হাঁ। বিস্মিত হ'য়োনা। তার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কথা নবাব আলিবর্দ্দীর কর্ণগোচর হ'য়েছে। তিনি আমাকে তিরস্কার ক'রে ব'লেছেন, বাদি ওজ্জমান নিশ্চয় উন্মাদ হয়েছে, নইলে বাংলার এই ঘোর বিপত্তির সময় একজন বিকৃত-মস্তিষ্ক অকর্ম্মণ্যকে সে বীরভূমের সিংহাসনে বসাতে চায় !

আলি। বিপত্তির সময়, তাতে আর সন্দেহ নাই পিতা! মারহাট্টা উৎপাতের এখনও শেষ হয়নি। ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে রঘুজী ভোসলে বিপুল আয়োজন ক'রেছে, কেবল সময় সুযোগের অপেক্ষা। এই আসন্ন ঝড়ে সুদক্ষ মাঝির হাতে হাল' না থাকলে বীরভূম ত ডুব্‌বেই, তার সঙ্গে বাংলার নবাবী-আমলও শেষ হবে! এই ঘোর দুর্দ্দিনে আপনার সিংহাসন ত্যাগের কল্পনা—

বাদি। যোগ্যতর হস্তে রাজদণ্ড ন্যস্ত হবে ব'লে। বৎস, তুমিই বরাবর রাজকার্য্য পরিচালন করে আসছ। বিশেষ, ভাস্কর পণ্ডিতের আক্রমণের সময় তুমি পুনঃ পুনঃ যে বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য দেখিয়েছ, তার জন্য নবাব আলিবর্দ্দী তোমার ওপর বিশেষ প্রীত। তাই বোধ হয়, আহম্মদের পরিবর্ত্তে তোমাকে সিংহাসন দেবার গোপন ইচ্ছাটা এই অছিলায় কার্য্যে পরিণত ক'রলেন।

আলি। কিন্তু পিতা!—

বাদি। না—বৎস, রাজকার্য্যে আমার আর প্রবৃত্তি নাই। সূর্য্য ঢ'লে প'ড়েছে, সম্মুখে অন্ধকারের বিভীষিকা দেখছি, সঙ্গে সঙ্গে জীবনব্যাপী দুষ্কার্য্যের কলঙ্ক-চিত্র মানসপটে গাঢ়তর হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ছে। আরামে-বিরামে, শয়নে-স্বপনে—সেই চিত্র দেখ্‌ছি,—আর আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ছি। তুমি আমার ধর্ম্মপ্রাণ পুত্র—উদার, নির্ভীক, চরিত্রবান্! তুমি রাজ্যভার গ্রহণ ক'রে আমায় এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দাও।

আলি। পিতা! আপনার সুশাসনে প্রজার তো কোন কষ্টই নাই। বৎসরে আপনার চতুর্দ্দশ লক্ষ মুদ্রা দানের কথা—শত্রুরাও শতমুখে যার প্রশংসা করে—দেশে দেশে প্রবাদের মত প্রচলিত হয়েছে। তবে আপনার এ কাতরতা কেন?

বাদি। আবরণে হয় ত পৃথিবীকে ফাঁকি দেওয়া যায় আলিনকি! কিন্তু নিজেকে প্রতারিত করা যায় না। আমার যৌবনের অত্যাচার, যৌবনের বিলাসিতা, প্রবৃত্তির উদ্দাম তাড়নায় যৌবনের শত কুকার্য্য—বার্দ্ধক্যের এই কুঞ্চিত হৃদয়ে একটির পর একটি দৈত্য-শিশুর মত আত্মপ্রকাশ ক'রছে, আর আমি প্রজাদের ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল হ'য়ে উঠ্‌ছি। অর্থ, সম্পদ, সিংহাসন—এর মত শত্রু নাই, মিত্রও নাই। আমি আশীর্ব্বাদ করি বৎস! যে সম্পদ বিষের মত আমার জীবনকে জর্জ্জরিত ক'রেছে, তোমার জীবনে অমৃতের মত তা কল্যাণকর হোক। আমি এ সিংহাসন দেবার সঙ্কল্প ক'রেই তোমাকে ডেকেছিলেম। এই আমার মুকুট গ্রহণ ক'রে তুমি আমায় ধর্ম্ম-চিন্তার অবসর দাও। আজ থেকে তুমিই রাজনগরের রাজা, আর আমি সংসারত্যাগী ফকির!

(আসাদ সহ খতিজার প্রবেশ)

খতিজা। আর আমার পুত্র এই আসাদ? সে কি আজ থেকে তোমার পিয়ারের পুত্র আলিনকীর গোলাম?

আসাদ। কেন মা? ছোট ভাই ত চিরদিনই জ্যেষ্ঠের গোলাম।

খতিজা। চুপ কর নির্ব্বোধ? (বাদি-ওজ্জমানের প্রতি) রাজা! আমার কথার উত্তর দাও। নিরুত্তর কেন? বল, বল, এই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী কে? আসাদ না আলিনকী?

(আসাদ ও আলিনকী পরস্পর মুখের দিকে চাহিলেন)

বাদি। খতিজা! আমায় মার্জ্জনা কর!

খতিজা। তা হ'লে বল—তোমার প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নাই? তা'হলে বল,—যে চিরজীবন ব্যভিচারী, যে লম্পট,—এই বার্দ্ধক্যেও প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ তার পক্ষে অতি সহজ? বল ধার্ম্মিক, ইমান তা হ'লে কথার কথা?

বাদি। ভবিষ্যৎ না ভেবে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেম, তার জন্য আমি অনুতপ্ত; প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রতে পারছি না ব'লে আমি লজ্জিত—ধর্ম্মে পতিত। কিন্তু খতিজা, এক ভুলের সংশোধন আমি আর এক ভুল দিয়ে ক'রতে পারব না;—এতে ধর্ম্মহীন, মনুষ্যত্বহীন যা-ই বল, সব সইব!

খতিজা। বটে, এতদুর! এ ধর্ম্মজ্ঞান তোমার কতদিন হ'য়েছে স্বামি! আঠার বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা স্মরণ ক'রে আমার কথার উত্তর দাও। বল, চুপ ক'রে থাকলে হবে না। নইলে কপট ধার্ম্মিক!

তোমার জীবনের সমস্ত রহস্য আমি এখনি অসঙ্কোচে প্রকাশ ক'রে দেব। বল!

বাদি। বলবার কিছু নেই খতিজা! সংশোধন নিজেকেই করতে হবে। পাপ যত গুরুতরই হোক না, পাপ দিয়ে পাপকে ঢাকতে যাব না। আজ আমি লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্মান, মর্য্যাদার পরপারে এসে দাঁড়িয়েছি। লাম্পট্য, বিলাসিতা, ব্যভিচার পরিত্যক্ত পাদুকার মত আমার কর্ম্মক্লান্ত জীবনের শেষ সীমায় রেখে, বার্দ্ধক্যে এখন এমন স্থানে এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে আর লজ্জা নাই, আত্ম-গোপনের আর ইচ্ছা নাই, আবরণও নাই। খতিজা! তুমি মার্জ্জনা কর। তুমি সন্তানের জননী! পুত্রের সম্মুখে আমার অতীত জীবনকে নগ্ন ক'রে, তোমার নারীত্বকে আর ক্ষুণ্ণ ক'রো না।

আলি। পিতা কি কখনো প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন—বীরভূমের সিংহাসন ভাই আসাদকে দেবেন?

বাদি। ক'রেছিলেম। রূপ-মোহে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে, আমি বিবাহ করবার পূর্ব্বে,—আলিনকি! তোমার এই বিমাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, যে তার গর্ভজ সন্তানকে এই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'র্ব্বো।

খতিজা। তারপর পাছে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হয়, এই ভয়ে আমার গর্ভজাত সন্তান এই আসাদকে সুতিকাগারে হত্যা ক'রতে গিয়ে-ছিলে—না? কলঙ্ক রটবার ভয়ে—

আলি। থাক্ মা! আমাদের সম্মুখে আমাদের পূজনীয় পিতাকে এরূপ ক'রে অপমানিত করবেন না। আমরা চ'লে যাই, আপনার যা বক্তব্য বলুন।

খতিজা। পূজনীয়! কেন না তিনি তোমাদের পিতা, তিনি পুরুষ, তিনি রাজা! আর আমি? আমার অবমাননা—আমার সঙ্গে প্রতারণায় কোন পাপ নাই—কেন না আমি রমণী! চলে যাবে? কতদূর যাবে? শোনো আলিনকি! আমি যদি প্রতারিতা হই,—আমি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ ক'রবো—তোমাদের এই কপট ধার্ম্মিক পিতার অপকীর্ত্তি! আমায় কেউ নিবারণ ক'র্ত্তে পারবে না।

আলি। আশ্বস্ত হও মা! ক্রোধান্ধ হ'য়ে আত্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রো না। পিতা আমাদের পরম ধার্ম্মিক। তিনি যদি প্রতিজ্ঞা ক'রে থাকেন, তোমারই পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হবে। পিতা অনুমতি করুন!

বাঁদি। প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম। কিন্তু আলিনকি! জ্ঞানশূন্য হ'য়ে যে প্রতিজ্ঞা তখন করেছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে, এখন যদি আমায় নরকস্থ হ'তে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত। তথাপি এই মর্য্যাদাজ্ঞানহীনা প্রগল্‌ভার বাসনা পূর্ণ ক'রতে কিছুতেই সম্মত নই।

আসাদ। পিতা! ইনি আমার জননী! আমার সম্মুখে—

বাদি। আলিনকি! ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তুমিই এ সিংহাসনের অধিকারী। কারণ এ সিংহাসন আমার নিজের নয়; এ আমার পিতৃপুরুষগণের উপার্জ্জিত সম্পত্তি। ইস্‌লাম-নীতি অনুসারে তুমিই এখন এর ন্যায্য অধিকারী।

খতিজা। আমি মর্য্যাদা-জ্ঞানহীনা? ভণ্ড ধার্ম্মিক! তোমার মর্য্যাদা-জ্ঞান তখন কোথায় ছিল,—যখন তোমারই প্ররোচনায় আঠার বৎসর পূর্ব্বে, সংসার-জ্ঞানহীনা এক সরলা বালিকা বিবাহের পূর্ব্বেই সন্তানের জননী হয়েছিল?

আসাদ। (কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া) তবে কি আমিই সেই হতভাগ্য সন্তান,—কানীন্ পুত্র!

আলি। (স্বগতঃ) এ কি রহস্য!

খতিজা। শোন আলিনকি! শোন ধার্ম্মিক পিতার ধার্ম্মিক পুত্র! আজ আর লজ্জার বাঁধ নাই, সম্ভ্রমের সঙ্কোচ নাই, নীতির নিগড় নাই; আশাশূন্যা মর্ম্মাহতা প্রতারিতা নারী, যে বিষ উদ্গীরণ ক'রবে, পার—পিতা পুত্রে তা আকণ্ঠ পান ক'রে রাজ্য-পিপাসা নিবারণ কর। শোন—

আলি। মা, মা, সন্তানকে রক্ষা করুন! অতীত কাহিনী শুনিয়ে আমাদের আর প্রত্যবায়ভাগী ক'রবেন না। পিতা! আজ থেকে এ রাজ্য কি আমার?

বাদি। হাঁ তোমার। পৃথিবীর প্রলয় ঘটলেও এর অন্যথা হবে না। আমার নিজের ভুলের জন্য আমি দায়ী। সে ভুল সংশোধনের জন্য যে শাস্তি পেতে হয় অকুণ্ঠিত চিত্তে তা গ্রহণ ক'রবো। এই নাও বৎস! এই কোরাণ—আর এই মুকুট। কোরাণ স্পর্শ ক'রে এই মুকুট তোমার মাথায় পরিয়ে দিলেম। এই আমার শেষ দান। (মুকুট পরাইয়া দিলেন।)

আলি। এই যদি আপনার শেষ দান হয় পিতা, তা হ'লে আমিও এই কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ কচ্ছি,—আজ হ'তে এ সিংহাসন আমার নয়। ধরাধামে নরাকারে প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা আপনি,—আপনার সমক্ষে এই রাজমুকুট আমি আসাদের মস্তকে পরিয়ে দিচ্ছি; পিতৃ-প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হোক, জননী আশ্বস্তা হোন, সিংহাসনে আমার প্রয়োজন নাই।

বাদি। এ কি ক'রলে আলিনকি !

খতিজা। (স্বগতঃ) আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?

আসাদ। ভাইজী ! এ মুকুট নয়, জলন্ত অঙ্গার ! এ বহ্নির উত্তাপ আমি সহ্য ক'রতে পারবো না।

আলি। কেন ভাই ?

আসাদ। কেন ? বীরভূম রাজবংশের ইতিহাসে আমার কি পরিচয় লিখিত হবে ভাইজী ? কানীন্ পুত্র আসাদওজ্জমানের—এ হীন পরিচয়ের ঘৃণিত ভার বহন ক'রে আমি সিংহাসন কলঙ্কিত ক'রতে চাই না। তবে এই মুকুট ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যদি আমি রাজা নামে অভিহিত হই,—তা, হ'লে কি আমার আজ্ঞা —রাজ আজ্ঞা ব'লে পালনীয় হবে ?

আলি। নিশ্চয়ই।

আসাদ। তা হ'লে সে আজ্ঞা পালনের জন্যে তো প্রহরী কেউ এখানে উপস্থিত নাই !

আলি। অন্য প্রহরী নাই থাক্, রাজভৃত্য আমি, আমি তোমার আজ্ঞা পালনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। রাজনগরের নবীন রাজা ! কি আজ্ঞা বল, আমি তা সানন্দে পালন ক'রবো।

আসাদ। অগ্রজ তুমি, এ রাজ্যের ন্যায্য অধিকারী তুমি,—তুমি আমার ভৃত্য ! এরই নাম কি রাজনীতি ? বেশ তাই যদি হয়, তা হ'লে আমি আদেশ কচ্ছি,—বংশের অবমাননাকারিণী আমার এই জননীকে তুমি চিরকালের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ কর।

আলি। ক্ষমা করবেন মা !—(খতিজার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল)

খতিজা। এ-ও কি সম্ভব, এ-ও কি সম্ভব! আসাদ, আসাদ! সত্যই কি আমি তোকে গর্ভে ধ'রেছিলেম? সত্যই কি আমি তোর জননী? সত্যই কি দিনের পর দিন এই বুকে ক'রে আমি তোকে এত বড় ক'রে তুলেছি? তোরই জন্য না হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হ'য়ে নারীর লজ্জা সম্ভ্রম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে, এই রাজ্য আমি ভিক্ষা ক'রতে এসেছিলেম? আর তুই আমায় বন্দিনী ক'রলি?

আসাদ। আমার জন্য? আমার জন্য তুমি কি ক'রেছ মা? বালক পুত্রকে রাজা ক'রে নিজে অপ্রতিহত ক্ষমতা লাভের আশায়, শুদ্ধ নামে আমার জন্য রাজ্য ভিক্ষা ক'রতে এসেছ! সিংহাসন?—এ সিংহাসনের মূল্য কি মা,—যে সিংহাসনের অধিকারী বীরভুম রাজ-বংশের কুলাঙ্গার এক কানীন্ পুত্র! (আলিনকীর প্রতি) ভাইজী! মুহূর্ত্তের জন্য এই সিংহাসন লাভ ক'রে, আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য সমাধা ক'রেছি। এইবার তোমার রাজ্য তুমি গ্রহণ ক'রে আমায় অব্যাহতি দাও। জারজকে রাজা ক'রে রাজবংশ কলঙ্কিত ক'রো না।

বাদি। ক্ষুব্ধ হ'য়ো না আসাদ! তুমি জারজ নও। তুমি রাজা হ'লে ইতিহাস-পৃষ্ঠায় অগ্নি-অক্ষরে তোমার কলঙ্ক লিখিত হবে না, স্বর্ণ অক্ষরে তোমার কীর্ত্তি খোদিত থাকবে। এই অল্প বয়সে তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান, তোমার দৃঢ়তা, তোমার আত্মমর্য্যাদা-বোধ দেখে আমি বিস্মিত হ'য়েছি। আমার বিশ্বাস, তুমি বীরভূম রাজবংশের মুখোজ্জ্বল ক'রবে। তুমি আদর্শ রাজা হবে। শোন বৎস, তুমি জারজ নও, খতিজা তোমার গর্ভধারিণী নন্।

খতিজা। সে কি?

আলি
ও } সে কি পিতা ?
আসাদ

বাদি। পুত্র তোমরা,—কি ক'রে তোমাদের নিকট সে পাপ কথা ব্যক্ত করি? কিন্তু আজ আমি সংসারের সমস্ত মোহ, সমস্ত আকর্ষণ, সমস্ত ক্ষুদ্রতা অতীতের তিমির গর্ভে ডুবিয়ে দিয়ে, খোদার চির পবিত্র পুণ্য রাজ্যের তোরণ-দ্বার অভিমুখে যাত্রার অভিলাষ ক'রেছি। গতজীবনের পাপ-তাপ-দুষ্কৃতির স্মৃতিও আর সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না। অকপটে আত্ম-প্রকাশ ক'রে আজ আমি তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রবো। একটু পূর্ব্বে খতিজা যে আমায় ব'লছিল,—আমি "নরহন্তা", সে কথা মিথ্যা নয়! আত্মপাপ গোপনের নিমিত্ত খতিজার গর্ভজাত পুত্রকে সূতিকাগার হ'তে অপহরণ করিয়ে, খতিজার পিতা মীরহবিব দ্বারা তাকে হত্যা করাই। ঠিক সেই সময়েই আমার দ্বিতীয়া পত্নী আসাদকে প্রসব ক'রে মৃত্যুমুখে পতিতা হন। আসাদের লালন পালনের জন্য আমি বড় বিব্রত হই। পরে খতিজা পুত্রের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়ায় আসাদকে এনে তার গর্ভজাত সন্তান ব'লে তাকে সমর্পণ করি।

আসাদ। (অস্ফুট স্বরে) পিতা নরহন্তা!

খতিজা। অ্যাঁ—আসাদ আমার গর্ভজাত পুত্র নয়? আমি কি তবে নিঃসন্তান? নরহন্তা,—পুত্রহন্তা, এ আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্?

বাদি। হাঁ, তা হ'লে এখন কে রাজা হ'ল বৎস?

আলি। আসাদই রাজা! আবার কে?

আসাদ। মায়ের যখন গর্ভজাত সন্তান জীবিত নাই, তখন তো আর

পিতার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না। তবে তুমি রাজা না হবে কেন ?

আলি। পিতার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না সত্য, কিন্তু ভাই, আমার প্রতিশ্রুতির কি কোন মূল্য নাই ? কোরাণ স্পর্শ ক'রে যে রাজ্য তোমায় দান ক'রেছি, তা আর প্রতিগ্রহ ক'রব কি ক'রে ? ভাই, তুমিই আজ থেকে বীরভূমের রাজা—আর আমি তোমার প্রজা।

খতিজা। তা হ'লে আমার স্থান কোথায় ?

আসাদ। তোমার আর অপরাধ কি মা ? যেখানে রাজা নরহন্তা, পিতা পুত্রঘাতী, সেখানে তোমার এই দুর্গতি—এ-তো স্বাভাবিক। হতভাগিনী নারী !—না না, তুমিই আমার মা ! তুমি আমায় পালন ক'রেছ। তোমার স্থান কারাগারে নয় মা, রাজ-অন্তঃপুরে।

খতিজা। কিন্তু, মৃত্যুই আমার শ্রেয় ছিল। কে সুহৃদ আছ আমায় মৃত্যু দাও, আমায় মৃত্যু দাও !—

বাদি। বৎস ! আমি তোমাদের কাছে বিদায় গ্রহণ ক'রচি, আশীর্ব্বাদ। খতিজা ! মৃত্যু—দণ্ড নয়, খোদার দয়ার দান। [প্রস্থান।

খতিজা। কোথায় যাও রাজা ! আমাকে পুত্রহীনা, পথের ভিখারিণী ক'রে, কোথায় যাও ? ফকিরী নেবে ? আমি দোজাকের আগুনে পুড়বো, আর তুমি বেহেস্তের শান্তি ভোগ ক'রবে ? মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। ব্যভিচারী, শিশুহন্তা, প্রবঞ্চক ! ভেবেছো খোদার রাজ্যে বিচার নাই ? নিশ্চিন্তে ব'সে শান্তিভোগ ক'রবে ? কিন্তু জেনো,' খোদা ক্ষমা ক'রলেও আমি তোমায় ক্ষমা ক'রব না। খোদার কোপে নিস্তার পেলেও আমার ক্রোধাগ্নিতে তোমার নিস্তার নাই। [ধীরে ধীরে প্রস্থান।

আসাদ। ভাই! এ কি রাজ্য আমায় দান করলে? মাতার অভিশাপে আমার রাজত্বের ভিত্তি!

আলি। ভয় পেয়োনা ভাই, পিতার আশীর্ব্বাদই আমাদের একমাত্র সম্বল। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—উদ্যানস্থ লতাকুঞ্জ

হুসেন ও শেরিণা আসীন

(সখীগণের গীত)

কাজল চোখে উজল ভাতি ক'দিন লোকের রয়।
বিম্ব-ওষ্ঠে সুধার ধারা ক'দিন লোকের বয়' ॥
গণ্ডে লোকের গোলাপী আভা,
বাড়ায় তাহার দ্বিগুণ শোভা;
মনোলোভা রয়না যে আর, রেখা এসে হয় উদয় ॥
নয়কো ভাল রূপের গরব, সবে যদি থাকেই নীরব,
বিধি কি এত কভু চোখে দেখে-সয় ॥

শেরিণা। কি সুমিষ্ট সঙ্গীত!—

হুসেন। এই সুমিষ্ট হ'ল? এ যে একেবারে কবরে যাবার আগের গান। সুমিষ্ট সঙ্গীতের কথা যদি ব'ল্‌লে শেরিণা, তবে বলি শোন। সে দিন সভায় তানসেনের পো' নাতি এক তানপুরো বগলে হাজির

হ'ল, এসেই এক দীপক রাগ ছেড়ে দিলে! যেমন দীপক রাগ ছাড়া, আর সিংহাসন অমনি ধোঁয়াতে সুরু হওয়া। তোমার বাপ ত আগুনের আঁচ পেয়ে, আগুন নেভাও, আগুন নেভাও ব'লে চীৎকার করতে সুরু ক'রলেন। আমি অমনি এমন এক মেঘ-মল্লার হাঁকতে সুরু ক'রলেম যে, বাদশা ভিজে একেবারে বেড়াল-ভেজা হ'য়ে গেলেন।

শেরিণা। (বিদ্রূপযুক্ত বিস্ময়ে) বটে!

হুসেন। এদের আবার কি গলা? যদি 'তারা' বেরোর ত 'উদারা' বেরোয় না। আমার গলায় উদারা, মুদারা, তারা, সমান বেরুবে। (সুরে) সা—পা—সা। এতো তবু এক সপ্তক, আবার দ্বিতীয় সপ্তকে গলা কত চড়ে একবার শুন্‌বে?

শেরিণা। এদের গান কিন্তু তোমার গানের চেয়ে শুন্‌তে মিষ্টি লাগে। তুমি এত কর্ত্তব্‌ দেখাতে যাও যে কর্ত্তবের মাঝে প'ড়ে গানটা মারা যায়।

হুসেন। আহা—হা—হা—, ঐ কর্ত্তব্‌ই তো গানের মজা! তোমাদের কর্ত্তব-বোঝবার কাণ নেই। কর্ত্তব্‌ শুনে শেখা চলে না, রীতিমত শাকৃরেদী ক'রে শিখ্‌তে হয়।

শেরিণা। তা হ'লে শোনবার কাণকেও রীতিমত শাকৃরেদী ক'রে তৈরী না করলে তোমার ও কর্ত্তব্‌ বোঝা যাবে না?

হুসেন। নিশ্চয়ই না।

শেরিণা। সে কাণ তো আমার নেই। তা হ'লে তুমি শাকৃরেদী কাণের জন্য তোমার ঐ শাকৃরেদী কর্ত্তব্‌ তুলে রাখ। আমার কাণে এদের গানই ভাল। গাও তোমরা গাও!

(সখীগণের গীত)

মৃদু হাস ভাসে তোমার অধরে।
অন্তর শুধু মোর গুমরি মরে ॥
শিরোপা মাথে, দিলে চাঁদ হাতে,
দেওয়া চলে যাহা কিছু সকলি দিলে ;
কেড়ে নিলে পুনঃ সব, উঠে প্রাণে হা হা রব ;
নিলে নিলে মিনতি,—হেস'না হেস'না অমন ক'রে ॥

হুসেন। (জনান্তিকে শেরিণাকে) আমার আশঙ্কা হয় শেরিণা, আমি ম'লে পৃথিবী থেকে গান বাজনাই উঠে যাবে। এই ত, গাইলে, কিন্তু তালে কত কড় মাটো ক'রলে বুঝলে ?

শেরিণা। তাই নাকি ? তা চুপি চুপি আমাকে বলছো কেন ? যারা তোমার কড় মাটো না কি ক'রলে, তাদের বল না ?

হুসেন। না, না, থাক্ ওদের মনে কষ্ট হবে। (অকস্মাৎ) দেখ, একদিন ইয়ে-ক'রলে হয় না ?

শেরিণা। কিয়ে ক'রলে হয় না ?

হুসেন। একদিন ইয়ে ক'রে ইয়েতে গিয়ে ইয়ে ক'রলে হয় না ?

শেরিণা। হয় বৈ কি ?

হুসেন। ভারি আমোদ হয় কিন্তু !

শেরিণা। ওঃ আমোদের চূড়ান্ত !

হুসেন। তুমি অমনি এক ফিরোজা রংএর ওড়না উড়িয়ে আমার পাশে ব'সলে, আর আমি একাই এই দশকুশী যমুনায় পঞ্চম-সোয়ারী তালে দাঁড় বেয়ে চল্লেম ! দশক্রোশ একা দাঁড় বেয়ে যাওয়া বড় সোজা কথা নয়। হাঁক মেরে বলতে পারি, আর যদি কেউ পারে, তবে আমি এক বাপের বেটা নই।

শেরিণা। (স্বগতঃ) বাবা কি রাজরক্তের খাতিরে শেষে একটা জানোয়ারের সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়া স্থির করলেন ? এর কথাবার্ত্তা যে নিতান্ত ইতরের মত ! (প্রকাশ্যে) নৌকা করে দশক্রোশ কোথায় যাবে ?

হুসেন। এই যে এতক্ষণ ধরে ব'ল্লেম।

শেরিণা। কই বল নাই তো কিছু ? খালি তো ব'লেছ যে "একদিন ইয়ে ক'রে, ইয়েতে গিয়ে ইয়ে ক'রলে হয় না" ?

হুসেন। আমি মনে ক'রলেম বুঝি, তুমি বুঝেছ। এই যে, ব'ল্লে "হয় বৈকি, আমোদের চূড়ান্ত" !

শেরিণা। তুমি তখন আনন্দের আবেগে ব'লে চ'লেছ, সে সময় সে বেগে বাধা দেওয়াটা কি ভাল হ'ত ?

হুসেন। ব'লছিলেম-কি যে, একদিন নৌকা ক'রে বেলাবাগে গিয়ে চড়িভাতি ক'রলে হয় না ?

শেরিণা। ওঃ—এই কথা ?—কিন্তু নৌকা ক'রে ত আমি যেতে পারবো না, আমার বড় ভয় করে।

হুসেন। আমি সঙ্গে থাকবো, ভয় ? তবে ব'লতে হ'ল। একবার এই যমুনাতেই আমাদের নৌকাডুবি হয়! আমি চার ক্রোশ উজানে ইয়ে ক'রে সাঁতরে কূলে উঠি, তবু আমার ক্লান্তি আসে নি।

শেরিণা। যমুনা কোনও খানেই ত চার ক্রোশ চওড়া নয়! তুমি সাঁতরাতে চারক্রোশ পেলে কোথায় ?

হুসেন। লম্বা-লম্বিই উজান বেয়ে চার ক্রোশ এসে, তার পর ইয়ে কিনারায় উঠলেম।

শেরিণা। তা হ'লে সখ ক'রে এসেছিলে বল ? নৌকাডুবির কথা বলায় মনে ক'রেছিলেম, বুঝি বিপদে প'ড়ে চার ক্রোশ সাঁতরেছিলে ?

হুসেন। যে জন্যেই হোক্—সাঁতরে' ছিলেম তো ?

শেরিণা। হ'তে পারে !

হুসেন। হ'তে পারে কি ? তুমি বিশ্বাস ক'রছো না ? মাইরি ব'লছি চারক্রোশ সাঁতরেছিলেম। যদি মিছে বলি তো আমি এক বাপের বেটা নই।

শেরিণা। না, না, বিশ্বাস করছি বৈ কি ? (স্বগতঃ ও ভ্রূ-ভঙ্গে) ইতর কোথাকার ! কথায় কথায় এক বাপের বেটা নই ! পিতার আদেশ—এরই মনোরঞ্জন করতে হবে। ধিক্ !

হুসেন। তা হ'লে নৌকা ক'রেই যাওয়া তো ?

শেরিণা। না, গাড়ী ক'রে যাওয়া ঠিক কর।

হুসেন। কিন্তু নৌকা ক'রে ইয়ে ক'রলে বেশ বাহার খুলতো। সুন্দর তরণী, সুন্দরী যমুনা, সুন্দর আমি, সুন্দরী শেরিণা। সেই অবস্থায় পুরুষগুলো তোমাকে দেখ্‌লে চোখ আর ফেরাতে পারতো না, মেয়েগুলো আমাকে দেখলে একেবারে ইয়ে হ'তো টাউরী খেয়ে প'ড়তো।

শেরিণা। (স্বগতঃ) আবার রূপের গরবও আছে ! (প্রকাশ্যে) বেশ, তুমি যখন ব'লছ তখন নৌকা ক'রেই যাব।

হুসেন। বেশ, তবে এই কথাই ঠিক রইল, আমি তবে ইয়ে এখন আসি ! [প্রস্থান।

শেরিণা। ছিঃ—নিতান্ত ইতর

অন্য দিকে সখিগণসহ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজনগর রাজপ্রাসাদ।

আলিনকী ও আসাদ-ওজ্জমান।

আলি। ভাই! তুমি বিচলিত হ'য়ো না। আমি যত শীঘ্র পারি, দিল্লী থেকে ফিরে আস্‌বো।

আসাদ। হঠাৎ দিল্লী যাবার এত কি প্রয়োজন হ'ল?

আলি। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর আদেশেই আমি দিল্লী যাচ্ছি। নবাব সংবাদ পেয়েছেন, ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তার প্রভু রঘুজী ভোঁসলে, বিপুল বাহিনী সজ্জিত ক'রে বাঙ্গালার দিকে অভিযান ক'রেছে। শুনেছি রঘুজীর অগ্রগামী সৈন্যের কয়েকটী ক্ষুদ্র দল ইতিমধ্যে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। প্রকাশ্যে কোন রাজ্য আক্রমণে সাহসী না হ'লেও লুণ্ঠনে তারা বিশেষ পটু। সীমান্ত প্রদেশ থেকে এইরূপ দু-একটা লুঠ তরাজের সংবাদও নবাব দরবারে এসে পৌঁছেচে। এক ভাস্করের অত্যাচারেই সোণার বাঙ্গালা আজ শ্মশান। সে শ্মশানে রঘুজীর ক্রোধানল প্রজ্জলিত হ'লে বোধ হয় বাঙ্গালার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত পুড়ে ছাই হবে। তাই সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনায় নবাব আমাকে দৌত্যে নিযুক্ত ক'রেছেন। কিন্তু চারিদিকের প্রবল শত্রুর আক্রমণে দিল্লীর ময়ূরতক্তও কেঁপে উঠেছে। নবাবও যে এ সংবাদ না জানেন, এমন নয়। তাঁর আসল উদ্দেশ্য—আমার প্রতি নবাবের গোপন

আদেশ, রঘুজীর প্রতিদ্বন্দ্বী বালাজী রাওকে কোনরূপে বাঙ্গালায় নিমন্ত্রণ ক'রে আনতে হবে। কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উচ্ছেদ করাই নবাবের অভিপ্রায়।

আসাদ। বাঙ্গালার সৈন্য কি রঘুজীর গতি প্রতিরোধে সমর্থ হবে না?

আলি। নিয়ত যুদ্ধে বাঙ্গালার সৈন্য শ্রান্ত। বর্গীর দল অত্যন্ত কষ্ট-সহিষ্ণু, ধূর্ত্ত এবং অশ্বারোহণে পটু। বাঙ্গালার সৈন্য দুর্দ্ধর্ষ পদাতিক; কিন্তু সাদা সৈন্যের সম্মুখে প্রায় অকর্ম্মণ্য। কাজেই এই মহারাষ্ট্রীয় দস্যুদের উচ্ছেদ ক'রতে মহারাষ্ট্রীয় বলই উপযোগী। নবাবের আদেশ, দেশের কল্যাণ, এর কোনটীই ত উপেক্ষণীয় নয় ভাই! বিজ্ঞ মন্ত্রী হাতেম খাঁ রইলেন, বিচক্ষণ সমর-সচীব ভাই ফকর ওজ্জমান রইল। তুমি অল্প বয়স্ক হ'লেও বুদ্ধিমান; আমার বিশ্বাস, রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলেই পরিচালিত হবে।

আসাদ। ভাইজী! আশীর্ব্বাদ কর, যেন বংশের মান রক্ষণে, সক্ষম হই।

[প্রস্থান।

আলি। দিল্লী যাব, কতদিনে ফিরবো কে জানে? সিংহাসনে বালক আসাদ; পিতা উদাসীন। বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগন ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। ঘরে খণ্ড খণ্ড বিভাগের এক একজন রাজা পরস্পরে ঈর্ষান্বিত, আর বাহিরে প্রবল শত্রু বর্গী সুযোগের প্রতীক্ষায় অবস্থিত। কে জানে রাজনগরের অদৃষ্টে কি আছে! এমন বিষম সময়েও বাধ্য হ'য়ে আমাকে জন্মভূমি ত্যাগ ক'রতে হ'লো। সিংহাসনের মায়া ত্যাগ ক'রেছি, কিন্তু জন্মভূমির মায়া-তো ত্যাগ ক'রতে পারছি না। এই একমাত্র বন্ধন জন্মভূমি। আর কারো উপরে মায়া নাই, কোন বিষয়ে মায়া নাই; সংসারের সকল মায়া

ঘুচিয়ে দিয়েছেন, আমার বিমাতা। আর আমার পিতা!—যাক্—চিন্তা ক'রলেও মহাপাপ। এক ভুলের জন্য কত ভুলই না ক'রতে হয়! এ জীবনে প্রতিজ্ঞা, নারীর মোহে কখন ভুলবো না। নারি! তুমি সন্তানের জননী, তুমি ধাত্রী, তুমি পালয়িত্রী।—এত উচ্চে যার আসন, সেই নারী—তুমি এত দুর্ব্বল, এত হীন! অনায়াসে প্রলোভনে প'ড়ে, পুরুষের প্ররোচনায় তোমার নারীত্বের মর্য্যাদা হেলায় ভাসিয়ে দাও! কলঙ্কের—

(কণিমনের প্রবেশ)

কণি। কুমার!

আলি। এই যে নারি! নয়নে সরলতা, বদনে ঔদার্য্য, মুখে মধুভাষ; কিন্তু কে জানে ওর অন্তরালে কি বিষ লুকোন আছে।

কণি। কুমার!

আলি। কি ব'লতে এসেছ কণিমন?

কণি। তুমি নাকি দিল্লী যাচ্ছ?

আলি। হাঁ।

কণি। কই, আমায় তো কিছু বলনি?

আলি। ব'লবার কোন প্রয়োজন দেখিনি।

কণি। কেন? আমি কি তোমার কেউ নই?

আলি। কেন?

কণি। সকলের কাছে বিদায় নিলে, আমায় তো একটী কথাও বললে না? কিন্তু আগে ব'লতে, সব কথাই ত ব'ল্‌তে?

আলি। ভুল ক'রেছি কণিমন, ভুল ক'রেছি। তুমি যদি নারী না হ'তে;

কিন্তু না,—তুমি নারী, যুবতী, সুন্দরী! তোমার নয়নে মোহ, বদনে মোহ, কটাক্ষে মোহ। তুমি হাস, মদিরার উৎস খুলে দাও; তোমার গমনে ছন্দ, বচনে সঙ্গীত, তোমার অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের লীলা-তরঙ্গ! তোমার আলুলায়িত কেশদামে সম্মোহনের প্রবাহ! তুমি দুর্ব্বল মানবের নরকের দ্বার প্রশস্ত ক'রে দাও! তোমায় কি ব'লবো? তোমায় ব'লবার কিছু নাই।

কণি। এ কি ব'লছ! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনি! তুমি কি সেই আলি!—

আলি। হাঁ, আমিও সেই আলি, আর তুমিও সেই কণিমন। কিন্তু যে আলির ভাবে, ভঙ্গীতে, ভাষায় তার অন্তরের ভালবাসা ফুটে উঠ্‌ত, এ আলি সে আলি নয়; আর যাকে চোখে দেখলে আলির হৃদয়ে শত সাধ উথলে উঠতো, সে কণিমনও এ কণিমন নয়!

কণি। কেন? কেন? আমি কি—দোষ ক'রেছি?

আলি। দোষ তোমার নয়, দোষ বিধাতার, যিনি তোমাকে নারীর আকার দিয়েছেন! আর কেন? আর কেন? মোহ কেটেছে। আজ এক নারীর আচরণ জগতের নারীকে আমায় ঘৃণা ক'রতে শিখিয়েছে! তবে আর কেন? আর কেন? আর নয়, আর নয়!

কণি। আলি, তোমার কি কোন অসুখ ক'রেছে?

আলি। আমায় স্পর্শ ক'রো না, স্পর্শ ক'রো না! নারি! তুমি দেখতে মাধুরীর মালা, কিন্তু তোমার স্পর্শে বৃশ্চিকের জ্বালা। আর মমতা দেখিয়ে আমায় ভোলাবার চেষ্টা ক'রো না। ভুল ভেঙ্গেছে, ব'লেছি ত আমি আর সে আলি নই; মুহূর্ত্তে মোহ ছুটেছে!

কণি। তুমি আর সে আলি নও, কিন্তু আমি সেই কণিমন,—যে তোমা বই জানে না।

আলি। জানা-জানি সব বুঝেছি—

কণি। কি বুঝেছ?

আলি। বুঝেছি নারীর ভালবাসা—লালসার রূপান্তর! কেন সে আগুনে আমায় পোড়াবে? তোমার ও হাব-ভাব, অনুনয়ে ঘৃণার বৃদ্ধি করে, প্রেমের নয়! সংসারে সহস্র পুরুষ আছে, যাকে ইচ্ছা ভাণে ভোলাও। আজ থেকে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। ভুলে যাও! ভুলে যাও!

[প্রস্থান।

কণি। কি হ'ল! কি হ'ল! সব ফুরাল! শূন্য! শূন্য! ভিতরে শূন্য, বাহিরে শূন্য! এ বিরাট শূন্য নিয়ে আমি বাঁচবো কেমন ক'রে! কেউ নেই, আমার কেউ নেই! তোমার ভুল ভেঙ্গেছে, আমার যে জীবনের মূল ভেঙ্গেছে! ভাণ! প্রাণ কি ভাণ হয়! তুমি ভুলেছ, আমি যে ভুলতে পারছিনি, আদর ক'রে আমায় ফুলের কলি ব'লে ডাকতে! কে যেন আমার ভেতর ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ছে! গেলে! চ'লে গেলে! জন্মের শোধ আর একবার তেম্‌নি ক'রে কলি ব'লে ডেকে যাও!—(ক্রন্দন)

(খতিজার প্রবেশ)

খতিজা। আলিনকী চ'লে গেছে? এ কি কণিমন তুই কাঁদছিস্?

কণি। কই না।

খতিজা। না! আমার কাছে লুকোবি? পারবিনে। আমারও এক

দিন তোর মত বয়েস ছিল। আমিও একদিন পুরুষের প্রতারণায় তোর মত কেঁদেছি। তার পর তার প্রলোভনে ভুলে মনে ক'রে-ছিলেম,—আমার কান্নার শেষ হ'য়েছে। কিন্তু না,—আমি পুত্রের জননী হ'য়েও নিঃসন্তান, রাজমহিষী হ'য়েও বাঁদী, সতী হ'য়েও কলঙ্কিনী! এই রাজ-অন্তঃপুরে আমি ঘৃণার পাত্রী, করুণার পাত্রী। তবু দেখ্, আমার চোখে জল নাই। বুকে আগুন জ্বেলেছি—তাতে সব জল শুকিয়ে গেছে। স্নেহ, কোমলতা—আমার বুক নিংড়ে দেখ্, আর এতটুকু রস খুঁজে পাবিনি। আছে কেবল বিষ, বিষ, নারীর প্রতিহিংসা বিষ!

কণি। এ কি উগ্র বিষ আমার কাণে ঢা'ল্‌ছ মা?

খতিজা। বিষ! বিষ! হিঁদুরা বলে শুনিস্ নি,—সমুদ্র-মন্থনে বিষ উঠেছিল? আমার ভাগ্যে বিষ উঠেছে! হিঁদুর দেবতা নির্ব্বোধ, সেই বিস পান ক'রেছিল; আমি সেই বিষ ছড়াব, রাজনগর পোড়াব! তোর কপালেও বিষ উঠেছে। আয় দুজনে বিষ ছড়াই! বিষে বিষ উথলে উঠুক! টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটুক! জ্বলুক—জ্বলুক সব, ছারখার হোক!

কণি। কিন্তু মা! নারীর মমতা বিসর্জ্জন দেব কেমন ক'রে?

খতিজা। ভুলে যা, তুই নারী। আমি সব ভুলেছি! স্বামী ভুলেছি, সন্তান ভুলেছি, সব ভুলেছি; মনে আছে কেবল প্রতিশোধ!

কণি। প্রতিশোধ?

খতিজা। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! ভুলে যা তুই প্রণয়িনী নারী। তোর কেউ নাই, কিছু নাই, আছে কেবল প্রতিশোধ! সব ভুলে যা, কারুর মুখ চাস্‌নি। পুরুষ নারীর মুখ চায় না, সব ভুলে

যায়। ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়! ভুলে যায়—নারী প্রাণময়ী; তার হৃদয় আছে, হৃদয়ে সহস্র সাধ আছে। ভুলে যায় এই নারীই দেবী—এই নারীই প্রেতিনী! তার নিশ্বাসে আগুন আছে, দাঁতে বিষ আছে। তুই কারুর মুখ চাস্‌নি। আমার সহায় হ'। আয় সব ভুলে যা।

ফণি। মা! তোমার শিক্ষা নেব। প্রতিশোধ! দরকার হয়, হাস্‌তে হাস্‌তে তার বুকে ছুরি বসাতে পারব, কিন্তু তাকে ভুলতে পারব না, ভুলতে পারব না!

খতিজা। ছি! ছি! এই চোখের জলে সব মমতা ভাসিয়ে দে। ওঠ্‌ ভুজঙ্গিনী—দলিতা ফণিনীর মত ফণা তুলে দাঁড়া! প্রতিশোধে আমার সহায় হ'! চল, চল, সময় বয়ে যায়, সাম্‌নে অনেক কাজ।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ফৌজদার কোম্মর খাঁর শিবির।

কোম্মর ও সভাসদ্‌গণ।

কোম্মর। আমোদ কর, আমোদ কর! রাজা পা'ল্‌টেছে। ছিল বুড়ো, হয়েছে ছোঁড়া। আমাদেরই পোয়া বারো! কি বল হে?

১ম সভা। আজ্ঞে তার আর সন্দ কি? বুড়োটা ছিল সয়তানের ধাড়ী! বাবা ফাঁকি দেবার যো ছিল না। হিসেব-নিকেশের ঠেলায়

স্ফূর্তি মগজে চ'ড়তো। এখন বেপরোয়া নিয়ে এস ধ'রে, থামে বেঁধে চাবকাও, গাঁকে গাঁ লুট করো, জ্বালিয়ে দাও, বলবার কেউ নাই। আবার আলিনকীটা গেছে দিল্লী।

কোম্বর। বিবাগী হ'য়েছেন! মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে! মজা জান তো হে! বিয়ে হ'ল না ছেলে হ'ল! মীরহবিব ধাড়ী বজ্জাৎ, গলা চেপে ধ'রলে। লিখি করিয়ে নিলে,—সেই ছেলে হবে বীরভূমের রাজা।

১ম সভা। বটে! তবে—বিয়েটা সাব্যস্ত হ'ল কবে হুজুর?

কোম্বর। সে বুঝি জান না? সব খবর রাখি হে! শ্বশুর সাহেব হাতেম খাঁ আবার রাজকুমারদের গুরুমশায় কি না! কাজেই আমার "বাড়ীর ভেতরের" তাঁর কাছ থেকে—বুঝতে পারছো? কি ক'রলে জান? যখন দেখলে বেগতিক, মোল্লাদের ঘুস খাইয়ে বিয়ের দিন এগিয়ে দিলে এক বচ্ছর। তোমার আমার ঘরে হ'লে হ'ত তারজ! আর এ বড় ঘরের বড় কথা! বাদিওজ্জমানের বংশের উজ্জ্বল দীপ হলেন শ্রীমান্ আসাদওজ্জমান! বাবা! না করবার জো নাই!

২য় সভা। বুড়ো রাজাটা চিরকেলে ন'টো! কত অবলার যে কুল মজিয়েছে, কে তার হিসেব রাখে? পাঁচদিন চোরের, একদিন সাধের। ঠেকে গেলেন, এই মীরহবিবের মেয়ের কাছে। খতিজা বিবিও তো কম খাণ্ডারণী নন্; সেই ছেলেকেই তো সিংহাসন দেওয়ালে, তবে ছাড়লে!

কোম্বর। মজা লুটে শেষটা ফকিরী নিয়ে সাধু হ'ল! আমাদেরও রক্তের তেজ ক'মে এলে ;—যখন চোখে দেখতে পাব না, কাণে

শুনতে পাব না, মদে অরুচি হবে, আর মেয়েমানুষ আমাদের দেখলে আঁৎকে উঠ্‌বে,—আমরাও তখন ফকিরী নেব। কি বল হে?

১ম সভা। এ্যাক্কেবারে হেঁদুদের ঋষি!

২য় সভা। আলিনকীটা হঠাৎ রাজ্য ছেড়ে দিল্লী গেল?

১ম সভা। মনের দুঃখে!

কোম্বর। আরে না, না, এর ভেতর মানে আছে। ও লোক-দেখান বৈরাগ্যি! হয় ত এই অছিলায় দিল্লী থেকে ফারমান্‌ আনতে গেছে।

২য় সভা। আলিনকী থাকলেও বা ভয়ের কারণ ছিল ধ'রতে গেলে এখন হুজুরই হ'লেন এ দেশের মালিক! রাজত্বটা চুটিয়ে ক'রে যা'ন হুজুর! খালি মদ আর মেয়েমানুষ!

কোম্বর। রাজত্ব ক'রতে দিচ্ছ কই হে? খালি মদ মেয়েমানুষ কৈ?

২য় সভা। ক্রমে হবে। এই যে—

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

এই আলোকিত মুখরিত সাঁঝে,
স্বাগত প্রিয় মোর হৃদয় মাঝে!
মলয় পবন আনে শিহরণ, কাঁপায়ে তনু-বল্লরী;
তারকা খচিত সুনীল গগন, আজি ত মিলন শর্ব্বরী!
তোমা বিনে সখা, রহিতে হে একা—
বড় যে মরমে বাজে!
না রহ আজিকে দূরে,
প্রিয় এস হৃদি-পুরে,
ডুবায়ে বিরহ, মিলন-সুরে—
সাজি-ভুবন মোহন সাজে!

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর, এক ব্রাহ্মণ—

১ম সভা। আর এক ব্রাহ্মণী ? ব্যাটা যেন ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প শোনাতে এল ! কি খবর একেবারে ব'লে ফেল্ না ?

প্রহরী। হুজুরের সাক্ষাৎ চায়।

কোম্মর। আজ উৎসব ! আসাদওজ্জমান রাজা হ'য়েছেন, রাজকর্ম্মচারী আমরা স্ফূর্ত্তি ক'রবো, আমোদ ক'রবো ! আজ আর দেখা সাক্ষাতের কথা নাই। অন্য একদিন আস্‌তে ব'লে দে।

(রাঘবের প্রবেশ)

রাঘব। অন্য একদিন নয়, আজই আমার আর্জ্জি শুন্‌তে হবে।

কোম্মর। কে তুমি ? কে তোমায় এখানে আস্‌তে দিলে ?

রাঘব। কেউ দেয়নি, আমি নিজেই জোর ক'রে এখানে এসেছি। নূতন রাজা সিংহাসনে ব'সেছেন, দেশে দেশে তাই উৎসবের আয়োজন ! কিন্তু উৎসবের দায়ে যে গরীবের প্রাণ যায় ! গরীবদের ক্রন্দন সহ্য ক'রতে না পে'রে, প্রতীকারের আশায় তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। প্রতীকার কর ;—দরিদ্র প্রজাদের বাঁচাও।

কোম্মর। কেন, কি হ'য়েছে ?

রাঘব। একদিকে বর্গীর অত্যাচার ! শান্তিতে কারো ঘুমোবার জো নেই ! নিরুদ্বেগে কারও পথ চ'লবার উপায় নাই ! মুখের ভাত ফেলে পালাতে হয় ! মাটীর ভেতর গর্ত্ত ক'রে, স্ত্রী কন্যাদের লুকিয়ে রাখতে হয়। আজ ঘরে আগুন দিচ্ছে, কা'ল ধানের ক্ষেত পুড়িয়ে দিচ্ছে ! নবাব আলিবর্দ্দী তাদের শাসন ক'রতে অক্ষম। তার ওপর

তোমরা পরগণার রাজা,—তোমরা যদি আমোদে উৎসবে নিরীহ প্রজার সঞ্চিত শস্য কেড়ে নাও, গাছ কাট, গৃহপালিত পশু জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে এস,—তা হ'লে তারা দাঁড়ায় কোথায়? তোমাদের অত্যাচারে রাঘববেড়ার প্রজারা হাহাকার ক'রছে! আর তোমরা পরমানন্দে আতসবাজী পুড়িয়ে, নাচগানের ফোয়ারা ছুটিয়ে, সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে, উল্লাসে পৈশাচিক তাণ্ডবে মেতেছ?

কোম্নর। এ যে বড় লম্বা লম্বা কথা কয়? কে তুমি?

রাঘব। আমি রাঘবানন্দ রায়, সামান্য ব্রহ্মোত্তরভোগী! রাঘববেড়ার প্রজাদের প্রতিনিধি হ'য়ে, আজ প্রতীকার ভিক্ষায় তোমার নিকট এসেছি। একবার প্রজাদের মুখের পানে চাও!

কোম্নর। ওহে, এ বলে কি শোন! মুখের পানে চাও! চাইতে কি নারাজ? কাঁচা ঢল্‌ঢলে মুখ হয়, দাড়ি গোঁফ না থাকে, চোখে কটাক্ষ, মুখে হাসি,—দেখতে কি নারাজ? ও দুসমণের মত চেহারা কে দেখে বাবা? দুটো গাছ কেটেছে—না ব'করী মেরেছে, তার আবার নালিশ ক'রতে এসেছে। যাও, যাও, বেয়াদব কোথাকার! মেজাজ বুঝে আর্জ্জি ক'রতে হয়। যাও, নইলে কেন গলাধাক্কা খাবে?

রাঘব। ঋষিকল্প রাজা বাদিওজ্জমান সিংহাসন ত্যাগ ক'রতে না ক'রতে, তাঁর কর্ম্মচারীদের এই ব্যবহার! আর আমি এসেছিলাম এদেরই কাছে প্রতীকার ভিক্ষা করতে?

২য় সভা। ভিক্ষে ক'রতে এসেছ,—হাত যোড় ক'রে দাঁড়াও! হুজুরের সামনে হুম্‌কী কেন? আমি যে তোমায় চিনি—তুমি সেই গোঁয়ার রাঘব না?

কোম্বর। আমোদটাই মাটী ক'রে দিলে। এখন যাও, স'রে পড়। কিছু ব'লবার থাকে,—দরখাস্ত পেশ ক'রো, পরে শুন্‌বো। আর ভাল কথায় না যাও,—এই কোন্ হ্যায়, ইয়ে ব্রাহ্মণকো গর্দ্দান পাকড়কে নিকাল দেও।

রাঘব। বটে, এতদূর! প্রতীকার ভিক্ষায় তোমার কাছে এসেছিলাম; দরিদ্র দেখে এই অপমান? কিন্তু জেনো কোম্বর খাঁ,—আমি ব্রাহ্মণ হ'লেও বিষয়ী ব্রাহ্মণ। যদি যথার্থ ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম হয়, তোমার এই ঔদ্ধত্যের প্রতিফল আমিই একদিন দিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

কোম্বর। হাঃ হাঃ হাঃ!—পাগল নাকি, নইলে আমায় শাসিয়ে যায়!

২য় সভা। হুজুর, আমি ওকে চিনি। ও পাগল নয়,—তবে ওর একটা পাগল-করা মেয়ে আছে। দেখ্‌তে যেন হুরী! বুড়োধাড়ী মেয়ে,—হয় বিয়ে দেয় নি, নয় বিধবা। আমি তার গান শুনেছি, "দোয়েল-কোয়েল" হার মানে,—ঘায়েল ক'রে দেয়!

কোম্বর। বটে! এ সুখবর এতদিন দাও নি! আসাদউজ্জমান নূতন রাজা হ'ল,—কিছুতো সওগাদ দেওয়া চাই। ধ'রে নিয়ে এস ওর "দোয়েল-কোয়েলকে", নূতন রাজাকে ঘায়েল ক'রবে। পাঠিয়ে দেব রাজনগরে! মনিব খুসি থাক্‌বে, মনিব খুসি থাকবে,—হাঃ হাঃ!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রান্তর।

ছদ্মবেশে রঘুজী ভোঁসলে ও মোহনচাঁদ

রঘুজী। ছদ্মবেশে পশ্চিম বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র ঘুরে এলেম'। দেখলেম' দেশ মৃত-প্রায়! তার নাড়ীতে স্পন্দন নাই, ধমনীর রক্ত হিম! উচ্চাকাঙ্ক্ষী মদগর্ব্বী মুসলমান বিকারের তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে এই জড়-প্রায় দেহের শীতল রক্ত শতমুখে শোষণ ক'রছে! বৃদ্ধ বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দী এই বিকারগ্রস্ত মুসলমান শক্তিকে প্রকৃতিস্থ ক'রবার স্বপ্ন দেখ্‌ছে। অস্তোন্মুখ মোগল-ভাগ্য-সূর্য্যের পাণ্ডুর-আলোক ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরাসনের মণি-দীপ্তিও ম্লান হ'য়ে আসছে। এই শুভ সুযোগে, এই মুসলমান শক্তিকে পর্য্যুদস্ত ক'রে আমি আবার হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ক'রেছিলেম। সেই সঙ্কল্পের সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিল আমার বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত, আমার দক্ষিণহস্ত। আলিবর্দ্দীর আত-তায়িতায় সেই ভাস্করের ছিন্নমুণ্ড এই বাঙ্গালায় মানকরের প্রান্তরে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। মোহনচাঁদ! আমি এর প্রতিশোধ নেব। এমন প্রতিশোধ নেব,— যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানের হৃদয়ে চির-বিভীষিকার ছবি জাগিয়ে রাখবে। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মাতৃক্রোড়ে শিশু বর্গীর নাম শুনে স্তব্ধ হ'য়ে থাকবে।

মোহনচাঁদ। কিন্তু অত্যাচারে তো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না প্রভু! পণ্ডিতজীর অত্যাচারের কথাও তো লোকমুখে শুনলেন।

রঘুজী। শুনলেম। অত্যাচারে রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় না জানি। হয় তো ঘটনাচক্রে প'ড়ে ভাস্কর অত্যাচার ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ কি বাঙ্গালী জানতো' না? বীরবাঞ্ছিত মৃত্যু সম্মুখ-যুদ্ধে ভাস্কর স্বর্গগত হ'লে তো আমি এত মর্ম্মাহত হ'তেম না মোহনচাঁদ! বিশ্বাসঘাতকতা! সেই সরল, উদার মহাপ্রাণ বীর,—তাকে আতিথেয়তার আমন্ত্রণে ছলে ভুলিয়ে এনে গুপ্তহত্যা ক'রেছে। আমি এ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল দেব।

মোহন। তাহ'লে একেবারে বাঙ্গালা আক্রমণ না ক'রে উড়িষ্যার জঙ্গলে সৈন্য লুকিয়ে রেখে, এমন ছদ্মবেশে এখানে আসবার উদ্দেশ্য কি প্রভু?

রঘুজী। ছদ্মবেশে এসেছি, এ দেশটাকে চিনতে, জানতে। যদি এ দেশের লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা থা'কতো, তাহ'লে পণ্ডিতজীকে অপঘাতে প্রাণ দিতে হ'তো না। দেখলে তো,—দেশের কেউ কারো স্বপক্ষে নয়, কেউ কাউকে বিশ্বাস ক'রতে চায় না। নইলে এত অত্যাচারে একটা জাতি সংঘবদ্ধ হয় না। দেশ এমন নৈতিক চরিত্রহীন,—কোথাও দেখেছ'? নবাব অত্যাচার করে,—প্রজা বলে "চাচা আপন বাঁচা।" নবাব-ভৃত্যগণ প্রজারই খায়, আবার তারই বুকে ব'সে দাড়ি ওপড়ায়। প্রজার ক্ষেতের ফসল খেয়ে, তাকেই কয়েদ করে, তার শঙ্কিত শস্য লুটে নেয়, তার সুন্দরী মেয়েকে ধ'রে নিয়ে যায়,—গরীব মুখ লুকিয়ে কাঁদে। আর দেশের বড়লোক, জমিদার,—নবাবের মোসাহেবী করে! গরীবের মুখ কেউ চায় না।

এই "যো—হুকুমের" দল নবাবের পাদুকা লেহন ক'রে, কিম্বা দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনে,—বংশপরম্পরায় আলস্য ও অত্যাচারের বীজ বপন ক'রে যায়। এরা চোর! আমি কাউকে অব্যাহতি দেব না।

মোহন। আর কত দিনে আমরা প্রকাশ্যে আক্রমণ ক'রবো?

রঘুজী। সম্মুখে বর্ষা। বর্ষায় এ দেশের অধিকাংশ স্থলই জলে পূর্ণ হ'য়ে যায়; কর্দ্দমাক্ত পথে যাতায়াত প্রায় দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য শস্যেরও অভাব হয়। কাজেই উপযুক্ত রসদ সংগ্রহ ক'রে, এ কয়মাস ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে আত্মগোপন ভিন্ন উপায় নাই।

মোহন। তা হ'লে বর্ষার কয়মাস একরকম নিশ্চেষ্ট হ'য়েই ব'সে থাকৃতে হবে।

রঘুজী। না। দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে হিন্দু-মুসলমানের দুর্ব্বলতা যেখানে,—সেই স্থান অধিকার ক'রতে হবে। খুঁজে খুঁজে বা'র ক'রতে হবে,—এই জড়-প্রায় দেশের দেশদ্রোহী কারা'! নিশ্চিন্তে আহার করে, নবাব সরকারে উচ্চপদবী, কিন্তু আপনার অবস্থায় সদা অসন্তুষ্ট,—দেশবাসীর মাংসে বর্দ্ধিত-মেদ—দেশের অকর্ম্মণ্য এই কুলাঙ্গারদের খুঁজে খুঁজে বা'র ক'রতে হবে। হিন্দু-মুসলমানে শত্রুতার সৃষ্টি ক'রে তাদের গৃহবিবাদে মাতিয়ে তুলতে হবে, কণ্টকের দ্বারা কণ্টক! আর শোন—ভাস্কর পণ্ডিতের সময়ে—মোগল দরবারের মীরহবিব, আলিবর্দ্দীর নুন খেয়েও তার সর্ব্বনাশ ক'রেছিল। এই বীরভূমেই তার বাস। একবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে পরে কর্ত্তব্য স্থির ক'রবো। কে দুজন লোক এই পথে আসছে না? চল একটু অন্তরালে যাই। [প্রস্থান।

(রাঘব ও চিন্ময়ীর প্রবেশ)

রাঘব। মা, আমি মুসলমানের শত্রু নই, অত্যাচারের বিরোধী! রাঘব-বেড়ার দরিদ্র প্রজাদের ওপর অত্যাচারী কোম্মর খাঁর অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছিস্। নিজে ঘরে ঘরে ঘুরে আহত প্রজাদের শুশ্রূষা ক'রেছিস্। চক্ষের জলে ভেসে তাদের দুঃখের কাহিনী আমায় শুনিয়েছিস্। যতক্ষণ তার প্রতীকার না হয়, আমি স্থির হ'তে পারছি না। রাজ দরবারে প্রতীকারের আশা নাই।

চিন্ময়ী। কেন বাবা, রাজা-বাদিওজ্জমান গরিবের রক্ষক।

রাঘব। সেদিন আর নাই চিন্ময়ী! রাজনগরে গিয়ে শুন্‌লেম, বৃদ্ধ রাজা ফকিরী নিয়েছেন; আলিনকী দিল্লী যাত্রা ক'রেছে। কাজেই আর কার কাছে যাব?

চিন্ময়ী। কেন? এখন যিনি রাজা?

রাঘব। সে তো একটা দুগ্ধপোষ্য বালক! তার ওপর রাজনগরে গিয়ে যা শুন্‌লেম,—একটা অপদার্থ কানীন-পুত্র সে!

চিন্ময়ী। ভিক্ষার আবার পাত্রাপাত্র কি বাবা!

রাঘব। আছে বৈকি, মা! অযোগ্য পাত্রে দানও যেমন নিষেধ, অযোগ্যের কাছ থেকে গ্রহণও তেমনি নিষিদ্ধ! কিন্তু এখন শাস্ত্র বোঝাবার সময় নাই মা! প্রজারা আমার প্রতীক্ষায় র'য়েছে, বিলম্ব হ'লে তাদের উৎসাহ ভঙ্গ হবে।

চিন্ময়ী। বাবা! একটা কথা ব'লবো! গুরুদেব বল্লেন, একটা অন্যায়ের প্রতীকার আর একটা অন্যায়ের দ্বারা হয় না। দরকার হ'লে অন্যায়ের বিধান করেন—মা!

রাঘব। মায়ের ছেলে রামপ্রসাদ জোর ক'রে এ কথা ব'লতে পারেন।

কিন্তু আমি অভাগা, মাকে তেমন ক'রে চিন্‌লাম কৈ, যে তাঁর ওপর সকল ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌ব? আর ধ'রতে গেলে মা'ই তো বিধান ক'রছেন! মা নৈলে কে আমার হৃদয়ে ব'সে মাভৈঃ বাণী উচ্চারণ করছে? আমার অন্তরে উদ্দীপনা, দুর্ব্বল হস্তে মত্ত হস্তীর বল দিয়েছে? আমি ব্রাহ্মণ, আমার বুকে কে প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলেছে?

চিন্ময়ী। কিন্তু বাবা! তুমিই তো ব'লেছ, ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম,—বিশেষ ব্রাহ্মণের! ব্রাহ্মণ তুমি, কাজ কি তোমার কাটাকাটি রক্তপাতে?

রাঘব। মা, তুমি বাশুলী মায়ের সেবিকা, স্বয়ং অস্ত্র-শিক্ষিতা; রক্তপাতে তোমার ভয়! জেনো মা, ক্ষমা সব সময় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নয়, অনেক স্থলে ক্ষমা, অক্ষমতার নামান্তর। কিন্তু মা, কথায় কথায় যে অনেক দূর এসে প'ড়লি! এদিকে অন্ধকার প্রায় আসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে। ... বাড়ী ফিরে যা। আমার জন্য তোর কোন চিন্তা নাই। ... এই রাত্রেই বাড়ী আ'সব। তবে মা, বলা ত' যায় না,—এখন আর যদি আমি না ফিরি,—বল্ মা, আমি নিশ্চিন্ত! বল্ তুই আমার শৃঙ্খল নস্? শুনে সংশয়হীন হ'য়ে চ'লে যাই। বল্!

চিন্ময়ী। হাঁ বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত! আমি তোমার শৃঙ্খল নই!

রাঘব। তবে যা, এখন বাড়ী ফিরে যা। শুষ্কনেত্রে দৃঢ়-পদক্ষেপে চ'লে যা, আমি দেখি।

চিন্ময়ী। এস বাবা। [ধীরে ধীরে প্রস্থান।

রাঘব। চিন্ময়ী! না,—চ'লে গেছে! আহা অভাগিনী বালিকা মমতার শৃঙ্খল! তবু আমার নিজের মেয়ে নয়। কি ক'রব?—

ক্ষমা ?—বেশ তো, চিন্ময়ীকে নিয়ে একটা তীর্থে গিয়ে বাস ক'রলেই তো পারি! তা না ক'রে গরীবের জন্য আমি ছুটে ছুটে মরি কেন? এ হাঙ্গামাটা চুক্‌লে, একবার সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের কাছে যাব। তিনিই চিন্ময়ীকে দিয়েছেন, তাঁর পরামর্শ শুন্‌ব। কিন্তু কেন আমার এই উদ্দীপনা? চারিদিকে অত্যাচার, ঘরে ঘরে হাহাকার! একা আমি কি ক'রতে পারি? ক'জনের দুঃখ দূর ক'রব? আমার দেশ, আমার দেশবাসী, কেন এ মমত্ব-বোধ? জন্মভূমির এ কি আকর্ষণ? ব্রাহ্মণ রুদ্রমূর্ত্তিতে জ্বলে উঠ্‌বে, না ভিক্ষাপাত্র করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে?

(রঘুজী ও মোহনচাঁদের প্রবেশ)

রঘুজী। দেশের ক্ষাত্র-শক্তি যখন নিদ্রিত, তখন ব্রাহ্মণের হাতে কি ভিক্ষাপাত্র শোভা পায়?

রাঘব। কে তোমরা?

রঘুজী। অতিথি।

রাঘব। বিদেশী?

রঘুজী। সন্ন্যাসী।

রাঘব। কোথায় যাবে?

রঘুজী। দেশ-ভ্রমণে, তীর্থ-দর্শনে।

রাঘব। আশ্রয় আছে? যদি না থাকে, অদূরেই আমার কুটীর। মন্দিরে দেবী আছেন, সেবা-নিরতা কন্যা আছে। যাও, রাত্রির মত বিশ্রাম ক'রে গন্তব্য স্থানে যেও'।

রঘুজী। আর তুমি?

রাঘব। বিশেষ প্রয়োজন আছে। শেষ ক'রে ফিরবো!

রঘুজী। ব্রাহ্মণ! তুমি যখন তোমার কন্যার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে, একটা কথা কাণে গেছে। তুমি অত্যাচারের প্রতীকার ক'র্ত্তে চ'লেছ। প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে, তুমি পূজারী ব্রাহ্মণ—আর জন কতক দরিদ্র প্রজা;—পারবে কি?

রাঘব। না পারি ম'রতে তো পারব?

রঘুজী। তাতে লাভ?

রাঘব। জীবন্মৃত হ'য়ে থেকেই বা লাভ?

রঘুজী। তার চেয়ে এক কাজ কর না? এই মুসলমান শক্তির অপেক্ষা কোন প্রবল শক্তির আশ্রয় নাও না?

রাঘব। তেমন শক্তিমান কে?

রঘুজী। কেন বর্গী! তুমি কি শোন নি, এবার বর্গীরা প্রবল উৎসাহে বাঙ্গালার দিকে এসেছে?

রাঘব। তুমি জান্‌লে কি ক'রে?

রঘুজী। সন্ন্যাসী, দেশে দেশে বেড়াই, লোকমুখে শুনেছি।

রাঘব। তুমি সন্ন্যাসী, না কপট-বেশধারী!

রঘুজী। কেন?

রাঘব। নইলে হিন্দু হ'য়ে তুমি এ কথা উচ্চারণ ক'রলে কি ক'রে? যে বর্গী আমার দেশের শত্রু, আমার ভাইয়ের শত্রু,—আমি ঘরের শত্রু শাসন ক'রতে সেই বিদেশীর আশ্রয় নেব? সন্ন্যাসি! আমি অধঃ-পতিত হ'লেও ব্রাহ্মণ। তুমি ব্রাহ্মণকে চেন না, তাই এ কথা ব'লতে সাহস ক'রলে। যদি পারি, নিজে এর প্রতিকার ক'রবো। নইলে, দেশদ্রোহী কুলাঙ্গারের মত খাল কে'টে কুমীর ঘরে আনবো না।

যাও, যথার্থই যদি আশ্রয় না থাকে, আমারই কুটীরে গিয়ে শ্রান্তি দূর কর। কার্য্য-শেষে দেখা হবে। যদি ফিরি—দেখা হবে।

[প্রস্থান।

রঘুজী। মোহনচাঁদ! বাঙ্গালায় এখনও মানুষ আছে। এখনও এ দেশ শবে পরিণত হয়নি। কেবল ঘুমুচ্ছে। কোন মহাপুরুষের মন্ত্রোচ্চারণে আবার হয় ত এর ঘুম ভাঙ্গবে। চল, এখন মীরহবিবের সন্ধানে যাই। আর দেখ, তুমি এ ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ স্বীকার কর। দেবতার স্থান, অনেক তথ্য সংগ্রহ ক'রতে পারবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কোম্মর খাঁর শিবির।

(টলিতে টলিতে কোম্মরের প্রবেশ)

কোম্মর। বাঃ—আসর ফাঁক! এই কোন হ্যায়;—নাচনেওয়ালী লোককো বোলাও।

নেপথ্যে। "যো হুকুম"।

কোম্মর। এই সাকি লোককো ভি—ভেজ—দেনা।

নেপথ্যে। "যো হুকুম"।

(বোতলাদি লইয়া সাকির প্রবেশ ও কোম্মরের মদ্যপান)

কোম্মর। তারা কই হে সাকি ?

সাকী। ঐ যে আওয়াজ শোনা গেছে হুজুর !

কোম্মর। শুধু আওয়াজ দিলে কি ঠাণ্ডা হয় ; কাছে এসে একটু কুচ কাওয়াজ করুক।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

এ কি হ'ল দায়—হায় !
বারে বারে আঁখি কেন ফিরে ফিরে চায় ?
কোথা কোন্ কোণে সে, গরবেতে আছে ব'সে,
হেসে দিলে প্রাণ, সে—কাঁদায়ে ফিরায় !
আকুলি কাঁদে প্রাণ, ভুলি মান অপমান,
চাহি পুনঃ তার পানে—আশা নিরাশায় !

কোম্মর। (সমের মাথায়) আহা হাঃ ! এতক্ষণে ধাতস্থ হওয়া গেল। এমনি কুচ-কাওয়াজ হয় ত লড়ায়ে কোন্ শালা নারাজ ! চোখে চোখে বেশ মোলায়েম রকমের দুটো খোঁচা খুঁচি হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে না হয় দুটো মিঠে বুলির গুলি চ'ললো, ব্যস্—একেবারে মগজের খুলি উড়লো ! প্রাণটা হ'ল দরাজ ! (নেপথ্যে গোলমাল) কে বাবা বদরসিক, বাজ ডাকালে ?

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

কি রে, গোলমাল কিসের ?

প্রহরী। হুজুর ! কারা তাঁবু আক্রমণ ক'রেছে !

কোম্মর। মাম্‌দোয় নাকি ? নেশাটা কি অতিরিক্ত হ'য়েছে বাপধন ?

প্রহরী। হুজুর নেশা—(থতমত ভাব)

কোম্বর। নইলে? যে রাজ্যে শান্তি বিরাজমান, সেখানে শত্রু দ্বারা শিবির আক্রান্ত হবার স্বপ্ন কেমন ক'রে দেখবে বাপ? যা ব্যাটা, খবর জেনে আয়।

প্রহরী। হুজুর, না জেনে আপনাকে সংবাদ দিতে আস্‌ব কেন?

কোম্বর। তা হ'লে কে আক্রমণ ক'রেছে?

প্রহরী। শুধু সেই খবরটী পাই নাই হুজুর!

কোম্বর। তা হ'লে কোন্ খবরটী জেনে এসেছ বাপু?

প্রহরী। আজ্ঞে, তাঁবু আক্রান্ত হ'য়েছে।

কোম্বর। উত্তম হ'য়েছে। আর?

প্রহরী। আর কোন সংবাদ জান্‌তে পারি নাই হুজুর!

কোম্বর। তাঁবু যে আক্রান্ত হ'য়েছে, সে সংবাদ তুই না দিলেও ত আমি গোলমাল শুনে বুঝতে পারছি। যা ব্যাটা, খবর জেনে আয়।

[প্রহরীর প্রস্থান।

নেপথ্যে। (মার—মার শব্দ)

কোম্বর। ব্যাপার কি? শত্রু নাই, মার মার করে কে?

(প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর! কতকগুলো ভল্লা আর তেঁতুলে বাগ্‌দী প্রজা আমাদের আক্রমণ ক'রেছে!

কোম্বর। গিয়ে কি একটু মাত্রা চড়িয়ে এলে যাদুমণি!

প্রহরী। হুজুর! ভল্লা, আর তেঁতুলে বাগ্‌দী—(থতমত ভাব)

কোম্মর। ওরে ব্যাটা, আমি কি ব'লছি তারা আমচুরে বাগ্‌দী? এরই মধ্যে এমন কি ঘ'টল, যে জন্য তারা বিদ্রোহী হ'ল—সেই খবরটা জেনে আয়, আর আমার শরীর-রক্ষী সৈন্যদের সাজতে বলে দে।

[প্রহরীর প্রস্থান।

তবে কি এ সেই ব্রাহ্মণের কাজ! আলোচা'ল-খেকো ব্রাহ্মণের এত সাহস হবে?

(প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর! বিদ্রোহীরা আপনার শরীর রক্ষী সৈন্যদের মেরে গো-বেড়েন ক'রেছে। সাজতে ব'লবো কাকে?

কোম্মর। তুই ক'বাড়ী খেলি?

প্রহরী। আজ্ঞে—বাড়ী—(থতমত ভাব)

কোম্মর। তাদের গরু ভেবে গো-বেড়েন ক'রেছে, আর তোকে বুঝি হারাম ভেবে আরাম ক'রতে পাঠালে?

প্রহরী। তোবা, তোবা! হুজুর এল—এল—ঐ এল। আগে নিজের মাথা বাঁচান, তারপর আমাকে গালাগাল ক'রবেন।

১ম নর্ত্তকী। ওলো পালা, পালা, আজ প্রাণ বাঁচে ত কাল নাচের মোজ্‌রো ক'রব!

[প্রহরী ও নর্ত্তকীগণের পলায়ন।

কোম্মর। (অকস্মাৎ নেপথ্যে রাঘবকে দেখিয়া) ওঃ বুঝেছি! ঐ যে সেই ব্রাহ্মণ! সৈন্যগণ!

(জনৈক সৈন্যের প্রবেশ)

যারা এখনও নিদ্রাতুর, তাদের নিদ্রা ভাঙ্গাবার আর আবশ্যক নাই। তাদের নিদ্রার ভালরকম ব্যবস্থা কা'ল করা যাবে! যারা জেগে আছ, ঐ ব্রাহ্মণকে ধ'রবার চেষ্টা কর।

১ম সৈন্য। কোন ব্রাহ্মণ ?

কোম্মর। ঐ অদূরে এক ক্ষুদ্র মৃত্তিকা-স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে একজন মশালের আলোক-সঙ্কেতে বিদ্রোহীদের পরিচালিত ক'রছে দেখতে পাচ্ছ ?

১ম সৈন্য। পাচ্ছি।

কোম্মর। ঐ সেই ব্রাহ্মণ রাঘব রায়। জীবনপণে তোমরা ওকে ধর।

(রাঘবের প্রবেশ)

রাঘব। ধ'রতে হবে না। আমি আপনিই এসেছি কোম্মর খাঁ! এবার তোমার ঋণ পরিশোধ করি ? (তরবারি উঠাইল)

কোম্মর। ওরে বাবা! এ যে বেজায় কুচ-কাওয়াজ দেখালে! কোথা থেকে কি হ'ল ? রক্ষা কর, রক্ষা কর! এই কে আছিস্ ? সব পালিয়েছে! ব্রাহ্মণ রক্ষা কর।

রাঘব। এই যে ক'রছি। (কাটিতে উদ্যত)

(বেগে চিন্ময়ীর প্রবেশ)

চিন্ময়ী। বাবা! বাবা! মের'না, মের'না! পশুরক্তে হস্ত কলঙ্কিত ক'র না!

রাঘব। একি চিন্ময়ী! তুই কোথা থেকে এলি ?

চিন্ময়ী। তোমায় বিদায় দিয়ে থাকৃতে পারলেম না। তোমার অলক্ষ্যে তোমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছি।

রাঘব। শৃঙ্খল এখানেও! কিন্তু মা, শত্রু আর ঋণের শেষ যে থেকে যাবে ?

চিন্ময়ী। যাক্! তাতে ক্ষতি কি বাবা ? শিক্ষা তো দেওয়া হ'য়েছে। প্রতিশোধ তো নিয়েছ ? তরবারি ফেলে দাও। চল, পূজার সময় ব'য়ে যাচ্ছে।

কোম্বর। ক্ষমা! ব্রাহ্মণ—ক্ষমা! আমি ক্ষমা-ভিক্ষা চাচ্ছি!

চিন্ময়ী। বাবা!

রাঘব। থাক্ মা! আর ব'লতে হবে না। পূজা অপূর্ণ র'ইল, বলি. হ'ল না। কোম্বর খাঁ—ক্ষমাই ক'রলেম। কিন্তু মনে রেখ, আর কখনো দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ক'র না।

কোম্বর। না। এবার বাঁচলে, আর কখনো অত্যাচার ক'রব না। (স্বগতঃ) মেয়েটার কথা শুনেছিলেম, দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল!

রাঘব। আয় মা! আর এ পাপ স্থানে নয়। [উভয়ের প্রস্থান।

কোম্বর। বটে, কাফের! আর অত্যাচার ক'রবো না ? প্রতিফল, প্রতিফল! প্রতিফল! তবে আমার নাম কোম্বর খাঁ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাঘবের কালীবাড়ী।

চিন্ময়ীর গান।

হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
হ'য়ে বাঁকা দে'মা দেখা শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে ॥
নর কর কটী বেড়া
খুলে পর মা পীত-ধড়া
মাথায় পর মা মোহন চুড়া, চরণে চরণ থুয়ে।
নর-শির মুণ্ডমালা
ত্যজে পর্ মা বনমালা
ঘুচে কালী হ'মা কালা, ওগো ও পাষাণের মেয়ে।
হৃদ্-মাঝারে কাল শশী
দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
অসি ছে'ড়ে ধর মা বাঁশী রামপ্রসাদে সদয় হ'য়ে।

(মোহনচাঁদের প্রবেশ)

মোহন। পরম যত্নে এ কয়দিন তোমাদের এখানে ছিলেম। সন্ন্যাসী,— এক স্থানে বেশী দিন থাকা আমাদের আশ্রমের নিয়ম-বিরুদ্ধ!

আমি কা'ল প্রত্যূষেই এখান থেকে চ'লে যাব।—সকালে দেখা না হয়—তাই এখনই বিদায় নিয়ে রাখলেম।

চিন্ময়ী। আপনার সঙ্গে যিনি ছিলেন,—আপনার গুরু, কই তিনি তো ফিরে এলেন না? তিনি যে ব'লে গিয়েছিলেন আবার এদিকে আস্‌বেন।

মোহন। বোধ হয় কার্য্যান্তরে আছেন, আসতে পারেন নাই। তোমার বাবার সঙ্গে একদিন পথে দেখা হ'য়েছিল; কই এ কয়দিনের মধ্যে তো তাঁকে আর দেখতে পেলেম না? তাঁর ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত দেখে খুব সন্তুষ্ট হ'লেম। বাঙ্গালায় যে আতিথেয়তার এমন সুব্যবস্থা আছে, তা জানতেম না। এ স্মৃতি আমাদের অনেক দিন মনে থাকবে।

চিন্ময়ী। কি আর ক'রেছি? আমার কত ত্রুটী হ'য়েছে;—দয়া ক'রে মার্জ্জনা ক'রবেন। কিন্তু, বাঙ্গালাকে এতটা ছোট মনে ক'রতেন কেন?

মো। বাঙ্গালায় অবরোধ-প্রথা আছে; পশ্চিমে কি দক্ষিণে কি পঞ্চনদে ভারতের আর কোন প্রদেশে এ প্রথা প্রচলিত নাই। তোমাদের এখানে বোধ হয় এই প্রথম এর ব্যতিক্রম দেখ্‌লেম। অভিভাবক অনুপস্থিত, তবুও অতিথি বিমুখ হবার যো নাই। তুমি অকুণ্ঠিত চিত্তে তাদের পরিচর্য্যা কর; দেখে আনন্দ হ'ল।

চি। এখানে যারা গৃহী, তাদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা আছে সত্য; কিন্তু আমরা তো গৃহী নই। বাবা যে আমার সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী। আমিও তাঁর সন্ন্যাসিনী মেয়ে। শুদ্ধ এই মা'র সেবা হবে না ব'লেই তো আমরা গৃহে আছি। নইলে এতদিন তীর্থবাসী হ'তেম।

মো। ইনি কি তোমাদের কুলদেবী?

চি। হাঁ, আমাদের যা কিছু সব এই দেবীর নামে। দেবীর যা সম্পত্তি, তার আয়েই অতিথিশালার কাজ চলে। এ ফেলে তো কোথাও যাবার যো নেই। তার উপর আমার বাবার শিক্ষা—অতিথি ফিরে না যায়,—তাদের কোন কষ্ট না হয়।

মো। আক্ষেপ এই রইল, তোমার এমন পিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল না। যিনি এত উন্নত-হৃদয়, লৌকিক সঙ্কীর্ণতা যাঁর উচ্চ কার্য্যে বাধা দিতে পারে নি,—তোমার মধুর ব্যবহার, সরলতা, নির্ভীকতা এবং নিষ্ঠা দেখে আমি বুঝতে পারছি, তিনি কত মহৎ—যাঁর শিক্ষার ফল তুমি। এমন তপশ্চারিণী কুমারীর কথা পুস্তকে প'ড়েছিলেম, ভাগ্যবশে এখানে এসে প্রত্যক্ষ ক'রলেম। আজ বুঝলেম গৃহমেধী ব'লে বাঙ্গালীর কেন অপবাদ। এই শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গভূমি—এর আকাশে, বাতাসে, মৃত্তিকার গন্ধে কি মোহ আছে জানি না। আমি সন্ন্যাসী, আমার কোন বন্ধন নাই ; কিন্তু মনে হ'চ্ছে, যেন এখানকার সঙ্গে আমার জন্ম-সম্বন্ধ। মনকে বুঝিয়েও বিদায় নিতে পারছি না।

চি। তবে কেন বিদায় নেবেন ?

মো। আমি সন্ন্যাসী ; কোথাও ত্রিরাত্রি থাকতে নাই।

চি। আমিও সন্ন্যাসিনী, কিন্তু কতকাল র'য়েছি !

মো। (হাসিয়া) কতকাল চিন্ময়ী ? বোধ করি গণে সংখ্যা হয় না ? তা হোক, তোমার থাকতে দোষ নাই।

চি। কেন ? আপনার দোষ, আমার দোষ নাই কেন ?

মো। নির্ম্মল ফুলের মত তোমার পিতা তোমাকে মায়ের পায়ে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন,—তুমি যে মায়ের সেবিকা। কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি উদাস বাতাসের মত দেশে দেশে ভেসে বেড়াই,

এখানে তোমার যত্নে আটকে গিয়েছিলেম। কিন্তু আর নয়, আমায় বিদায় দাও। কা'ল ভোরেই আমি চ'লে যাব।

চি। কা'ল ভোরেই ? সন্ন্যাসী ! এখানকার কাজ শেষ হ'য়েছে ?

মো। কাজ ? হাঁ—না—তা এক রকম শেষ হ'য়েছে বৈকি—তাই যাব। কিন্তু একটা কথা চির জীবনে ভুলব না—তোমার অসঙ্কোচ সেবা ! পিতা দূর-দেশে, বাড়ীতে কেউ নাই—

চি। কেউ নাই কেন ? সাক্ষাৎ মা র'য়েছেন !

মো। হাঁ—দেবী এখানে প্রত্যক্ষ।

নেপথ্যে রামপ্রসাদ }—রাঘব বাড়ী আছ ? আমার মা কোথায়—চিন্ময়ী ?

(রামপ্রসাদের প্রবেশ)

চি। একি, বাবা ! আপনি ! এতদিন পরে মেয়ে ব'লে মনে প'ড়ল বুঝি ? বাবা যে আপনার ওখানেই গেছেন। তা হ'লে আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি ?

রাম। রাঘব আমার ওখানে গেছে ? আর আমি এদিকে মাকে দেখবার জন্য আকুল হ'য়ে ছুটে এসেছি।

চি। আসুন বাবা, আমি পা ধুইয়ে দি।

রাম। সে কি মা ! তাতে যে আমার অকল্যাণ হবে ! আমি যে তোমার ছেলে !

চি। কেন বাবা, কচি ছেলে মায়ের কোলে থাকে, তার পায়ে কি মায়ে হাত দেয় না ?

রাম। মা, মা, ব্রহ্মময়ী মা আমার। কিন্তু মা—

গান।

মা হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল প্রসব ক'রলে হয় না মাতা,
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন যাতনা পেয়েছেন মাতা,
এখন ক্ষুধার বেলা শুধালে না এল পুত্র
গেল কোথা।
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে যারে পিতামাতা,
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড তাতে তোমার হয় না
ব্যথা।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা,
যদি ধর আপন পিতৃধারা নাম ধর মা জগন্মাতা।

চি। বাবা, আর লজ্জা দেবেন না। আমি তবে আপনার আহারের আয়োজন করিগে! আপনি পূজা করুন।

রাম। বেশ মা, বেশ। আজ একসঙ্গে মৃন্ময়ী আর চিন্ময়ীর পূজা। কি আনন্দ, কি আনন্দ! ছেলে এসেছে, আয়োজন ক'রবিনে? মা যে আমার মহামায়ার অংশ;—অংশ কি,—অংশে পূর্ণ—সাক্ষাৎ মহামায়া! কৈবল্যদায়িনী, কালি-কলুষ-হরা, মহাকাল-মনোরমা! যাও মা, অভুক্ত সন্তান, আয়োজন করগে। কিন্তু মা, কেবল উদরের আহার দিয়ে ভুলিয়ে রেখ না। আমার ভবের ক্ষুধা নিবৃত্তি ক'রে দে মা! কলুর ঘানিতে জুড়ে চোখ-বাঁধা বলদের মত অবিরত আর কত পাক দিবি?

[চিন্ময়ীর প্রস্থান।

এই যে বাবার বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বেটীর এতটুকু লজ্জা নাই। ও আবাগী, শিব-সোহাগী! তুমি না আদ্যা সতী? তাই পতির বুকে পা দিয়েছ! মা, এ কি অবিচার! ও চরণ যে রাম-প্রসাদের সর্ব্বস্বধন! মা, তুই ছেলের বিষয় বাপকে দিলি! কারেই বলি? সর্ব্বনাশী কি আর বেঁচে আছে! মা, মা, শিবে, শিব-সীমন্তিনি! জয় বিশ্বজননী, জয় বিশ্বপিতা! (মোহনচাঁদকে দেখিয়া) কে তুমি?

মো। অতিথি!

রাম। অতিথি আবার কে? সবই তো সেই এক মায়ের ছেলে। বেশ, বেশ, এই যে গৈরিকে অঙ্গ ঢেকেছ?—মার চিহ্নিত ছেলে। সঙ্কল্প ক'রে পূজা ক'রতে ব'সব। পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এ স্থান ত্যাগ ক'র না। আর যদি অসুবিধা বোঝ—

মো। (স্বগতঃ) কে এ মহাপুরুষ? (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে কিছু না। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, মাতৃ-পূজা দেখি।

রাম। বেশ, স্থান-ত্যাগ ক'র না। মা, মা, চিন্ময়ী; চৈতন্যরূপিণি! চিদানন্দদায়িনি! শ্মশানে কেন, রামপ্রসাদের হৃদয়-কমল আলো ক'রে এস মা! (ধ্যানস্থ)—(গীত)

(রামপ্রসাদের গীত)

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে,—বামা
গলিত চিকুর আসব আবেশে
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে॥

কালীর শরীরে রুধির শোভিছে
কালিন্দীর জলে কিংশুক-ভাসে।
কেরে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
কেরে নীলকান্তমণি নিতান্ত,
নখর-নিকর তিমির নাশে,
কেরে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়,
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে॥
দিতিসুত চয়, সভয় হৃদয়
থর থর থর কাঁপে হুতাশে।
কোপ কর দূর, চল নিজপুর,
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥

নেপথ্যে বৃদ্ধ ভৃত্য —দিদিমণি, পালাও,—পালাও! বাড়ীতে ডা'কাত পড়েছে!

মো। কি?—এই সন্ধ্যা রাত্রে বাড়ীতে ডাকাত! ভয় নাই—ভয় নাই —(উঠিল)

রাম। এ কি? কোথায় যাচ্ছ?

মো। প্রভু! শুন্‌তে পাচ্ছেন না? বাড়ীতে ডাকাত প'ড়েছে?

রাম। পড়ুক! মহামায়ার পূজা এখনও শেষ হয় নাই;—স্থান-ত্যাগ ক'র না। ব'স!

মো। কি সর্ব্বনাশ! কে এ উন্মাদ?

(গ্রামবাসিগণের কোলাহল)

প্রভু! মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। কে আপনি জানি না, কিন্তু আপনার কথা রাখ্‌তে পারলেম না। অতিথি হয়ে যাঁর অন্ন খেয়েছি, পূজার

অছিলায় নিশ্চেষ্ট থেকে প্রাণ থাকতে তার সর্ব্বনাশ দেখতে পারবো না।

রাম। কি ক'রবে ?

মো। দেখি, যদি পারি কিছু প্রতীকার ক'রতে ?

রাম। মূর্খ! অসুরনাশিনী মা আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—শ্যামা, শ্যামাঙ্গিণী কালী, উগ্রা, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী, ত্রিলোকরক্ষয়িত্রী ! আর তুমি আমি প্রতীকার ক'রব ?

মো। ভণ্ড! এই রকম অলস পূজাই দেশটাকে উচ্ছন্ন দিয়েছে—

নেপথ্যে। আল্লা, আল্লা হো—

নেপথ্যে চিন্ময়ী } সন্ন্যাসী ! সাবধান ; কে আছ, পালিও না, পালিও না। কে লাঠি ধ'রতে জান, এস—(ছাদে গিয়া নাগারা ধ্বনি) এস, এস, দেবীর সম্পত্তি রক্ষা কর।

মো। তাইতো, অস্ত্র পাই কোথায় ? এই যে,—পাষাণ-হস্তে খড়্গের তো কোন প্রয়োজন্ নাই ? এই খড়্গই আমার অস্ত্র হোক। (খাঁড়া গ্রহণ)

রাম। কি সর্ব্বনাশ করলি ? মূর্খ! মার উদ্যত খড়্গ মার হাত থেকে কেড়ে নিলি !

(মোহনের গাত্রাবরণ পড়িয়া গেল। রামপ্রসাদ দেখিলেন)

রাম। এ কে ? এ যে সেই বালক ! সেই দৃপ্ত চক্ষু, গর্ব্বিত ভঙ্গী, আর দক্ষিণ বাহুমূলে সেই জড়ুল ! চিনেছি, চিনেছি ! মায়ের অপূর্ব্ব লীলা ! গৌরীকান্ত ! তুমি বেঁচে আছ ? তুমি সন্ন্যাসী ?

মো। আমি সন্ন্যাসী নই—আমি বর্গী !

রাম। তুমি বাঙ্গালী !

মো। যেই হই ; আমি কাপুরুষ নই। যদি বাঁচি, পরে পরিচয় শুন্‌বো, —এখন নয়।

রাম। যেওনা—যেওনা—মহা অমঙ্গল সম্মুখে।

মো। বাতুলে তোমার কথা শুনবে ;—আমি নই।

নেপথ্যে চিন্ময়ী } এস, এস, তোমাদের দেশের মেয়ের ইজ্জৎ যায়, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

মো। শুন্‌ছ, শুন্‌ছ! ভণ্ড ভক্ত! নারী বিপন্না হ'য়ে সাহায্য চাচ্ছে, আর তুমি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে মাটীর ঢিবির পূজা ক'রছ? উল্টে আমায় বাধা দিচ্ছ! এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য ছুটে যাচ্ছ না? নারীর অপমান!

রাম। কেবল নারী নয়, চিন্ময়ী তোমার স্ত্রী! শোন বাতুল! স্থান ত্যাগ ক'র না।

মো। উন্মাদ! আমার স্ত্রী? চিন্ময়ী আমার স্ত্রী? এ কি সম্ভব? এখানে এল কেমন ক'রে?

রাম। রাঘবকে আমিই পালন ক'রবার জন্য দান ক'রেছিলেম।

মো। আমার স্ত্রী! তবে প্রতিশোধ নেবার অধিকারী ত আমি?

রাম। প্রতিশোধ? প্রতিশোধ কি এই রকমে নিতে হয়? মার সংসার! মার উপর ভার দাও! হিংসায় হিংসার বৃদ্ধি!— শক্তিনাশ!— পশুত্বের প্রসার! কেন শ্মশানে শৃগাল কুকুরের সংখ্যা বাড়াবে? গৌরীকান্ত! মার পূজা কর মন শুদ্ধ কর! হিংসা বর্জ্জন কর; যেও না, মার মন্দির শ্মশান ক'র না। পুনরায় ব'লছি মহা অমঙ্গল হবে।

মো। হবে কি! আর কি হবে? স্ত্রীর অপমান, দেবস্থান লুণ্ঠিত। আর বেশী অমঙ্গল কি হবে?

রাম। হবে হবে, আরও অমঙ্গল হবে। যেওনা। যেওনা।

নেপথ্যে। কে আছ, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

মো। যদি বাঁচি, তোমার কথা শুনবো। ভয় নাই, ভয় নাই।

[প্রস্থান।

রাম। মা লীলাময়ী তোর লীলা, তুই জানিস্!

পটপরিবর্ত্তন

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিন্ম। আরে, আরে, ভীরু পশুপাল! জোয়ান সব লাঠি নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে! বাবা, বাবা! কোথায় তুমি? সিংহের গহ্বরে শৃগাল! গুরুদেবের কি হবে? সন্ন্যাসী!

(অনুচরগণ সহ কোম্বরের প্রবেশ)

কোম্বর। এই সেই মেয়েটা না? উপরে নাগরা বাজিয়ে লোক জড় ক'রছিল? বাঁধ শয়তানীকে!

চি। খবরদার! আমায় স্পর্শ করিস্‌নি দুরাচার! গুরুদেব অস্ত্র ধরতে নিষেধ ক'রেছেন, নইলে কার সাধ্য বন্দী করে? কোম্বর খাঁ—একদিন আমিই না তোমার প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছিলেম?

কো। বিবি! কোম্বর খাঁ অকৃতজ্ঞ নয়, তার জন্য তোমায় রাজনগরের রাজরাণী ক'রে দেব। (সৈন্যদের প্রতি) এই—বাঁধ্ দেরী করিস্‌নি।

(মোহনের প্রবেশ)

মো। অত সহজে নয় কাপুরুষের দল! আমি জীবিত থাক্‌তে কারো সাধ্য নাই, রমণীর উপর অত্যাচার করে।

চি। একি! সন্ন্যাসী, তুমি? পালাও, পালাও, নিজের জীবন বিপন্ন ক'র না!

কোম্বর। এই একটা ডাকু—কাফের। আক্রমণ কর, আক্রমণ কর।

(সকলের মোহনকে আক্রমণ)

মো। আয়, তোদের রুধির-ধারায় গৃহ প্রাঙ্গণ আজ রণাঙ্গনে পরিণত হোক্। ভণ্ড ভক্ত! মায়ের পূজা কেমন ক'রে ক'রতে হয়, দেখে যাও। পূজা—নিশ্চেষ্টতায় নয়, মায়ের পূজা বলি নইলে পূর্ণ হয় না! দেখিস্ মা—মুখ রক্ষা করিস্।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

কোম্বর। কে এ অদ্ভুত সাহসী?

চি। ধন্য ধন্য সন্ন্যাসী!

নেপথ্যে মোহন } চিন্ময়ি! পালাও, পালাও! আমি একা, প্লাবনের মত শত্রু সৈন্য; মৃত্যু নিশ্চিত।

চি। মা! কুলদেবি! সত্য সত্যই কি তুই পাষাণী,—না প্রাণময়ী! গুরুদেবের কি হবে? অতিথি সন্ন্যাসীর প্রাণ, নারীর মর্য্যাদা! মা, মা, আদ্যাশক্তি! তুই যদি মেয়েকে না রাখিস্, কে রাখবে?

কো। মর্য্যাদার কোন হানি হবে না। বহু সম্মানে নিয়ে যাব।

নেপথ্যে সৈন্য } প'ড়েছে, প'ড়েছে, কাফের ঘায়েল হ'য়েছে। ইয়া আল্লা—আকবর!

নেপথ্যে মোহন } চিন্ময়ী! পালাও! আমি আহত!

চি। সাবাস্—সাবাস্!

(কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ)

কো। এই বাঁধ্—বাঁধ্! এটা ডাকুর আড্ডা। কাফের খুব ল'ড়েছে।

চি। বাবা! বাবা! গুরু! গুরু!

কো। প'ড়েছ সেপাইয়ের হাতে,—এখানে বাবাও নেই, গুরুও নেই,—আছে জবর নাগর! হাঃ—হাঃ—হাঃ—এই নিয়ে চল্ পাল্কীতে। দেখিস্, যেন বেইজ্জত না হয়।

চি। চল, আমি আপনিই যাচ্ছি। [সৈন্যগণ সহ প্রস্থান।

কো। রাঘব বড় অপমান ক'রে ছিলে? মেয়ে মানুষের সামনে তাঁবু লুট! কেমন শোধ দিয়েছি? হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজনগর প্রাসাদস্থ কক্ষ

খতিজা ও কণিমন

খ। কণিমন! বাবা আস্তে সম্মত হ'য়েছেন, তবে এখনও এলেন না কেন? আর উৎকণ্ঠায় কতক্ষণ থাক্‌বো? তুই আমার সব কথা তাঁকে ব'লেছিস্ তো?

কণি। সব ব'লেছি। আপনি যেমন বলেছেন—সব! তবে লুকিয়ে আস্‌তে হবে,—সেই জন্যেই বোধ হয় দেরী হ'চ্ছে। আমি অন্দরের ফটক দিয়ে তাঁকে আস্‌তে ব'লেছি। প্রহরী প্রথমে সম্মত হয় নি। আপনার প্রদত্ত অর্থ পেয়ে শেষে সম্মত হ'ল।

খ। তুই একবার এগিয়ে দেখ—কেন এত বিলম্ব হ'চ্ছে!

কণি। আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি ব'লছি তিনি নিশ্চিত আস্‌বেন। ব'ললেন, "যদিও গোপনে যাওয়া বিপদের কথা তবুও যাব। আমার মেয়ের জন্য এমন কোন বিপদ নাই, যার সম্মুখীন হ'তে না পারি।"

খ। মেয়ের জন্য! মেয়ের জন্যই তার পুত্রকে হত্যা ক'রে, একটা পরের কণ্টক কোলে তুলে দিয়েছিলেন! কণিমন! আমি সব জানি। আমি সব বুঝতে পারছি। তবু পিতার সঙ্গে পরামর্শ করা ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই। স্বার্থ, স্বার্থ! মা বল, বাপ বল, স্বামী, ভাই, বোন, আত্মীয়—স্বার্থের উপর মমতার ভিত্তি। তবু এই পিতার সঙ্গে পরামর্শ ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই। তিনি এখানে আস্‌তে পারবেন তো? ভুলে যান নি?

কণি। না! তিনি ব'ললেন,—এ বাড়ীর সব তিনি চেনেন। অন্দরের বাগান দিয়ে ঢুকে এইখানে আস্‌বেন। অন্দরের প্রহরী বাগানের প্রহরী সবই আপনার অর্থে বশীভূত। কখনই তিনি ভুলবেন না। নিশ্চয়ই আস্‌বেন!

(মীরহবিবের প্রবেশ)

মীর। ঠিক মনে আছে, ঠিক এসেছি।

খ। বাবা! তোমরা আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রেছ?

মীর। স্থির হও মা! তোমার বাঁদীর কাছে আমি সব শুনেছি।

খ। কণিমন বাঁদী নয়, বাঁদী সেজে তোমার কাছে গিয়েছিল। এ রাজা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী, রাজ বাড়ীরই অন্তঃপুরিকা।

মীর। এর সামনেই কি আমাদের সব কথা হবে?

খ। কোন ক্ষতি নাই। এই রাজ অন্তঃপুরে এর আর আমার সমান অবস্থা। আমরা প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, পরস্পরকে সাহায্য ক'রব।

মীর। বেশ এখন কি ক'রতে চাও?

খ। আমি প্রথমে জান্‌তে চাই,—তোমরা আমার এ সর্ব্বনাশ ক'রেছিলে কেন? একটা মিথ্যা স্বপ্নে আমায় ভুলিয়ে রেখে, দুর্ব্বলা নারী আমি,—আমার বুকে এ আগুন জ্বেলে দিলে কেন? আজ আমার কি অবস্থা! রাজমহিষী—রাজমাতা হ'য়ে আমি আজ জগতের চ'ক্ষে একটা বিরাট উপহাস! আসাদ আমার পুত্র নয়! আমি পুত্র জ্ঞানে তাকে পালন ক'রেছি। আর আজ? আমাকে বন্দিনী ক'রে কারাগারে রাখলে না কেন? তা হ'লেত এ মুখ কাউকে দেখাতে হ'ত না? বাবা, বাবা! হয় আমাকে হত্যা কর, নয় এই আসাদকে রাজ্যচ্যুত ভিখারী ক'রে তার ঔদ্ধত্যের আর তার পিতার প্রতারণার শাস্তি দাও!

মীর। অত উতলা হ'লে হবে না মা! কার্য্য গুরুতর! আমি সব শুনেছি, বিশেষ চিন্তা ক'রে দেখেছি! আসাদকে সিংহাসনচ্যুত ক'রতে হ'লে, তার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে—

খ। কি—কি—কি উপায় শীঘ্র বল?

মীর। উতলা হ'য়ো না। শোন! একমাত্র উপায় বর্গী! কিন্তু তাতে অনেক অর্থের প্রয়োজন!

থ। অর্থ? কত অর্থ? আমার সর্ব্বস্ব দিলেও যদি আসাদের সর্ব্বনাশ হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত! বল, কত অর্থ চাই?

মীর। খুব গোপনীয় কথা মা, পারবি? রাজনগরের রাজাকে উচ্ছেদ করা বিশেষ কঠিন কাজ নয়। কঠিন শেষ রক্ষা,—নবাব আলিবর্দ্দী যদি বাধা দেয়। রঘুজী ভোঁসলে এসেছে, তার লোক আমার কাছে এসেছিল। তাদের সঙ্গে এ দেশের সম্বন্ধ, শুধু টাকা! কোথায় কে রাজা হয় না হয়, তার তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমার বিশ্বাস, যদি টাকা পায়,—তারা আমাদের সাহায্য ক'রতে পারে। বাদি-ওজ্জমান ফকির, আলিনকী এখানে নাই, এই সুযোগ! পারবি টাকা জোগাতে?

থ। কত টাকা?

মীর। বড় অর্থ পিশাচ। এক কোটীর কম তো কথা কাণেই তুলবে না। তবে চেষ্টা ক'রব, যত কমে হয়।

থ। এক কোটী কি ব'লছ? অর্থে, অলঙ্কারে আমার কাছে প্রায় আড়াই কোটী টাকা আছে; আমি সর্ব্বস্ব তোমায় দিচ্ছি! তুমি আসাদের সর্ব্বনাশ কর, আমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার ক'রেছ তার প্রায়শ্চিত্ত কর, আমায় শান্তি দাও!

মীর। যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব। এই তো চাই! নইলে আমার মেয়ে? রাজমাতা কি,—তোকেই রাজনগরের সিংহাসনে বসাব।

থ। রাজমাতা! রাজমাতা! হয়তো সে আসাদের চেয়েও সুন্দর ছিল। হাঁ নিশ্চয়—তার চেয়েও সুন্দর! সেই তো এ সিংহাসনের অধিকারী, কিন্তু তোমাদের অত্যাচারে আমার কোল শূন্য ক'রে, সে কঠিন মেদিনী অঙ্কে আশ্রয় নিয়েছে। যারা তাকে হত্যা ক'রেছে তার

একজন আমার বাপ, আর একজন আমার স্বামী! বাবা, বাবা! সন্তানের বাপ হ'য়ে তোমরা এমন কাজ কি ক'রে ক'রলে?

মীর। না মা হত্যা তাকে করিনি। এতদিন তোমায় বলিনি, বলার প্রয়োজনও হয় নি। সঙ্কল্প ক'রেছিলেম হত্যা ক'রব—হত্যা করিনি। কিন্তু তাকে হাত ছাড়া ক'রে ফেলেছি,—দিল্লীর এক ওমরাওকে দান ক'রে দিয়েছি। জানিনা, সে এখন কি অবস্থায় আছে? তবে সংবাদ পেয়েছি, সে—বেঁচে আছে।

খ। তা হ'লে সে মরেনি? বেঁচে আছে? তা হ'লে কি আমি পুত্র হানা নই? না—না—তার মরণ বাঁচন, এখন আমার পক্ষে সমান কথা। সে তো আমায় চেনে না,—মা ব'লে জানে না! উঃ—বাবা, বাবা, কি সর্ব্বনাশ আমার ক'রেছ? পুত্র থাকতে আমি পুত্রহীনা! আমার বুকভরা বাৎসল্য পাত্রাভাবে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। না—না—হতভাগ্য সে, তার প্রাপ্য আমার সপত্নী পুত্র আসাদ জুচ্চুরী ক'রে ঠকিয়ে নিয়েছে। আর তুমি আমার বাপ, আর একজন আমার স্বামী,—এতবড় জুচ্চুরীর প্রধান সহায় হ'য়েছ! কিন্তু তবু আমি সব ভুলব, সব মাফ্‌ ক'র্‌ব, তুমি যা ব'ল্‌বে শুনবো, যত অর্থ চাও দেব; আসাদের সর্ব্বনাশ কর। ওঃ তারই জন্য ক্রোধে জ্ঞানহারা হ'য়ে, আমি নিজের কলঙ্কের কথা প্রকাশ ক'রেছি; বিনিময়ে, ঘৃণায় আসাদ আমায় বন্দী ক'রেছে! আবার পরমুহূর্ত্তেই আমি তার মা নই জেনে করুণায় মুক্তি দিয়ে, আমার জীবনকে বিষময় ক'রে তুলেছে।

মীর। যা হ'য়ে গেছে মা, এখন তার আলোচনায় ত কোন ফল

নাই ? যখন বেঁচে থাকতেই হবে, তখন প্রতিশোধ নিয়ে—নিজের অস্তিত্বের মূল্য বুঝিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকাই ভাল !

খ। হাঁ প্রতিশোধ নেব ; এমন প্রতিশোধ নেব—যে বাদিওজ্জমান আতঙ্কে শিউরে উঠবে ! আসাদ হাহাকারে আকাশ ছেয়ে ফেলবে ! আলিনকীর মহত্ত্ব পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়বে।

কণি। (স্বগত) হায় আলিনকী !

মীর। তাহ'লে আমি এখন যাই মা—টাকাটা পাব কখন ?

খ। এই কণিমনই তোমায় দিয়ে আসবে।

মীর। সর্ব্বদা আমার যাতায়াত সুবিধা হবে না ; আমারও সংবাদ তুমি এরই কাছে পাবে। এই সব পরামর্শের জন্য আমায় আবার একবার কোম্নর খাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

খ। একি কণিমন! তোর মুখ শুকিয়ে গেল কেন ? তুই ভয়ে কাঁপ্‌ছিস্ ? এরই মধ্যে সব ভুলে গেলি ? নারীর স্নেহ, নারীর প্রেম, কোমলতা কেবল দুর্ব্বলতার নামান্তর। দে বিসর্জ্জন দে, অতল জলে ডুবিয়ে দে ; তোর অল্পবয়স এখনও সাম্‌লাবার সময় আছে। এদের মোহে ভুলিস না, এই কোমল হৃদয় বৃত্তি তোর, এরা হাওয়ায় প্রাসাদ তৈরী করে—আবার পলকে ভস্ম-স্তূপে বসিয়ে দেয় ! যদি সুখ চাস, শান্তি চাস—পুরুষের মত কঠিন হ',—পুরুষের মত প্রতারক, পুরুষের মত মিথ্যাবাদী, পুরুষের মত বেইমান ! আত্মতৃপ্তির জন্য এরা আকাশের চাঁদ হাতে দেয়—তারপর ব্যাধির মত ঘৃণা করে।

কণি। আমি ভয় করিনি। কিন্তু আলিনকী ? মা আমাদের সর্ব্বনাশ হয় হোক্, আলিনকী ত আপনার কিছু করেনি।

খ। আবার? আবার সেই কথা? এখনও বুঝনিনি? ও এক গাছের ফল, কোন তারতম্য নাই। এ রাজবংশে আমি কাউকে ছেড়ে কথা কইব না। কি অপরাধে এরা আমায় নিঃসন্তান করেছে? কি অপরাধে? সংসার জ্ঞানহীনা বালিকা আমি,—আর বৃদ্ধ বাদী-ওজ্জমান, সঙ্গে আমার পিতা! ওঃ—আসাদকে আপন সন্তান জেনে বুকে তুলে ঘুম পাড়িয়েছি, তার একটু অসুখে সারারাত্রি ঘুমাইনি। তার কত আবদার, কত অভিমান, পরের ছেলে বলে ত এতটুকুও বঞ্চনা করিনি; জননীর সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাকে ঢেকে রেখেছি। আসাদ, আসাদ! জাগ্রতে আমার আসাদ, নিদ্রায় আমার আসাদ, স্বপ্নে আমার আসাদ,—আমার পুত্র! আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসেছে, আমি ধমকেছি আসাদ কেঁদেছে; কণিমন, কণিমন, কি করলেম? বাবা কি চ'লে গেল? ডাক, ডাক! কি—ডাকতে যাচ্ছিস? কখন না, খবরদার! না না—যা যা—তুই তাকে ফিরিয়ে আন, ফিরিয়ে আন, নইলে তোর আলীরও সর্ব্বনাশ হবে। ও নিষ্ঠুর চক্রি, নিজের স্বার্থের জন্য কন্যাকে বলি দেয়! কি করলেম, কি করলেম, আসাদকে সিংহাসনচ্যুত ক'রব? সে রাজনগরের পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে? আমি যখন তার মুখে স্তন্য দিয়েছিলেম, তখন তো প্রতারণা করিনি? আর আজ—কোন প্রাণে তার সর্ব্বনাশ ক'রব? তুই ডাক, ডাক, বাবাকে ফেরা!

কণিমন। আর ত রাত্রিতে আজ এ বাড়ী থেকে বেরুতে পারব না? কি করে ফেরাব?

খ। উঃ আমার এই বুকটা পাথরে আছড়ে ভাঙ্গতে ইচ্ছে করছে? কণিমন—আমার বড় জ্বালা, বড় জ্বালা! [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ—দৃশ্য

রাজনগর—দরবার

সিংহাসনে আসাদ ও অমাত্যগণ

আসা। সভাসদগণ, অমাত্যগণ! আজ অসময়ে এই দরবার আহ্বানের কারণ কি আপনারা শুন্‌লেন; অভিযোগকারী আমার কর্ম্মচারী, অভিযুক্ত আমার প্রজা। আমিও এই বিচারের ফলাফলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমি বালক, রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ, সিংহাসন গ্রহণ ক'রে, এই প্রথম বিচারাসনে ব'সেছি। আশা করি আপনারা সৎপরামর্শ-দানে সিংহাসনের-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বেন।

১ম অ। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য ক'রতে কখনই কুণ্ঠিত হব না। অভিযোগ গুরুতর, এর সুবিচার হওয়াই আবশ্যক।

আসা। প্রহরী! ফৌজদার কোম্বর খাঁকে আসতে বল।

প্রহ। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

আসা। যদি জ্যেষ্ঠ আলিনকী আজ উপস্থিত থাকতেন, তা'হলে আমাদের দায়িত্বের অনেকটা লাঘব হ'ত।

(কোম্বরের প্রবেশ)

কোম্বর। ধর্ম্মাবতার! দীনের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আসাদ। ফৌজদার! আপনার বক্তব্য কি, এই দরবারে বলুন।

কোম্বর। ধর্ম্মাবতার! রাঘবানন্দ রায় নামক একজন ব্রহ্মোত্তর-দারের উত্তেজনায় রাঘবপুর অঞ্চলের প্রজাগণ বিদ্রোহী হ'য়েছে। তারই উত্তেজনায় প্রজাগণ খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রেছে, আমার তাঁবু লুঠ ক'রেছে।

আসাদ। আপনি কি প্রতীকারের ব্যবস্থা ক'রেছেন?

কো। আমি হুজুরের নিমকের চাকর, প্রতীকার না ক'রে হুজুরকে সংবাদ দিতে আসিনি। আমি বিদ্রোহীকে শাস্তি দেবার জন্য তার বাড়ী আক্রমণ করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্রোহী রাঘব রায় তখন পলাতক। হুজুরে আমার আর্জ্জি, রাঘবরায়কে ধ'রবার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানার হুকুম হোক। তাকে জব্দ ক'রতে না পা'রলে প্রজারা ঠাণ্ডা হবে না।

আসাদ। তাদের বিদ্রোহের কারণ কিছু বুঝতে পেরেছেন কি?

কো। কারণ কিছুই নয়। সে—রাজ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ক'রে নাম জাহির ক'রতে চায়, এই পর্য্যন্ত।

আসাদ। কিন্তু কৌজদার, আমার সংবাদ যে অন্যরূপ। আমি শুনেছি আপনিই তার প্রতি প্রথম অত্যাচার করেন। সে প্রতীকার প্রার্থনায় আপনার নিকট যায়, আপনি অপমান ক'রে তাকে তাড়িয়ে দেন। বলুন, এ কথা সত্য কি না?

কো। ধর্ম্মাবতারের সম্মুখে কি আমি মিথ্যা ব'লব? (স্বগত) ছোঁড়া এরই মধ্যে এত খবর নিয়েছে!

আসা। না, না, পদস্থ ব্যক্তি আপনি, আপনি মিথ্যা ব'লছেন, একথা আমি সহজে মনে স্থান দেব না। যদি সে ব্রাহ্মণ যথার্থই বিদ্রোহী সাব্যস্ত হয়, তবে তার কি শাস্তি হওয়া উচিত—সে সম্বন্ধে আপনার

মতামত জ্ঞাপন করুন। আপনার সুপরামর্শ কথনই উপেক্ষিত হবে না।

কো। ধর্ম্মাবতার! বিদ্রোহীর শাস্তি, প্রথমে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুন, পরে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে ফাঁসি দিন। আর একটী কথা—

আসা। কি বলুন?

কো। রাঘবের একটী অনূঢ়া কন্যা আছে, যদি প্রয়োজন বোঝেন, তাকে আপনার হারেমের বাঁদী ক'রে রাখতে পারেন।

আসা। বটে! সে কন্যা কোথায়?

কো। আমি তাকে গ্রেপ্তার ক'রে এখানে এনেছি।

আসা। তা হ'লে তো কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন ফৌজদার!

কো। আজ্ঞে আমরা নিমকের গোলাম। আমাদের কাজই ত এই—

আসা। কোথায় সে কন্যা? তাকে এইখানে নিয়ে আসুন।

কো। যে আজ্ঞে, এথনই তাকে নিয়ে আসছি।

(প্রস্থান ও চিন্ময়ী সহ পুনঃ প্রবেশ)

আসা। এই রাঘব রায়ের কন্যা?

কো। হাঁ ধর্ম্মাবতার! পরমাসুন্দরী!

চিন্ময়ী। মা আগ্যাসতি! আমায় কুৎসিতা ক'রে দাও! কুৎসিতা ক'রে দাও!

আসা। বালিকা সুন্দরী কি কুৎসিতা, তা আর আপনার চক্ষে দেখব না। ভগবান বোধ হয় রূপ দেখবার চক্ষু আমায় দিয়েছেন।

কো। আজ্ঞে, তা আর দেবেন না, তা আর দেবেন না, রাজনগরের

মালিক আপনি! (স্বগত) কোম্বর চাচা! একবার উচ্চ পুচ্ছ নাচা। সাবাস হেকমৎ! এটা রাজসভা না হ'লে আজ তোমার এই মেঘে ঘেরা চাঁদমুখে লক্ষ চুমু খেতেম! একচা'লে বাজীমাৎ, রাঘব রায় কুপোকাৎ!

আসা। বালিকা! তোমার পিতা কেন বিদ্রোহী হ'য়েছেন জান কি?

চিন্ম। জানি রাজা!

আসাদ। দয়া ক'রে এই রাজসভায় ব'লবে কি?

চিন্ম। কোন আপত্তি নাই রাজা! কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্যা আমি, জাতিনাশের আশঙ্কায় সমস্ত অন্তরাত্মা আমার কম্পিত হ'চ্ছে, আমার জিহ্বা শুষ্ক, ব'লবার শক্তি যে আমার নাই!

আসাদ। জাতিনাশ! শুনেছি হিন্দুদের জাতি অতি ভঙ্গুর! মুসলমান দরবারে সে আশঙ্কা তো অসম্ভব নয়? ভাগ্যবশে, যে কারণেই হোক্ আমার সাম্‌নে যখন ঐ অনাবিল রূপ সৌন্দর্য্য নিয়ে এসেছ, তখন জাতিনাশ তোমার হবেই। (সিংহাসন হইতে নামিল, চিন্ময়ী পশ্চাৎপদ হইল)

চিন্ম। ধর্ম্মাবতার! ধর্ম্মের প্রতিনিধি! অরক্ষিতা অবলার প্রতি অত্যাচার ক'রে ধর্ম্মের আসন কলঙ্কিত ক'রবেন না। আমি আপনার আশ্রিতা দুঃখিনী প্রজা।

আসাদ। ভয় পে'য়োনা, পেছিও না! তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমারও জাতিত্বের অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রছি, আজ থেকে আমারও জাতিনাশ হ'ল। আজ হ'তে তুমি মুসলমানি, কেননা তুমি আমার ভগিনী। আর যখন তোমার ভাই আমি,

তখন আজ হ'তে আমিও হিন্দু। বোন! আজ হ'তে আমাদের উভয়েরই জাতি নাশ হ'ল!

চিন্ময়ী। ভাই, ভাই, এত মহৎ তুমি! নিরুদ্ধ অশ্রু আমি যে আর ধ'রে রাখতে পারছি নে।

কো। (স্বগত) এই সা'রলে রে,—পাশা বুঝি ওল্টায়!

চিন্ময়ী। এখন তাহ'লে তোমাকে ভাই ব'লব, না রাজা ব'লব?

আসাদ। যেটা তোমার ইচ্ছা।

চিন্ম। তাহ'লে শুনুন ভাই রাজা, আমার পিতার কার্য্যের কৈফিয়ৎ—

আসা। আর আবশ্যক নাই ভগিনী। যদি কখনও তোমার পিতাকে গ্রেপ্তার ক'রতে পারি, তাঁর কাছেই তাঁর কাজের কৈফিয়ৎ নেব। কে আছ? কোম্মর খাঁকে বন্দী কর।

কো। অ্যাঁ-অ্যাঁ—আমায় বন্দী! কি অপরাধে?

আসাদ। অপরাধ? তা বোঝবার শক্তি তোমার নাই ফৌজদার? অথচ একটা প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান প্রজার মান, সম্ভ্রম, প্রাণ সব নির্ভর ক'রছে তোমার আচরণের উপর। কার আদেশে ব্রাহ্মণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রেছ? অপরাধ? কি অপরাধে এই বালিকাকে তুমি অপহরণ ক'রে এনেছ? মুর্শিদাবাদের অনুকরণে তোমাদের এতদূর অধঃপতন হ'য়েছে? মনে ক'রেছিলে বালক আমি, আমাকে রূপের প্রলোভনে ফেলে, তোমাদের কাজ গুছিয়ে নেবে? তোমার দণ্ডে রাজ সরকারের কর্ম্মচারীরা, দেশের প্রজারা, সকলে বুঝুক,—আসাদ বালক হ'লেও সে রাজা।

চিন্ময়ী। আর মুসলমান হ'লেও হিন্দুর ভাই।

কো। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ যে দেখছি সকল খবরই

জেনেছে। নিজের ফাঁদে নিজেই প'ড়লেম ? (প্রকাশ্যে) হুজুর, আমি রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই রাঘব রায়কে দমন করিতে গিয়েছিলেম। রাঘব রায় সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত সংবাদ আমি জানি,—যা এ রাজ্যের কল্যাণের জন্য আপনার জানা একান্ত আবশ্যক।

আসাদ। কি বক্তব্য তোমার, পূর্ব্বেই তা বলা উচিত ছিল।

কোম্ন। আজ্ঞা, ব'লবার আর অবসর দিলেন কই হুজুর ! অসন্তুষ্ট হবেন না, রাগ ক'রবেন না। আপনি এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক। সমস্ত ব্যাপার প্রণিধান না ক'রলে তলিয়ে বুঝতে পারবেন না। হুজুর, অবধান করুন। আমি যেদিন রাঘব রায়ের বাড়ী আক্রমণ করি, একজন সন্ন্যাসী আমায় বাধা দেয়। অনুসন্ধানে জেনেছি, সে বর্গী। রাঘব রায়ের অতিথিশালা, বর্গীর একটা আড্ডা !

চিন্ম। সন্ন্যাসী বর্গীর গুপ্তচর !

আসাদ। এতবড় গুরুতর ব্যাপার যদি জেনেছিলে, তা হ'লে অভিযোগের পূর্ব্বেই, তোমার এ সংবাদ আমায় দেওয়া উচিত ছিল।

(মীরহবিবের প্রবেশ)

মীর। আদাব ভাইজী !—আদাব !

আসাদ। সেলাম ভাইজী ! আপনি যে হঠাৎ ?

মীর। একটা গুরুতর কথা কাণে গেল ;—তাই স্থির থাকতে পারলেম না, তোমার কাছে ছুটে এলেম। শুনলেম, রাঘববেড়ায় রাঘব রায়ের ঠাকুরবাড়ীতে ঘন ঘন বর্গীরা যাতায়াত করছে। বিদ্রোহী

মাধব রায় প্রজাদের ক্ষেপিয়েছে। বর্গীদের সঙ্গে সড়যন্ত্র ক'রে রাজনগরে একটা বিশৃঙ্খল ঘটাবে, এই তার উদ্দেশ্য।

চিন্ম। মিথ্যা কথা।

আসাদ। স্থির হও ভগিনি! এ রাজসভা।

কোম্ম। (স্বগতঃ) খোদা আছেন—খোদা আছেন! আমি ম'নে ক'রেছিলুম, মীরহবিব বুঝি স'রে প'ড্ল! তা নয়, ঠিক সময়েই এসেছে। বেড়া-জালে ঘিরেছি, দেখি বাবা! কোন্ দিক দিয়ে পালাও!

আসাদ। মাতামহ! একটু পূর্ব্বেই কোম্মর খাঁও সেই কথা ব'লছিল; কোম্মর খাঁ যে অপরাধ ক'রেছে, তার কথায় আমি বিশ্বাস ক'রতে পারি নি। কিন্তু আপনার নিকট শুনে বুঝছি, ব্যাপার সহজে মীমাংসিত হবার নয়। যদি যথার্থই এইরূপ বিদ্রোহ ও অসন্তোষের বীজ এখানে উপ্ত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে সমূলে তার উচ্ছেদ আবশ্যক। আপনারা এ রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনারাও বিশেষ অনুসন্ধান করুন। (চিন্ময়ীর প্রতি) তোমাকে ভগিনী ব'লেছি। তোমার পিতা বিদ্রোহী হ'লেও, তোমার কোন দোষ নাই। রাজনীতির গণ্ডীর বাইরে তোমার স্থান; তুমি কি ক'রবে ভগিনি? তোমার মুসলমান ভ্রাতার আতিথ্য গ্রহণ ক'রবে, না বাড়ী ফিরে যাবে?

চিন্ম। হিন্দু হ'লেও, মুসলমান ভাইয়ের আতিথ্য গ্রহণে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু, আমার পিতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ শুনলেম, তা যতক্ষণ মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন ক'রতে না পারবো, ততক্ষণ সে আতিথ্য গ্রহণে তো আমার অধিকার নাই?

সেলাম ভাই! যদি ভগবান কখনও দিন দেন, পিতাকে কলঙ্ক-মুক্ত ক'রতে পারি, তবেই আমার মুসলমান ভাইয়ের আতিথ্য গ্রহণ ক'রব। সেলাম!

আসাদ। (প্রহরীর প্রতি) যোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গে আমার ভগিনীকে বাড়া রেখে এস। [চিন্ময়ী ও প্রহরীর প্রস্থান।

কোম্ব। তা হ'লে আমার প্রতি কি আদেশ?

আসাদ। উপস্থিত আপনি বন্দী। পরে আপনার বিচারের ব্যবস্থা হবে। [প্রস্থান।

(সভাসদগণ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল)

মীর। (জনান্তিকে কোম্বরের প্রতি) কোন ভয় নাই, যখন আমি আছি। পাশা উল্টে দেব।

কোম্ব। চাচা! তোমার হাড়েই পাশা তৈরী হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজনগর—উদ্যান

বাদিওজ্জমান

বাদি। রাজ্যের চিন্তা নাই! আত্মীয় স্বজনে মমতা নাই! বিষয়ে অনুরাগ নাই!—তবু শান্তি পাই না কেন? নির্জ্জনে নিশ্চিন্ত মনে ভগবানকে ডাকতে যাই, মানসপটে গত জীবনের প্রতি কার্য্য

ফুটে ওঠে! শান্তি কোথায়! শান্তি কোথায়! খোদা! সর্ব্বস্বত্যাগী ফকির আমি, কিন্তু এখনও তোমার করুণার আভাস পাচ্ছি না কেন?

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। পিতা! পুত্রের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

বাদি। এ কি আসাদ! কি মনে ক'রে বৎস?

আসাদ। পিতা, বড় বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে এসেছি।

বাদি। কি বিপদ?

আসাদ। রাজ্যে একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র চ'লছে। কোথাও প্রজা বিদ্রোহী, কোথাও রাজকর্ম্মচারীরা অত্যাচারী। জনরব—বর্গী এদেশ আক্রমণ ক'রবার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে; কেউ কেউ ব'লছেন, এই দেশেই তারা গুপ্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, আর জনরব গোপনে তাদের সাহায্য ক'রছে। মন্ত্রী, আমলা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস-শূন্য;—আমিও কাউকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রতে পারছি না। মতিমান্ রাজনীতিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আলিনকী দিল্লীতে,—সিংহাসনে বালক আমি। কর্ত্তব্য স্থির ক'রতে না পেরে আপনার কাছে এসেছি, সময়োচিত উপদেশ দিয়ে আমাকে রক্ষা করুন।

বাদি। সিংহাসন, যশঃ, গৌরব, রাজমুকুটের সঙ্গে সঙ্গে সবই তো আমি ত্যাগ ক'রে এসেছি বৎস! আর আমাকে কেন? নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর। পরের সাহায্যে বা পরামর্শের উপর যে রাজ্যের ভিত্তি, তা চিরস্থায়ী নয়।

আসাদ। রাজনীতি-বিশারদ আপনি এখনও বিদ্যমান ; তাই আশঙ্কায় আকুল হ'য়ে, আপনার কাছে এসেছি পিতা !

বাদি। রক্ষা ক'রতে না পার, রাজ্য যাবে।

আসাদ। তা হ'লে, আপনি যে এই অট্টালিকায় বাস ক'রছেন, রাজভৃত্য আপনার সেবা ক'রছে, রাজ্যের সঙ্গে এও তো আর থাক্‌বে না পিতা ?

বাদি। কি ব'ললে আসাদ,—কি ব'ল্লে ? তুমি উপদেশ নিতে এসেছ, —না উপদেশ দিতে এসেছ ?

আসাদ। সে কি পিতা ? অনভিজ্ঞ বালক আমি,—আমি আপনাকে উপদেশ দেব ? এত সাহস আমার আছে ?

বাদি। সত্য সময়ে সময়ে অকপট-হৃদয় বালকের কণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করে। আসাদ ! তোমার নির্ম্মল বালকত্বকে আশ্রয় ক'রে, আজ মহাসত্য আমার সম্মুখে ভেসে উঠেছে। আমি শুন্‌তে পাচ্ছি, সত্য চীৎকার ক'রে ব'লছে, জগৎ মিথ্যা—আল্লাই সত্য ! আসাদ, অট্টালিকা, দাস-দাসী, ভোগবিলাসের মোহকরী আবরণ ফকিরকে সংসারী করে, বিরাগীকে ভোগী করে ;—নিষ্কামীকে বাসনার সূক্ষ্ম সূত্রে জড়িয়ে রাখে। তুমি ঠিক ব'লেছ ! এই অট্টালিকা, দাসদাসী কোথায় থাক্‌বে ! আজ থেকে বাদিওজ্জমান তরুতলচারী ভিখারী !—

আসাদ। পরামর্শ নিতে এসে পিতাকে ভিখারী ক'রলেম, এমন হতভাগ্য কুলাঙ্গার আমি !—পিতা, পিতা ! সন্তানকে মার্জ্জনা করুন। রাজ্য যাক্—আমি আর পরামর্শের ভিখারী নই। আপনি এ গৃহ ত্যাগ ক'রবেন না !

বাদি। আক্ষেপ কেন বৎস? তুমি আজ আর আমার পুত্র নও! পুত্ররূপে আমার পিতা, গুরু! আজ আমার নয়নের মোহ তুমি কাটিয়ে দিলে। প্রাসাদে বাস করে তপস্বী!—পরজনের সেবা নিয়ে ফকির! এ দারুণ উপহাসের হাত থেকে তুমি আমায় নিষ্কৃতি দিলে। ঘরে ফিরে যাও, খোদার উপর নির্ভর কর। আসাদ! আমি অশান্তির জন্য সিংহাসন ত্যাগ ক'রেছি, আজ অশান্তির জন্য এই অট্টালিকা ত্যাগ ক'রলেম। খোদা! খোদা! তোমার করুণার কাঙ্গাল আমি!—আমায় কাঙ্গাল ক'রে দাও,—ফকির ক'রে দাও—আশ্রয়হীন ক'রে দাও!

[প্রস্থান।

আসাদ। সিংহাসন পাবার প্রারম্ভেই মাকে বন্দনী ক'রছিলেম;—সিংহাসনে আরোহণ ক'রে পিতাকে ফকির করলেম, স্নেহময়ী জননীর স্নেহ হারালেম! ভাই—দেশত্যাগী! রাজমুকুট!—কি অভিশাপ! কি কঠোর শাস্তি—তোমার ঐ মণি মাণিক্যের অন্তরালে!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

যমুনাতীর

বজরায় সখিগণ ও শেরিণা

(একান্তে আলিনকীর প্রবেশ)

আলি। দিল্লীতে এলেম, বাদসার সঙ্গে দেখাও হ'ল, তিনি সৈন্য পাঠাতে সম্মত হ'য়েছেন। বালাজীরাও বাঙ্গালায় যেতে প্রস্তুত। চমৎকার একখানি বজরা! কতকগুলি সুন্দরী গান গাইতে গাইতে বজরা আলো ক'রে আস্‌ছে। মধ্যস্থলে নক্ষত্র-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায়, ঐ অপরূপ সুন্দরী কে? যেই হোক্, আমার জান্‌বার প্রয়োজন কি? যমুনা-সলিল-শীকর-বাহী মৃদু বাতাস কি স্নিগ্ধ, কি মনোরম! তাঁবুতে ফিরতে যেন মন চাইছে না! আর একটু বেড়িয়ে তবে ফিরব।

[প্রস্থান।

(বজরার উপর গাহিতে গাহিতে সখিগণ ও শেরিণার প্রবেশ)

(গীত)

জ্যোছনা যামিনী, কেন লো মানিনী
রহিবে করিয়ে মুখ ভার।
চলালা রঙ্গে প্রণয়ী অঙ্গে—
পরলো প্রণয়ী বাহু-হার॥

হৃদয় যবে ঝুরে, রহিবে কেন দূরে—
অজানা কেহ যেন এসেছে তব পুরে।—
মিলন কাতর, মানে কর বড়,
ভুলে মান,— দাও প্রেম-উপহার॥

১ম সখি। ওলো, ঐ যে তোর নাগরমণি পান্‌সী ক'রে সাগর ডিঙ্গুলো!

(অন্য একখানি পানসী করিয়া হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমায় লুকিয়ে এসেছ? কেমন ইয়ে ক'রেছি? কেমন ধ'রেছি? মনে ক'রেছ পালিয়ে বাঁচবে?

শেরি। তার যো কি? কিন্তু তুমি কি ক'রে ইয়ে পেলে?

হুসে। আমি হারেমে গেলেম;—শুনলম চড়িভাতীর ইয়েতে তোমরা আগেই বেরিয়েছ। আমি অমনি একটা ইয়ে না নিয়ে—

শেরি। গিট্‌কিরী দিয়ে বেরিয়ে প'ড়লে?

হুসে। ঐ জন্যেই তো তোমার সঙ্গে আমার ইয়ে হয় না। গিট্‌কিরীর কথা কইলেই টিট্‌কিরী কর। কিন্তু আমি কর্ত্তব্ ক'রলে বড় বড় সব ওস্তাদ ছুটে পালায়।

১ম সখি। তাতো পালাবেই। তাদের প্রাণের দরদ ত আছে!

হুসেন। থাকলেই বা ইয়ে। আমিও কি সোজায় ছাড়ি?

শেরি। তুমি কি কর?

হুসে। ক'রব আবার কি? তারাও ছোটে, আমিও তাদের পিছু পিছু ছুটি।

২য় সখি। কতক্ষণ?

হুসে। যতক্ষণ না তারা বাসায় গিয়ে দোরে খিল দেয়। তোমরা যে একটু ইয়ে ক'রে শোননা। ইয়েটা একটুখানি ই'য়ে ক'রে শুন্‌লেই বুঝবে, ইয়ের ভিতর কত রস। এই ধর—গা-ধা-মা—মা—গা—ধা—!

৩য় সখি। মা গাধা কেন হবে? বাবা গাধা।

হুসে। কই সা রে গা মা র কোন পর্দ্দায় ত বাবা গাধা নাই?

১ম সখি। বাবা গাধা না থাক্, ধোপার গাধা ত আছে?

হুসে। যদি বাবা গাধা বেরোয় ত' আমি এক বাপের বেটা নই।

২য় সখি। তোমার যে গান, তার মা-ও নাই বাপও নাই।

হুসে। শেরিণা, তুমি চুপ ক'রে রইলে কেন?

শেরি। ভাব্‌ছি।

হুসেন। ভাব্‌ছ? আমি থাক্‌তে ভাব্‌না? কিসের ভাব্‌না?

শেরি। ভাবছি কি জান? দিল্লীর ত' এখন চারিদিকে শত্রু,—এ সময় যদি আমাদের কোন বিপদ হয়?—এই ধর, যদি একদল ডাকাত এসে আক্রমণ করে—তা হ'লে কি হয় বল দেখি?

হুসে। ডাকাত?—ওঃ—আসুক না ডাকাত। এই ইয়ে, দুহাতে দু-খানা ইয়ে না নিয়ে—ঘোরাতে ঘোরাতে—মা মা গাধা, মা মা গাধা ব'লে বেটাদের কেটে না ফেলে, তোমাকে নিয়ে দৌড়।

শেরি। জলে দৌড়বে কোথায়?

হুসে। কেন? ডুব না মেরে, নদীর যেখানে মাটী পাব, সেখানে গিয়ে দৌড়ুব!

১ সখি। অত ক'রতে হবে কেন, সায়েব! তুমি একবার গিট্‌কিরী ধ'রলে, ডাকাত বাপ বাপ ব'লে ছুটে পালাবে।

শেরি। হুসেন, তুমি সাঁতার জান, না?

হুসে। সে ত' একদিন ব'লেছি, মনে নাই? ডুব মারব দিল্লীতে, উঠ্‌বো-গিয়ে ইয়েতে। তা যদি না পারি, আমি এক বাপের বেটা নই।

শেরি। ডাকাতেরা সংখ্যায় যদি হাজারের বেশী হয়?

হুসে। তা হ'লে ইয়ে,—যে কটা পা'রব, কা'ট্‌ব; তারপর, তোমাকে বুকে তুলে না নিয়ে ব্যূহ ভেদ ক'রে বেরিয়ে প'ড়ব গিট্‌কিরী দিয়ে।

শেরি। যদি বেরুতে না পার? তখন?

হুসে। তখন?—হাস্‌তে, হাস্‌তে, গাইতে গাইতে, মা গাধা, মা গাধা, ক'রে, তোমার জন্যে প্রাণ দেব।

শেরি। পারবে?

হুসে। পারবো না? ওস্তাদ রেখে গান শিখ্‌লেম, ডুব সাঁতারে থেকে আগরায় গেলেম, দাঁতে ক'রে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ডাকাতের দলকে কেটে তছ্‌নছ্‌ ক'রলেম—আর ইয়ে ক'রতে পারবো না।

১ম সখি। ওলো! পশ্চিম অন্ধকার ক'রে যে একখানা মেঘ সাঁ—সাঁ, ক'রে ছুটে আস্‌ছে।

হুসে। তা আসুক না!—বল ত দীপক ভাঁজি।

শেরি। তার চেয়ে মাঝিকে বল, বজরা কিনারায় ভেড়াতে। ইস্‌! দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্ধকার যে আকাশ ছেয়ে ফেললে! কি প্রচণ্ড তুফান!

মাঝি। সামাল—সামাল—ঝড় উঠ্‌লো, ঝড় উঠ্‌লো!

হুসে। তাইত! ঝড় ব'লে ঝড়! নৌকা যে আর বাঁচে না?

শেরি। হুসেন, হুসেন! শীঘ্র আমাদের বজরায় এস। যদি ডোবে, তুমি রক্ষা ক'রতে পারবে।

হুসে। তা তো বটেই! মাঝি, নৌকা চালাও। কিনারায়, কিনারায়, কিনারায়!

শেরি। কোথা যাও হুসেন, কোথা যাও?

হুসে। যাব কেন? পা'লটে আসছি! কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে তারপর তোমাদের নিয়ে যাবার ইয়ে ক'রছি। [প্রস্থান।

শেরি। বেইমান!—এই বীরত্বের এত গর্ব্ব কর? যদি মরি তো ফুরিয়ে গেল! যদি বাঁচি তো আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নাই।

মাঝিগণ। গেল, গেল, বজরা গেল! ডুব্‌ল ডুব্‌ল!

সখাগণ। হায়—হায়—কে আমাদের উদ্ধার ক'রবে?

শেরি। পালালে, পালালে,—কাপুরুষ?

মাঝি। আল্লা, আল্লা! না ডুবলো! ভাই সব সামাল—সামাল!

শেরি। কে আছ? উদ্ধার কর, উদ্ধার কর। (বজরা ডুবিল)

(আলিনকীর প্রবেশ)

আলি। এ কি? সর্ব্বনাশ! উত্তাল তরঙ্গময়ী-যমুনা—দেখ্‌তে দেখ্‌তে এতগুলি সুন্দরীকে গ্রাস ক'রলে। কি ক'রবো। এদের কাউকে কি রক্ষা ক'রতে পারবো না? খোদা! খোদা! হৃদয়ে বল দাও!

(জলে ঝাঁপ প্রদান)

(দৃশ্যান্তর)

(হুসেন তীরে উঠিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে)

হুসে। বাবা! আপনি বাঁচলে বাপের নাম! ছোট পানসী,—ঝাঁ ক'রে কিনারায় এসেছি। আর একটু হ'লে ডুব সাঁতার দিতে হ'ত। জলের সঙ্গে চালাকী নয়, সারে গামা বোধ নাই! ডাকাত হ'লে কাটতে পারতেম। দিব্যি পঞ্চম সোয়ারী চ'লেছিল, হঠাৎ ঝড়ে যেমন সব তাল-ফেরতা হ'য়ে গেল। [প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন

যমুনা-পুলিন

(ঝড় থামিয়া গিয়াছে)

(জ্ঞানশূন্যা শেরিণাকে লইয়া আলিনকীর প্রবেশ)

আলি। জীবিতা, না মূর্চ্ছিতা! কে জানে?—সদ্যোস্নাতা বসরাই গোলাপ, এ যে সেই সুন্দরী! আহা! কি অপরূপ রূপমাধুরী।

(রাজনগরের সওয়ারের প্রবেশ)

সও। জনাবালি!

আলি। কে তুমি?

সও। রাজনগর থেকে আস্‌ছি। হুজুরের তাঁবুতে গিয়েছিলেম,

শুনলেম হুজুর যমুনার দিকে বেড়াতে এসেছেন,—তাই খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি।

আলি। কেন? রাজনগর থেকে হঠাৎ?

সও। রাজা এক জরুরী পত্র দিয়েছেন।

আলি। আচ্ছা, শিবিরে চল, আমি যাচ্ছি।

সও। জনাবালি! খুব জরুরী পত্র। [প্রস্থান।

আলি। খুব সম্ভব আসাদ বিপদগ্রস্থ, নইলে এত জরুরী তলব কেন? কি বিপদ ঘট্‌তে পারে? কি বিপদ? আমার প্রাণ তার কাছে ছুটে চ'লেছে। কিন্তু এ বিপন্নাকে কার কাছে দিয়ে যাই!

(হাফেজের প্রবেশ)

হাফেজ। শুন্‌লেম, যমুনায় বজরা ডুবেছে! বাদশার অন্তঃপুর-চারিণীদের কি হ'ল? এ কি, এখানে প'ড়ে কে?

আলি। কে ভাই তুমি?

হাফেজ। আমার নাম হাফেজ। এ কি! বাদশার ভ্রাতুষ্পুত্রী?

আলি। বাদশার ভ্রাতুষ্পুত্রী! দেখছি ইনি আপনার পরিচিতা। মহাশয়! অনুগ্রহ ক'রে এঁর শুশ্রুষার ভার গ্রহণ করুন! (স্বগত) দুর্ব্বল হৃদয়কে বিশ্বাস করা অনুচিত! উদ্ধার ক'রেছি, আমার কার্য্য সমাপ্ত।

হাফেজ। (শেরিণার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিল) কে আপনি বীর! বাদশার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে উদ্ধার ক'রলেন?

আলি। দীনের নাম মহম্মদ আলিনকী। [প্রস্থান।

হাফেজ। আলিনকী? কে আলিনকী! দরবারে যেন দেখেছি!

বীরভূম রাজকুমার আলিনকী! না—তিনি এখানে কি ক'রতে আস্‌বেন?

(শেরিণা চক্ষু মেলিল)

শেরি। কে আমায় বাঁচালে?

হাফেজ। ভয় নাই। আপনি নিরাপদ!

শেরি। তুমি? তুমি আমার রক্ষা-কর্ত্তা?

হাফেজ। খোদা মালেক!

শেরি। (স্বগতঃ) কাপুরুষ হুসেন! এ প্রাণ তোমার নয়! যে আমার উদ্ধার ক'রেছে, তার!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাঘববেড়া—রাঘবের বাটী

রাঘব ও রামপ্রসাদ

রাঘব। তারপর ?

রাম। গৌরীকান্তকে আমি দেখেই চিনেছিলেম। তাকে নিষেধও ক'রেছিলেম, দস্যুদের সম্মুখে না যায়। সে শুন্‌লে না—আহত হ'ল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমি তার শুশ্রূষা করি। একদিন পরেই একজন সন্ন্যাসী এসে তাকে নিয়ে গেল।

রাঘব। অদ্ভুত! এতদিন সে কোথায় ছিল, এখনই বা সে কি করে, পূর্ব্ব জীবনের কথা তার কতদূর মনে আছে,—এ সব কথা কিছু আপনাকে ব'লেছে ?

রাম। তার বাড়ী ছিল যে কুমারহট্টে—সে কথা তার মনে আছে। বিবাহের কথা মনে আছে। কিন্তু স্ত্রীকে মনে নাই। আর সে অনেক দিনের কথা। তখন তার বয়স নয়,—চিন্ময়ীর বয়স পাঁচ।

রাঘব। মা-বাপের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে না ?

রাম। হ্যাঁ, সবই ব'ল্‌লেম। সে গঙ্গায় ডুবে যায়; কিছুদিন পরে তার মা-বাপ কাশীবাসী হ'ন। পরে,—সেখানে তাদের মৃত্যু হয়। শুন্‌লে,—কিন্তু দেখ্‌লেম, তার মা বাপ, আত্মীয় কি

দেশের প্রতি বিশেষ মমতা নাই। আমি তার উপনয়নের সময় উপস্থিত ছিলেম; দাঁড়িয়ে থেকে তার বিবাহ দিই। শৈশব অবস্থায় দেখলেও, আমি তাকে ভুলিনি।

রাঘব। শুন্‌লে, চিন্ময়ী তার স্ত্রী,—দেখ্‌লে ফৌজদারের লোক তাকে ধ'রে নিয়ে গেল, তবু সে রইল না?

রাম। না!—ব'লে গেল, যদি পারি এর প্রতিশোধ নেব।

রাঘব। বর্গীর দলে মিশেছে?

রাম। হ্যাঁ—নিজেই সে কথা ব'ললে। ব'ললে, গঙ্গা থেকে উঠে কিছুদিন তার বুদ্ধি-ভ্রংস হ'য়েছিল। যখন চৈতন্য হ'ল, দেখ্‌লে সে তখন—একজন বর্গীর শিবিরে। সেই থেকেই বর্গীর দলেই আছে। নিজেকে বর্গী ব'লেই পরিচয় দেয়,—বাঙ্গালী বলে না!

রাঘব। হতভাগিনী চিন্ময়ী! বাল্যকাল থেকেই দুঃখিনী—অনাথিনী! আমাকে পিতা ব'লেই জানে। জানে না যে আমার সে পালিতা কন্যা!

রাম। আমি চিন্ময়ীর মাকে নিষেধ ক'রেছিলেম, যেন তার বিবাহ না দেয়। কন্যাটীকে দেখে আমি বুঝেছিলেম, এ সাধারণ নয়, নায়িকার অংশে এর জন্ম। নাম ছিল অপর্ণা আমিই তার দীক্ষার সময় নামকরণ করি চিন্ময়ী! আমি এই কুমারী কন্যার অপরূপ লাবণ্যে চিন্ময়ীর আভাস দেখেছিলেম। চিন্ময়ী—চিন্ময়ী! আমি ধ্যান ক'রতে ক'রতে দেখেছি, মা আমার যথার্থই চিন্ময়ী! নিরাভরণা অথচ ক্ষুদ্র দেহে বিশ্বের সৌন্দর্য্যের আভাস, হাস্যাননা, কমল কোমলাঙ্গী, বিশ্ব-জননীর লীলা সহচরী!

রাঘব। সেই চিন্ময়ীর যে এই দুর্দ্দশা হবে, কল্পনাও করিনি। এ-স্থান-দিন দিন অরাজক হ'য়ে উঠ্‌ছে! চিন্ময়ীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা কর্‌বার জন্যেই আমি আপনার ওখানে গিয়েছিলেম। সেখানে গিয়ে শুন্‌লেম, আপনি এখানে এসেছেন। পথে একদিনও বিলম্ব করিনি। কিন্তু আক্ষেপ এই, সময়ে উপস্থিত হ'য়ে কোম্বর খাঁকে শিক্ষা দিতে পারলেম না!

রাম। এখন কি ক'রবে?

রাঘব। কি ক'রবো জানি না—তবে এটা জানি, এ অপমান, এ অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না। অকৃতজ্ঞ গ্রামের লোক;—তাদের জন্যই ফৌজদারের সঙ্গে আমার বিবাদ। এ বিপদে তারা কেউ এলো না! উল্টে তারা ব'লছে, আমার মেয়েকে মুসলমানে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে; আমি সমাজচ্যুত—জাতিচ্যুত! আমাকে এ গ্রাম ছাড়তে হবে।

রাম। রাঘব! তুমি ক্রোধান্ধ হ'য়ে আত্মদৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছ। হিংসায় অত্যাচারের প্রতীকার হয় না—অত্যাচার বাড়ানই হয়। পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে হিংসায় হিংসা উচ্ছেদের চেষ্টা হ'চ্ছে, কিন্তু দেখ, তাতে রক্তস্রোত একদিনও বন্ধ হয় নি। দিন দিন বাড়ছে! আত্মস্থ হও, হিংসা বর্জ্জন কর। আত্ম-শুদ্ধির দ্বারা মনকে অপরাজেয় কর, হিংসার আসনে প্রেমকে বসাও! জগজ্জননীর সন্তান আমরা সবাই—অজ্ঞানতাবশতঃ কেউ যদি অত্যাচার করে,—তাকে প্রেমে বশীভূত কর;—তার মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত কর। তাকে আপনার ক'রে নাও। দেখবে, আততায়ী অত্যাচারীর হাত থেকে হিংসার তরবারি

আপনি মাটীতে খ'সে প'ড়বে! দেশে শান্তির বিমল স্রোত বইবে।

(চিন্ময়ীর প্রবেশ)

রাঘব। এই যে মা আমার আস্‌ছে? মা—মা!

চিন্ময়ী। গুরুদেব! প্রণাম। বাবা! প্রণাম। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি নিরাপদে ফিরে এসেছি।

রাম। মার ইচ্ছা!

চিন্ময়ী। রাজনগরের রাজা আসাদ অতি ভদ্র, অতি বিনয়ী। সে ভগিনী সম্বোধন ক'রে, আমায় সসম্মানে মুক্তি দিয়েছে!

রাঘব। আর কোশ্মর খাঁ?

চিন্ময়ী। তাকে রাজা বন্দী ক'রেছে। কিন্তু বাবা, তোমার নামে তারা এক ভীষণ ষড়যন্ত্র ক'রেছে। তারা ব'লছে তুমি বিদ্রোহী, বর্গীদের সহায়! রাজা তোমার নামে পরোয়ানা বার' ক'রেছে, তোমার বিচার হবে।

রাঘব। তার জন্য তো আমি সদাই প্রস্তুত মা! নিরপেক্ষ বিচারে যদি দোষী শাস্তি পায়, নির্দ্দোষ মুক্তি লাভ করে, সে তো আনন্দের কথা। কিন্তু, তাতো হ'চ্ছে না?

চিন্ময়ী। বাবা! তুমি কবে এলে? এ কয়দিন গুরুদেবের সেবার কি ব্যবস্থা হ'ল? আর যে সন্ন্যাসী আমাকে উদ্ধার ক'রতে গিয়ে আহত হ'লেন, তিনিই বা কোথায়?

রাম। মা! সে সন্ন্যাসী চ'লে গিয়েছে। আমার সেবা?—আমার মায়ের রাজ্যে খাবার ভাবনা! অন্নপূর্ণার সংসারে খাবার

অভাব কি মা! এই বোঝ না, মা, তুমি বাড়ী এসেই আমার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছ! ব্যস্ত কেন, মা, তোমার ছেলে কালী-নামের অমৃত পান ক'রে পরম আনন্দে আছে।

(গ্রামবাসিগণের প্রবেশ)

১ম গ্রাম। উয়োর আর ভয়টাই বা কি? আর লাজই বা কিসের? যা ব'লব তা ডাক্ ফুকুরে ব'লব। এমন বাপের বিটা লই হ!

সকলে। তা—বেটেই ত, তা বেটেই ত।

১ম। ওহে রাঘব! বিটি তো রাজদরবারে লাচ ক'রে আস্‌ছে, তুমিও বিটির হাত ধ'রে মজরো ক'র্ত্তে বেরেও। আর এই ঠাকুর বাড়ীতে কেনে? ঠাকুর ত তোমার একার লয়? তুমি আপন বিটিকে লিয়ে গেরাম ছেড়ে চ'লে যাও।

২য়। হ, সোজা কথা। তোমার অতিথ্‌শালা লয়তো, বর্গীর আড্ডা। কোন্‌দিন কি ফেসাদে ফেল্‌বে, আর আমরা মরে যাব।

১ম। সন্ন্যেসীর সাজ ক'রে সব আসে, লাগর বেটে। সব জানা যেছে হে, সব জানা যেছে।

রাঘব। আর আমি তোমাদেরই জন্য ফৌজদারের সঙ্গে বিবাদ ক'রেছিলেম?

১ম। আমাদের জন্তে বল কেনে হে? লিজের নাম জাহির করবার জন্তে দাঙ্গা ফেসাদ বাধালে। এখন এই ফেসাদে আমাদের জড়াও কেনে?

সকলে। তা তো বেটেই হে, তা—তো বেটে।

১ম। তল্পি-তল্পা নিয়ে গেরাম ছেড়ে চ'লে যাও; সাফ্ ব'লে যেছি। আমাদের এক কথা হ।

সকলে।—তাতো বেটেই হে, তাতো বেটেই,—ঐ একই কথা!

[গ্রামবাসিগণের প্রস্থান।

রাঘব। গুরুদেব! শুনলেন?

রাম। ফৌজদারকে মারতে লাঠি ধ'রতে শিখিয়েছ, লাঠি ত নিজের ঘাড়ে প'ড়বেই। অজ্ঞান, মোহান্ধ, ভ্রান্ত জীব! মাকেই ভুলে গেছে, ভাইকে মনে থাকবে কেন? যদি পার, রাঘব! এদের ভালবেসে ভালবাসতে শেখাও। মার ছেলে ব'লে বুক দিয়ে এদেরই আলিঙ্গন কর। দেখবে, এরা নিজের ভুল বুঝবে। প্রেমে হিংসা পরাজিত হবে।

চিন্ময়ী। বাবা! সেদিন কবে হবে?

রাম। বুদ্ধের অভয়বাণী, মহাপ্রভুর আত্মদান, বৃথা যাবে না মা—বৃথা যাবে না। হবে, হবে! কিন্তু কে জানে কবে? কবে এই ভারতে, এই পুণ্যভূমে, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে শান্তির গৈরিক নিশান উড়বে? কামিনী-কাঞ্চনের মোহ দূরে যাবে। প্রেমের বন্যায় শান্তিপুর ডুবু ডুবু, জগত ভেসে যাবে।

চিন্ময়ী। তবে ভয় কি বাবা? চল, এ স্থান ত্যাগ করি। কাজ কি আমাদের এ গ্রামে থেকে? গুরুর চরণধূলি সম্বল ক'রে, আজ থেকে আমরা জগতের দ্বারে অতিথি হই।

(রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ)

রা-ক। এই যে রাঘব? রাজার হুকুম, তুমি বিদ্রোহী; তুমি বন্দী; আমাদের সঙ্গে এস।

রাঘব। গুরুদেব!

রাম। নিঃসঙ্কোচে যাও। রাজার আদেশ। সকল বিচারকের বিচারকর্ত্রী যিনি—ঐ আমার মা,—প্রণাম ক'রে চ'লে যাও; ভাববার কিছু নাই! পিছনে ফিরে চাইবার কিছু নাই। সম্মুখে আছে সত্য, সেই তোমার পথ-প্রদর্শক হোক্।

রাঘব। চল। [রাজকর্ম্মচারী সহ রাঘবের প্রস্থান।

চিন্ময়ী। আর আমি?

রামপ্রসাদের গীত

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥
যে দেশে রজনী নাই মা,
সে দেশের এক লোক পেয়েছি;
আমার কি বা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা ক'রেছি ॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই,
যুগে যুগে জেগে আছি;
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে
সোনাতে রং ধরায়েছি;
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা ক'রেছি ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধ'রেছি;
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥

রামপ্রসাদ চিন্ময়ীর হাত ধরিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—উদ্যানস্থ লতাকুঞ্জ

(সখিগণের গীত)

মনের মতন হয় গো যে জন
আমরা যে হই তারি।
পূজি তারে সোহাগ ভরে,
সরম ধরম পাশরি॥
সুখের পাখী আমরা সবে,
উড়ে বেড়াই বিপুল ভবে।
আদর পেলে প'ড়ি বাঁধা
অনাদরে গুমরে মরি!

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। মাথায় আগুন জ্বলছে, এখন গান? বজরা শুদ্ধ ডুবলো,—ইয়ে একটা ম'ল না! সুর বোধ নাই, তাল বোধ নাই। কেবল ধেই ধেই নাচ। মা-মা-গা-ধা-মা-মা গা-ধা—কি সুরই ভেঁজে-ছিলেম;—দিলে শালার ঝড়ে সব উল্‌টে। শেষকালে আমার বাবাকে শুদ্ধ গাধা বানিয়ে শেরিণাকে নিয়ে সট্‌কাল'! যদি এর শোধ নিতে না পারি, তবে আমি একবাপের বেটাই নই।

১ম সখী। পাখী তো উড়লো, এখন আমাদের ওপর ঝাঁঝ দেখালে কি হবে? মুরদ ত নাই! যখন ঝড়ে বজরা ডুবলো—শেরিণাকে

তুল্‌তে পার্‌লে না ? হাফেজ তাকে উদ্ধার ক'র্‌লে, ভাল বাস্‌লে, বিয়ে ক'র্‌লে, নিয়ে পালাল। সব ধড়িধাক্কা ব্যবস্থা ; আর তোমার কেবল ঢিমে তেতালায় মা-মা-গা-ধা—আর বাবা গা-ধা !

হুসেন। এখন যে আমার বাপ—দাদা—চৌদ্দপুরুষকে গাধা বানালে, তার ক'র্‌লে কি ? মুরদ নাই ? বললেম দীপক ভাঁজি—রাজি হ'ল ? তা হ'লে নৌকা ডুবত ?

১ম সখী। না। আগুনে জ্বল্‌ত ! তা এখন সে দীপক তোমার বরাতে আগুন ধ'রিয়েছে ; আমরা কি ক'র্‌ব বল ? বীরপুরুষ, ঝড় দেখে রড়্ দিলে !

হুসেন। রড়্ দিলেম ! নাবলেম ডুব মেরে দিল্লীতে, শেরিণাকে হাতড়াতে হাতড়াতে উঠ্‌লেম গিয়ে আগ্রায়। উঠে দেখি দুই হাতে পেয়েছি কতকগুলো বালি, আর ইয়ে শেওলা !

১ম সখী। তোমার অদৃষ্টে কেবল বালি আর শেওলা আছে, তা আমরা কি ক'র্‌ব বল !

(গীত)

তোমার কাদা মাখা সার হ'ল।
এখন মুখটী বুজে চুপটী ক'রে, ঘরে তুমি ফিরে চল ॥
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে,
আওল জমী—বাথাইলে ;
পা'ট্ করিলে ধান পুঁতিলে—
ফসল অন্যের ভোগে এল ॥

হুসেন। একবার দেখা পাই সেই শালা ইয়ের—হাফেজের ! দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করি। তেপান্তর মাঠে নিয়ে গিয়ে ইয়ের চোট বসিয়ে দি

তার নাকে! বলি, প্রেম ক'রলেই হয় না—ঠেলা সামলাতে হয়।

২য় সখী। ওইলো বুড়ো রব্বানি আসছে মরতে, চল যাই।

[সখিগণের প্রস্থান।

হুসেন। বাদশার হুকুমটা একবার পেলে হয়। বাদশার ফৌজ নিয়ে একবার হা-রে-রে-রে ক'রে বেরুতে পারলে হয়। তখন স্ফূর্ত্তিতে রাগিনী আপনি বুক দিয়ে ঠেলে মুখ দিয়ে বেরোবে, মা-মা-গা-ধা মা-মা-গা ধা!

(রব্বানির প্রবেশ)

রব্বানি। এই যে হুসেন? এখানে মা-মা-গা-ধা ক'রছ—আর আমি ছিষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছি! এখানে কি হ'চ্ছে!

হুসেন। এখানে হ'চ্ছে তোমার গুষ্টির পিণ্ডি, আর আমার ইয়ে—মামাগাধা—সমজদার হ'তে ত ইয়ে ক'রতে—বুঝতে—

রব্বানি। আর আমার ইয়ে ক'রে কাজ নাই! তুমি এখন শোন! বাদশার হুকুম হ'য়েছে—

হুসেন। হুকুম হ'য়েছে! বল্‌কি রব্বানি মিয়া—মামা গাধা—মিয়া, আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে, তোমার ঐ শোণের নুড়ি পাকা দাড়ি ধ'রে একটা ইয়ে খাই—

রব্বানি। আরে ছাড়, ছাড়! আমার মুখে চুমু খেলে আর কি হবে! তাকে বিয়ে ক'রে ইয়ে খেতে পারতে ত বুঝতুম, কেমন মরদ আর কত মুরদ! তোমার ঐ মামা গাধাই সার!

হুসেন। আর মামাগাধায় শুধু সানছে না মিয়া—মামাগাধা—মামা ধামা—সা সা রে গা, মা রে গা—মা রে গা—

রব্বানি। আরে মুরদ থাকে ত সারেগা মারেগা করগা সেই বাঙ্গালা মুল্লুকে। বাদশা ভারি চ'টেছেন।

হুসেন। বল কি মিয়া! হুকুম দিয়েছেন, আবার চ'টেছেন?

রব্বানি। আরে ব্যাপারটাই শোন না?

হুসেন। আবার এর ভেতর ব্যাপারও আছে? তাহ'লে বল, এবার এস্‌পার কি ওসপার—মামাগাধা—মারে গা—

রব্বানি। তবে তুমি এইখানে ব'সে মারে গা, মারে গা ক'রে রাজা উজীর মার, আর সেখানে মজা মারুক হাফেজ!

হুসেন। হাফেজ নয়, শালা বেইমান। আমার ক'লজে তেগে কি কামান দাগ্‌লে বল দেখি—একেবারে ভয়রোঁ! শালা ডাকু আমার ক'ল্‌জের মাণিক লুটে নিলে, আমার চোখে ঘুঁটের ধোঁয়া দিয়ে সাফ্ পাচার ক'রলে!

রব্বানি। আর তুমি নাচার হ'য়ে মোচার ঘন্ট খাও! তোমার আর বাঙ্গালায় গিয়ে কাজ নাই।

হুসেন। বল কি মিয়া! বাঙ্গালায় যাব না? খুব যাব, গিয়ে এমন দীপক ভাঁজব যে, বাংলা মুলুক জ্বলে যাবে। তা যদি না যায় ত' আমি এক বাপের বেটা নই। আচ্ছা মিয়া, বাদসা খামকা ইয়ে ক'রলেন কেন?

রব্বানি। বল কি, খামকা চ'ট্‌লেন? নবাব আলিবর্দ্দী খাজনা বন্ধ ক'রেছেন। তার অজুহাত যে বাংলায় বর্গী—

হুসেন। খুব মুর্গী জবাই ক'রছে?

রব্বানি। এতক্ষণে তোমার আক্কেল এয়েছে। তবে মুর্গী নয়, মানুষ। আলিবর্দ্দী কিছু ক'র্‌তে পারছেন না। রাজনগরের রাজপুত্র আলিনকীকে সাহায্য প্রার্থনা ক'রতে পাঠিয়েছিলেন, তখন সম্রাট তাতে বেশ কাণ দেন নি।

হুসেন। কেন দেবেন? বাদশা ত' আর বেকুফ নন্‌। দুটো মামা গাধা লাগাতে পারত, তাতে কাণ না দিলে তাঁর কাণ কেটে দিতেম! এ কথা আমি হাঁক মেরে ব'ল্‌তে পারি।

রব্বানি। বড় বেশী হাঁক মেরো না হুসেন, হয়ত যম পর্য্যন্ত শুনতে পাবে।

হুসেন। হুঁ হুঁ তাতে হুসেন মিয়া ভয় করে না। এমন ইয়ে লাগাব যে, গিটকিরীর ঠেলায় যম পর্য্যন্ত পালাই পালাই ডাক ছাড়বে—ইয়ে—মা মা গা ধা—মা মা—

রব্বানি। আরে কথায় কাণ দেয় না?

হুসেন। কেন দেব? বাদশা দিয়েছেন?

রব্বানি। খুব দিয়েছেন। বাদশা বুঝেছেন যে, আলিবর্দ্দী যখন খাজনা বন্ধ ক'রেছে, তখন তার প্রতীকার দরকার! তাই ফৌজ পাঠাচ্ছেন। এই এক দফা—

হুসেন। বাবা! আবার দফা আছে! তবেই তো দফা রফা! তা আর এক দফা কি?

রব্বানি। শেরিণা! বাদশার দুধভা'য়ের মেয়ে—শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা বাদশা নিজের মেয়ের মত পালন ক'রেছেন—সে কি না হারেমের সম্ভ্রম নষ্ট ক'রে ইতর ঘরের মেয়ের মত প্রণয়ীর সঙ্গে পালালো? বাদশার বুকে ভারি চোট্‌ লেগেছে।

হুসেন। তবে যে ব'ললে চ'টেছেন?

রব্বানি। খুব চ'টেছেন। তাঁর ইচ্ছে তুমি ঐ ফৌজের সঙ্গে বাংলায় গিয়ে শেরিণাকে বেঁধে নিয়ে এস। তিনি বেজায় চ'টেছেন।

হুসেন। আমিও খুব চ'টেছি মিয়া, বেজায় চ'টেছি! এমন চ'টেছি যে দীপক ভেঁজে হাফেজ শেরিণাকে ভস্ম ক'রে দিতে ইচ্ছে হ'চ্ছে! ইয়ে—মামা গাধা—

রব্বানি। তা হ'লে আর বাঙ্গালা গিয়ে কাজ কি? এইখানে ব'সে তাদের ভস্মই কর।

হুসেন। গিয়ে কাজ কি? খুব যাব! বেজায় যাব! একেবারে ঘোড়ায় জিন ক'সে পঞ্চম শোয়ারী চালে রেকাবে না পা দিয়ে কড়ি-মধ্যমে বেরিয়ে প'ড়বো। সেখানে গিয়ে দেখ্‌ব, হাফেজ কেমন সেনাপতি! তারপর ইয়ে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে একেবারে রুদ্রতালে প্রচণ্ড যুদ্ধ, সব খণ্ড খণ্ড, লণ্ড ভণ্ড—রক্তের ছড়াছড়ি, মুণ্ডু গড়াগড়ি, নাড়ী ভুঁড়ীর চচ্চড়ী, আর ইয়ে—একেবারে পঞ্চম লাগিয়ে শেরিণার কেশাকর্ষণ ক'রে আড় খেমটায় এমন চিম্‌টি কাট্‌ব, যে তখন মা মা গা ধা—মা মা গা ধা—

(রব্বানির কাণে অঙ্গুলি দিয়া পলায়ন ও মামা গাধা মামা গা ধা করিতে করিতে হুসেনের পশ্চাদ্ধাবন)

তৃতীয় দৃশ্য

কালীমন্দির রাঘববেড়া

গ্রামবাসিগণ ও রামপ্রসাদ।

১ম। এটো ত' ঠাকুর বাড়ী লয়, বর্গীর আড়ং। রাঘব ধরা প'ড়েছে বেটে, এটো এখানে কেনে হে ?

২য়! ভণ্ড বেটারা সব বর্গীর চর। একে ফৌজদারের দব্‌দবা, তার ওপর বর্গীর ঠেলা। হেঁপা সামলাতে পারবো কেনে ? এই হুজ্জু-তেরাই তো লাটের গুরু। দিন রাত গায়েন গেয়ে গেয়ে ইসারা করে, আর বর্গী ক্ষেপায়, আমরা বুঝি না বেটে ?

১ম। না মারলে আর গেরাম ছাড়বে না, কথার কেউ লও, বেটে ?

সকলে। বেরো—বেরো—মার—মার—

(সকলের রামপ্রসাদকে প্রহার)

(রাম প্রসাদের গীত)

আমি নই আটাশে ছেলে।
আমি ভয় করি কি চোখ রাঙ্গালে।
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ
শিব ধরে যা হৃদ্ কমলে ;
ও মা আমার বিষয় চাইতে গেলে
বিড়ম্বনা কতই ছলে॥
শিবের দলিল সই মোহরে
রেখেছি হৃদয়ে তুলে ;

এবার ক'রব নালিশ নাথের আগে,
ডিক্রী ল'ব এক সওয়ালে।
জানাইব কেমন ছেলে মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ্ গো
গুজ্‌রাইব মিছিল কালে॥
মা'য়ে পোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায় শান্ত ক'রে
লবে কোলে॥

১ম। হয়, বেটা আমোদ ক'রে গায়েন করে বেটে! হুজ্জতে বেটা! দু এক ঘায়ে কিছু হবেক না। মাথাটোকে গুড়িয়েঁ ছাতু ক'রে দে। চোর বেটা!

রাম। মার, মার, আমার রক্তে তোমাদের হিংসা ধৌত হোক। ব্রহ্মময়ী মা! তার ছেলে তোমরা,—আমার ভাই—সহোদর!—মার, মার, তোমাদের হাত ক্লান্ত হোক্, হৃদয়ের মেঘ কাটুক, মনের অন্ধকার দূরে যাক্। করুণাময়ী করুণা ক'রে তোমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ক'রে দিন। আমায় মার, কিন্তু তোমাদের পরস্পরের অঙ্গে যেন লাঠি মের' না। মা! মা! অজ্ঞান এরা, মোহান্ধ এরা, দানব-দলনী! এদের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির দলন কর। তোমার বেদীর সম্মুখে এদের ক্রোধরূপী মহিষাসুরের বলি হোক্! এদের ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর! মা! মা!

(চিন্ময়ীর বেগে প্রবেশ)

চিন্ময়ী। একি! একি! রক্ত! রক্ত! সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত! সাধকের রক্ত! সন্তানের রক্ত! ভক্তের রক্ত!

রাম। মা! মা!

চিন্ময়ী। মা! মা! ওঠো! জাগো মা রুদ্রাণি! তৃষিত রসনা বিস্তার ক'রে, এস, এস মা রুধির-প্রিয়া! অসুর নাশিনী চণ্ডীকে!—দে, দে,—শক্তিময়ী! তোর শক্তি আমায় দে, সৃষ্টি সংহার করি'— শুরু-শোণিতে ধরা সিক্ত হয়েছে,—রুধির-তরঙ্গে প্রলয়ের ধূম উঠুক!

(ত্রিশূল লইয়া ক্ষিপ্তার ন্যায় দাঁড়াইল)

সকলে। ওরে—পালা—পালা! [গ্রামবাসিগণের পলায়ন।

রাম। মা! মা! একদিন কন্যারূপে বেড়া বেঁধে দিয়েছিলি, আর আজ তুচ্ছ রামপ্রসাদের প্রাণ রক্ষার জন্যে শূলকরে রণরঙ্গিণী রূপ ধ'রে দাঁড়িয়েছ? মা, মা, ভক্তপ্রাণা ভবানি, শান্ত হও! তোর করুণার অভাবেই তো তোর সন্তানেরা এমন দুর্দান্ত। করুণার ধারা নিরুদ্ধ করিস্‌ নি মা! তোর যে করুণা নারায়ণের চরণ-কমলে নিত্য উচ্ছ্বসিত গঙ্গোত্রীরূপে ত্রিলোকের তাপ জুড়িয়ে দেয়, যে করুণা হর-জটায় কুলু কুলু তানে অমৃত ধারায়—অমৃতের সন্তানকে অমরত্ব দেবার জন্য সদা ঝঙ্কারময়ী, সে করুণার আস্বাদন থেকে তোর তাপিত সন্তানদের বঞ্চিত করিস্‌ নি! এরা জানে না— এরা—কি ক'রছে? মা, মা, চিন্ময়ী!

চিন্ময়ী। বাবা! বাবা!

(রামপ্রসাদের স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িল)

রাম। ওঠ, ওঠ, মা জননী! মায়ের পূজার আয়োজন ক'রে দেবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রঘুজীর শিবির

মোহনচাঁদ

মোহন। এ কি মোহ! একি স্মৃতির দুর্জ্জয় কশাঘাত! বিশ বৎসরের উপর যে দেশ পরিত্যাগ ক'রেছি, যার শস্য-শ্যামল স্নিগ্ধ-কান্তি, পর্ব্বত-কঙ্করের শুষ্ক কঠোরতায় ডুবিয়ে দিয়ে দেশ ভুলেছি, জাতি ভুলেছি, বর্ণ ভুলেছি; অন্নপূর্ণার মণিমন্দির ভুলে, উষ্ণরক্ত-বিধৌত নর-কঙ্কাল পূর্ণ ভৈরবীর মহাশ্মশানে বাঙ্গালার চির-অভ্যস্থ কোমলতা পুঞ্জীকৃত ভস্মে পরিণত ক'রেছি; আজ সেই আমি—আমার প্রাণে এ-কি সুর, এ-কি মমতার আবেগময়ী ঝঙ্কার! সে আমার কে? পূজা-নিরত সন্ন্যাসী জলদমন্দ্রে একি বিদ্যুৎ-প্রবাহ আমার কর্ণে ঢেলে দিলে—"চিন্ময়ী আমার স্ত্রী"! গৈরিক-বসনা, রুক্ষ-চূর্ণ-কুন্তলা, চক্ষে দিব্য জ্যোতিঃ, কণ্ঠে মোহকরী সুধা,—সন্ন্যাসিনী চিন্ময়ী আমার স্ত্রী! বঙ্গ আমার! জননী আমার! কি দিয়ে আজ বিশ বৎসরের ভুল ভেঙ্গে দিলি মা! এখন আমি বর্গী,—না বাঙ্গালী?

(রঘুজী ও মীরহবিবের প্রবেশ)

রঘুজী। আপনার কথা সব শুনলেম। আপনি অতি বুদ্ধিমান, অতি কৌশলী। বীরভূম আক্রমণ ক'রবার আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি মনে ক'রেছিলেম, নিরুপদ্রবে বীরভূম পার হ'য়ে কাটোয়া

ধ্বংস ক'রে, মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হব। বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দী নিমন্ত্রণ ক'রে, নিরস্ত্র ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা ক'রেছে, তার দক্ষিণা এখনো বাকি!

মীর। আপনারা ত সিংহাসন চান না, আপনাদের প্রয়োজন অর্থে। আমি আপনাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেব। যাবার পথে এই সামান্য কাজটা সেরে দিয়ে যাবেন। সিংহাসনে এক ফোঁটা ছেলে,—বাপটা ফকির! দেখবার কেউ নাই। তার উপর কোম্মর খাঁকে বন্দী ক'রে, সমস্ত উচ্চ কর্ম্মচারীদের ভেতর ছোঁড়াটা এমন অসন্তোষের বীজ বপন ক'রেছে, যে সকলেই তার উচ্ছেদ কামনা করে।

রঘুজী। এতে আপনার কি স্বার্থ? আপনি কি রাজনগরের সিংহাসনপ্রার্থী?

মীর। আজ্ঞে, অমৃতে অরুচি কার? সিংহাসনে যদি আমি একবার ব'সতে পারি, আমি আলিবর্দ্দীকে ঠিক করে নেব। বাদশাই সনন্দ আন্‌তে আমার বিশেষ কষ্ট হবে না। আর এক কথা, আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন ভাস্কর পণ্ডিতকে আমিই বরাবর সাহায্য ক'রে এসেছি। তাঁর মৃত্যুতে আমিও কম দুঃখিত নই। তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

রঘুজী। আপনার উৎসাহে আমি পরম সন্তুষ্ট। কিন্তু দেখুন, পঞ্চাশ লক্ষে আমি কাজে হাত দেব না। এক কোটী নগদ মুদ্রা পেলে, আমি আপনাকে রাজনগরের সিংহাসনে বসিয়ে কাটোয়া যাব।

মীর। বড় বেশী হ'ল—বড় বেশী হ'ল!

রঘুজী। রক্ত, জলের অপেক্ষা গাঢ়।

মীর। বেশ, আমি তাতেই সম্মত। কিন্তু দেখ্‌বেন, শেষটা আমায় ভুলবেন না। আর এক কথা,—দেশে আমাদের বিপক্ষে কতকগুলি লোক আছে। যারা চায় না, আমরা—আমীর ওমরাওরা কিছু পশার প্রতিপত্তি করি। আমি কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহী ব'লে ধ্বংস ক'রতে চাই। এই দলের নেতা হ'চ্ছে রাঘব রায়।

মোহন। (স্বগতঃ) রাঘব রায় !

মীর। এই যে আমাদের গোপনে পরামর্শ, আমি কৌশল ক'রে এটা রাঘব রায়ের ঘাড়েই চাপাতে চাই। কারণ বুঝতে পারছেন তো ? আমি ঘরের সন্ধান ব'লে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি, এটা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হ'লে আমার মুণ্ডটা ধড়ে থাক্‌বে না। তখন সিংহাসনে ব'সবেই বা কে ? আর আপনাকে এক কোটী টাকাই বা দেবে কে ?

রঘুজী। কুটনীতিতে আপনি চাণক্যকে হার মানিয়েছেন।

মীর। আপনি দয়া ক'রে যা বলেন, দয়া ক'রে যা বলেন।

রঘুজী। টাকাটা—আনছেন কবে ?

মীর। সাম্‌নে অমাবস্যার অন্ধকারে।

রঘুজী। বেশ ! আপনি নিশ্চিন্ত মনে সিংহাসনের স্বপ্ন দেখুন।

মীর। স্বপ্ন তো দেখব। মাঝ রাত্রে না ঘুম ভাঙ্গে। [প্রস্থান।

রঘুজী। মোহন চাঁদ ! দেখলে, শুন্‌লে ? বাঙ্গালার মাটিতে কেমন বিশ্বাসঘাতক জন্মায়, বুঝতে পারলে ?

মোহন। দেব ! এ অপেক্ষাও বাঙ্গালার মাটির অচিন্ত্যনীয় বীভৎসতা স্বচক্ষে দেখে এসেছি। মাটী পঙ্কে পরিণত হ'য়েছে। সে পঙ্কে

এমন নারকী জন্মায়, যারা তাদের দেশেরই নারীর প্রতি অত্যাচার ক'রতে এতটুকু লজ্জা বোধ করে না! সগৌরবে কন্যা, জায়া, জননী, ভগিনীর সম্ভ্রম পদদলিত করে।

রঘুজী। এ বাঙ্গালার অস্তিত্বের কি কোন প্রয়োজন আছে! না— না— না!—বাঙ্গালা উচ্ছেদ ক'রব! ঘরে ঘরে প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বালিয়ে দিয়ে যখন এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাব, তখন বাঙ্গালা পাণ্ডু মুখে চেয়ে দেখ্‌বে,—সেই আগুনে ঝলসানো তার প্রেতের মূর্ত্তি!—যার স্মরণে, সুদূর ভবিষ্যতেও তার উত্তর পুরুষ আতঙ্কে শিউরে উঠে চীৎকার ক'রে ব'লবে—ঐ বর্গী! ঐ বর্গী!

মোহন। এই প্রকৃতির বিধান! আর আমি এই কার্য্যে আপনার সহায়। (স্বগতঃ) এতেও কি চিন্ময়ীর অপমানের শোধ হবে?

রঘুজী। পুত্রের ন্যায় তোমায় পালন ক'রেছি, গলায় উপবীত দেখে-ছিলেম, কি জাতি অনুসন্ধান করি নি। কিন্তু সাবধান! রঘুজী ভোঁসলের নগ্ন বিভীষিকা দেখে তুমি যেন কখনও ত্রস্ত হ'য়ে উঠো না। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজনগর দরবার

আসাদ, মীরহবিব, কোম্মর খাঁ, ও অন্যান্য ওমরাহগণ।

বন্দী অবস্থায় রাঘব।

আসাদ। শুনেছি ব্রাহ্মণ কখনও মিথ্যা বলেন না। রাঘবানন্দ রায়! আপনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ব'লে এদেশে পরিচিত। আপনার নিকট বোধ হয় আমরা সত্যের প্রত্যাশা ক'রতে পারি? কোম্মর খাঁ অন্যায় পূর্ব্বক আপনার কন্যাকে অপহরণ ক'রেছিল, সে এখন রাজবন্দী! কিন্তু আপনার প্রতি অভিযোগ,—আপনি রাজদ্রোহী! দেশের শত্রু বর্গীর সঙ্গে আপনি ষড়যন্ত্র করেন, যাতে আমাদের উচ্ছেদ হয়! অন্য লোকের সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্ব্বে আমি আপনার নিকট হ'তে জান্‌তে চাই, এ কথা সত্য কি না?

রাঘব। আমি যে রাজদ্রোহী একথা এই প্রথম শুন্‌লেম। আমি রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগী, সুতরাং আমি যে ষড়যন্ত্র ক'রে এরাজ্যের উচ্ছেদ সাধন ক'রব, এ আমার পক্ষে অসম্ভব! কেন না, আমি আর যা হই, নিমকহারাম নই।

আসাদ। তা হ'লে আপনি ব'লছেন, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা?

রাঘব। সম্পূর্ণ মিথ্যা!

আসাদ। এ কথা যে মিথ্যা, আপনি তার কোন প্রমাণ দিতে পারেন?

রাঘব। যা মিথ্যা তার আর প্রমাণ কি দেব? যাঁরা এই অভিযোগ সত্য ব'লছেন, প্রমাণ দেবার ভার তাঁদেরই।

আসাদ। কোম্বর খাঁ! তুমি ব'লেছিলে—যে রাত্রে তুমি রাঘবের বাড়ী আক্রমণ কর, সে রাত্রে একজন বর্গী তোমায় বাধা দেয়?

কোম্বর। হাঁ হুজুর! সে কথা আমি এখনও ব'লছি।

আসাদ। এ সম্বন্ধে তোমার কেউ সাক্ষ্য আছে?

কোম্বর। হুজুর! আপনারই আত্মীয় মীরহবির সাহেব অনুগ্রহ ক'রে এ বিষয়ে তদন্তের ভার গ্রহণ করেন। তিনি অনুসন্ধানে জানেন রাঘবের কন্যা, রাঘবের গুরু, আর রাঘবের এক বৃদ্ধ ভৃত্য, এরাও সবাই জানে, যে একজন বর্গী সন্ন্যাসীর বেশে সেখানে উপস্থিত ছিল। সেই আমাদের বাধা দেয়।

আসাদ। তা হ'লে রাঘবের কন্যাকে এখানে না এনে, সেই ছদ্মবেশী বর্গীকে বন্দী ক'রে নিয়ে এলে না কেন?

কোম্বর। হুজুর! তখন জানতে পারি নি, যে সে বর্গী! মনে ক'রেছিলেম, সে একজন সামান্য সন্ন্যাসী! সে আহত হয়, তাকে ফেলেই চ'লে আসি!

আসাদ। সে ব্যক্তি এখন কোথায়?

কোম্বর। তাকে এরা কোথায় সরিয়ে দিয়েছে।

আসাদ। ভাই সাহেব! কোম্বর খাঁর একথা কি সত্য?

মীর। সত্য। আমি রাঘবের কন্যা আর তার গুরুকে এখানে আনিয়েছি, তাদের জিজ্ঞাসা ক'রলেই জানতে পারবে, ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী বর্গী কিনা?

আসাদ। তা হ'লে, তাদের এখানে হাজির করা হোক্।

রাঘব। (স্বগতঃ) গুরুদেবের মুখে তো এ কথা আমিও শুনেছি, যে সেই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী বর্গী! আমারও ত' নিরুত্তর থাকা উচিত নয়? (প্রকাশ্যে) জনাব! আমিও শুনেছি যে সেই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী বর্গী।

মীর। কই এ কথাত এতক্ষণ বল নাই ব্রাহ্মণ?

রাঘব। শুনেছি এই পর্য্যন্ত! আমি তাকে স্বেচ্ছায় আশ্রয় দিই নাই। আর ঘটনার সময় আমি বাড়ীও ছিলেম না।

আসাদ। (স্বগতঃ) রাঘবের উত্তর সন্দেহজনক!

(চিন্ময়ী ও রামপ্রসাদের প্রবেশ)

আসাদ। যে রাত্রে কোম্মর খাঁ রাঘবের বাড়ী আক্রমণ করে, আপনি তথায় উপস্থিত ছিলেন?

রাম। ছিলেম।

আসাদ। একজন বর্গী সে বাড়ীতে ছিল?

রাম। ছিল।

আসাদ। সে যুদ্ধ ক'রেছিল?

রাম। ক'রেছিল।

আসাদ। আহত হয়?

রাম। হয়।

আসাদ। তারপর সে কোথায় গেল?

রাম। বর্গীর দলে।

আসাদ। আপনি যেতে পারেন।

[রামপ্রসাদের প্রস্থান ও চিন্ময়ীর অনুসরণ।

আসাদ। (চিন্ময়ীর প্রতি) তুমি নয়, দাঁড়াও। (চিন্ময়ী দাঁড়াইল) এই যে ব্রাহ্মণ এই কথা ব'লে গেলেন, একি সত্য ?

চিন্ময়ী। আমি তো সব কথা জানি না। আমি এইটুকু জানি, যে একজন সন্ন্যাসী আমায় উদ্ধার ক'রতে এসে আহত হন। আর তিনি আমাদেরই বাড়ীতে অতিথি ছিলেন।

আসাদ। রাঘব ! তোমার আর কিছু ব'লবার আছে ?

রাঘব। না।

আসাদ। এখনও ব'লছ না ? অথচ তোমারই বিরুদ্ধে তোমারই গুরু, তোমারই কন্যা সাক্ষী দিলে, যে তোমার বাড়ীতে ছদ্মবেশী বর্গী ছিল।

রাঘব। আমার আর কিছু ব'লবার নাই। যদি রাজ-বিচারে ধার্য্য হয় যে, আমি মিথ্যাবাদী—আমি মিথ্যাবাদী, যদি ধার্য্য হয় আমি বিদ্রোহী—আমি বিদ্রোহী ; যদি সকলে মনে করেন আমি ষড়যন্ত্রকারী—আমি ষড়যন্ত্রকারী ! কিন্তু এর অধিক আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রবেন না। ক'রলে উত্তর পাবেন না।

আসাদ। কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতার কোন প্রমাণ ত তুমি দিতে পারছ না।

রাঘব। প্রমাণ—উপরে ধর্ম্ম, বাহিরে আমার এই যজ্ঞসূত্র, আর অন্তরে ব্রহ্মণ্য দেব।

আসাদ। একদিন আমারও সে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আজ—ব্রাহ্মণ ! তোমার উপর আমার ধারণা সম্পূর্ণ ব'দ্‌লে গেল। রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগীও মিথ্যাবাদী ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহী হয় ! কোম্বর খাঁ ! তুমি বিনা কারণে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার ক'রেছিলে, তোমার শাস্তি

কারাদণ্ড! (মীর হবিবের প্রতি) ভাইজী! রাজ্যের মঙ্গলার্থ এই যে অনুসন্ধান, তজ্জন্য আপনার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ রইলেম। (চিন্ময়ীকে) আর তোমায় আমি ভগিনী ব'লেছি, তোমার পিতা অপরাধী হ'লেও, তুমি আমার ভগিনী। তোমার পিতার প্রতি চরম আদেশ প্রদানের পূর্ব্বে ভগিনী!—আমার অনুরোধ, তুমি এস্থান ত্যাগ কর। কন্যার পক্ষে, পিতার প্রতি গুরুদণ্ডের আদেশ বড় প্রীতিকর হবে না।

চিন্ময়ী। না রাজা! এখন আর ভাই ভগিনী নয়। এখন তুমি রাজা, আমি তোমার প্রজা। আমি দাঁড়িয়ে থেকে শুন্‌তে চাই, আমার পিতার প্রতি কি রাজাদেশ হয়।

আসাদ। বেশ, তবে তাই হোক। রাঘব! তুমি বিদ্রোহী, বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড! প্রহরী! যাও—নিয়ে যাও, জল্লাদকে তৎপরতার সহিত কার্য্য শেষ ক'রতে আদেশ দাও।

চিন্ময়ী। (নতজানু হইয়া) রাজা! তৎপূর্ব্বে আমার একটি ভিক্ষা।

আসাদ। কি বল?

চিন্ময়ী। আমি জানি, আমার পিতা নির্দ্দোষ। আমার অন্তরাত্মা ব'লছে, যে এই বর্গীর, এই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর রহস্যের মধ্যে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র আছে। পিতার বধ-আজ্ঞা হোক, কিন্তু আজ নয়,— অভাগিনীকে সাতদিনের জন্য সময় দাও, আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখব, এ রহস্য ভেদ ক'রতে পারি কি না?

আসাদ। যদি না পার?

চিন্ময়ী। না পারি, তোমার এই আজ্ঞাই বহাল থাক্‌বে। আমিও দণ্ড গ্রহণ ক'রতে কুণ্ঠিত হব না।

রাঘব। কি ক'রছিস্ চিন্ময়ী ? কি ব'লছিস্ ? যত শীঘ্র হয় এ জীবনের শেষ হ'ক। আততায়ী বিশ্বাসঘাতকে দেশ পূর্ণ। বিচারালয়ে সত্য-মিথ্যার তুল্য-মূল্য। এখানে বিচারের আশা করিস্ না। আমার মৃত্যু হ'ক্। তুই নিশ্চিন্তে গৃহে ফিরে যা।

আসাদ। (স্বগতঃ) রাঘব যা ব'লছে, তাই কি সত্য ? বিচারে কি ত্রুটী হ'ল ? ওঃ! কি গুরুভার স্কন্ধে! (প্রকাশ্যে) রাঘব! বিচারালয়ে সত্য মিথ্যার তুল্য-মূল্য ? বেশ! আমি তোমার কন্যাকে সাত দিনের জন্য সময় দিলেম! যদি নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত না হয়, তবে সাতদিন পরে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

রাঘব। যেখানে ব্যভিচারের বিষময় ফল মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে ধর্ম্মের আসনে ব'সে সত্যকে বিদ্রূপ ক'রছে, সে স্থানের চেয়ে যমালয় সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ! সেখানে বিচার আছে!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বক্রেশ্বর ঘাট। দূরে বটবৃক্ষ, ভগ্নকুটীর
ও নর কঙ্কাল, নরমুণ্ড)

হাফেজ ও শেরিণা

হাফেজ। এখানে যা হোক একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে। তুমি একটু ব'স, আমি দেখি নিকটবর্ত্তী গ্রামে যদি কিছু ভিক্ষা পাই।

শেরিণা। হাফেজ! আমার জন্য তুমি কত দুঃখই পেলে। হতভাগিনী আমি,—তোমার কুগ্রহ;—দিল্লীর ওমরাহ পুত্র তুমি, অতুল ঐশ্বর্য্য, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, লোকের ঈর্ষা হয় এমন সম্মান; হেলায় হারালে, শুধু আমার জন্য—শুধু আমার জন্য।

হাফেজ। আমি পুরুষ; আমার পক্ষে এ কষ্ট সহ্য করা কি এমন কঠিন শেরিণা? পৃথিবীতে বড় লোক ক'জন? বেশীর ভাগইত ভিখারী অপেক্ষাও দীন। কিন্তু তোমার কি? হিন্দুস্থানের বাদসাহের ভ্রাতুষ্পুত্রী তুমি,—বাদসাহী ঐশ্বর্য্যে, বাদসাহী বিলাসিতায় অভ্যস্থ, ফুলের চেয়েও কোমল, আজ আমাকে আশ্রয় ক'রে নিজের কি সর্ব্বনাশ ক'রেছ বল দেখি? প্রাণভয়ে দেশত্যাগী আশ্রয়হীন!

শেরিণা। তবুতো আমরা সুখী হাফেজ! তুমি আমায় ভালবাস, আমি ও তো এ হৃদয় আর কাউকে দিই নি! তোমাকে দিয়ে

সুখি হব ব'লেই তো এই দুঃখের কোলে ঝাঁপ দিয়েছি। তবে এখন আর আক্ষেপ ক'রে কি ফল বল?

হাফেজ। আক্ষেপ? ঠিক্ বুঝতে পাচ্ছি না শেরিণা। তুমি কি আমায় বিবাহ ক'রে সত্যই সুখী হ'য়েছ? তোমার কি মনে হয়, যদি বাদসার অনিচ্ছায় আমায় বিবাহ না ক'রে আজ তুমি দিল্লীর রংমহালে কোন রাজ-আত্মীয়ের আদরিণী অঙ্কভাগিনী হ'তে, তাহ'লে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে ক'রতে না?

শেরিণা। নিজের মন দিয়ে বুঝে দেখ হাফেজ, এর উত্তর আমি কি দেব? তুমিও তো বাদসাহের ওমরাও পুত্র। তুমিও তো কোন মনোমত সুন্দরীকে বিবাহ ক'রে, আনন্দে জীবন অতিবাহিত ক'রতে পারতে।

হাফেজ। সেও তো কল্পনা শেরিণা। বাহুপাশে তুমি, ছায়ার ন্যায় সঙ্গিনী তুমি, যদি বুঝতে পারি যেমন বাইরে, তেমনি তোমার অন্তরেও আমি, তা'হলে দিল্লীর ঐশ্বর্য্য—সে ত শুধু শুষ্ক জঞ্জাল।

শেরিণা। কেন—? কেন এ সন্দেহ তোমার মনে?

হাফেজ। না, না, সন্দেহ কেন? তবে যদি তোমার আত্মদান কেবল কৃতজ্ঞতার পুরস্কার হয়, তাহ'লে সত্যই আমার চেয়ে হতভাগ্য তো আর কেউ নাই।

শেরিণা। কেন এ নিশ্বাস ফেলছ? কেন মনে ক'রছ আমার ভাল-বাসা কেবল কৃতজ্ঞতা! কেন হাফেজ, তুমি বিশ্বাস ক'রছ না যে আমি তোমার! কেন তুমি নিত্য বিষণ্ণ থাক? কেন সে উদ্যম, সে উৎসাহ, সে প্রফুল্ল ভাব, যত দিন যাচ্ছে—তত ম্লান হ'য়ে আসছে? হাফেজ! তুমি কি আমায় পেয়ে সুখী নও?

হাফেজ। সম্রাটনন্দিনী! আমিই তোমার সর্ব্বনাশের হেতু মনে ক'রে আমি সুখী নই।

শেরিণা। হাফেজ! আমিও তো তোমার সুখের পথে কণ্টক। আমরা ত' সমব্যথী। তবে আমাদের চেয়ে সুখী কে?

হাফেজ। (স্বগতঃ) খোদা জানেন; সুখ! এই শেরিণাকে বিবাহ ক'রবার পূর্ব্বে, যে সুখের নেশায় বিভোর হ'য়ে থাকতেম্, দিল্লী থেকে পালাবার পর, সে সুখকে আর বুকের মধ্যে খুঁজে পাই না কেন! কেন? কে জানে, ভালবাসা পেলে ভাল, কি, না পেলে ভাল? (প্রকাশ্যে) শেরিণা!—তুমি এই ফকিরের আস্তানায় একটু অপেক্ষা কর। ক'াল রাত্রি থেকে খাও নাই, দেখি যদি কিছু খাবার সংগ্রহ ক'রতে পারি।

শেরিণা। আমি তোমার সঙ্গে যাইনা কেন?

হাফেজ। অনাহারে পথ-পর্য্যটনে তুমি ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম কর, আমি এখনি আসছি।

[প্রস্থান।

শেরিণা। কেভাবে—কেচ্ছায় প'ড়েছি, এক অজানা দেওয়ানা এল। রাজকুমারী মালা গাঁথছিল, হঠাৎ তাকে দেখে, হাতের মালা তার গলায় প'রিয়ে দিলে। কেউ জানলে না। তারপর দুজনে লুকিয়ে নিরুদ্দেশ পথে যেতে যেতে এক পরীর রাজ্যে গিয়ে উঠ্‌লো। পরী তাদের ছেলে মেয়ের মত রেখে—তাদের বাড়ীতে খবর দিলে। তাদের বাপ মা, আত্মীয় স্বজন এল, আবার সকলে হাঁসলে, গান গাইলে। আমাদের ও তো জীবন ঠিক তেমনি। কিন্তু ফল হচ্ছে বিপরীত। পথে দুজনের যা অর্থ, অলঙ্কার ছিল, বর্গীতে

লুটে নিলে। এখন মৃত্যু,—না পরীর কৃপায় আবার পরিত্যক্ত আত্মীয়ের সঙ্গে আনন্দ মিলন?

(বাদিওজ্জমানের প্রবেশ)

বাদি। মনুষ্য সমাগম হ'তে দূরে হিন্দু ফকিরের পরিত্যক্ত এই শ্মশান কুটীরে নির্জ্জনে এসে আশ্রয় নিয়েছি। এখানে কে তুমি মা?

শেরিণা। হজরৎ! আমরা মুসাফের।

বাদি। কি চাও?

শেরিণা। চাইবার কোন অধিকার নাই। ভিখারিণীর স্বামী সঙ্গে আছেন।

বাদি। তোমায় তো একাকিনী দেখ্‌ছি।

শেরিণা। আমার স্বামী নিকটবর্ত্তী গ্রামে ভিক্ষায় গিয়েছেন। এখনি ফিরবেন।

বাদি। ফকিরের আস্তানায় ভিখারী অতিথি! কিন্তু মা মলিন বসনে অঙ্গ ঢা'কলেও, তোমার মুখশ্রীতে তোমার পরিচয় গোপন ক'রতে দিচ্ছে না। এ সৌন্দর্য্য, এ কণ্ঠস্বর তো ভিখারিণীর নয় মা? আমাকে তোমার পরিচয় দেবে কি মা?

শেরিণা। হজরৎ! আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন আমার স্বামী। তাঁর মুখেই সব শুন্‌বেন।

বাদি। পরিচয় যা পাবার তা পেলেম। তুমি সাধ্বী! রমণীর যা শ্রেষ্ঠ পরিচয়, সেই পরিচয়ে তুমি নিজেকে পরিচিত ক'র্‌লে, শুনে প্রীত হ'লেম্। বেশ মা, যতক্ষণ তোমার স্বামী না ফিরে আসেন, নিশ্চিন্ত মনে পুত্রের এই কুটীরে বিশ্রাম কর।

(একান্তে রব্বানি ও হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। রব্বানি—রব্বানি! আলেয়ার মত দপ্ ক'রে একবার জ্বলে উঠ্‌লো। আমার চোখ, সে কি আর ভুল হ'তে পারে? ঠিক্ চিনেছি। আর দেখ্ তুই বারণ করছিলি, খুঁজতে খুঁজতে ঠিক এসে ধরেছি। কিন্তু জোড়া ছাড়া হ'ল কখন?

রব্বানি। তবে তোমায় বোকা বলে কে?

হুসেন। যত শালা চোর। এত শীঘ্র যে দেখ্‌তে পাব, তা মনেও করিনি। দেখে যে কি স্ফূর্ত্তি হয়েছে—রব্বানি, গলা থেকে গিট্‌কিরি বুঝি আপনি ঠেলে বেরোয়। মা মা গা ধা—মা মা গা ধা—(সম্মুখে আসিয়া) হুঁ হুঁ বাবা! উল্‌লে দিল্লীতে আর উঠ্‌লে এসে ইয়ে বক্রেশ্বরের ঘাটে। বলি ও রাজকন্যে—চিন্‌তে পারছ?

শেরিণা। অ্যাঁ এ কে হুসেন! হাফেজ হাফেজ!

হুসেন। বাদসার হুকুম। যেখানে দেখ্‌তে পাব, চুলের মুটী ধ'রে নিয়ে যাব। আমায় গাধা বানিয়ে হাফেজকে নিয়ে স'রলেই হয় না। কেন অপমান হবে? সুড় সুড় করে চলে এস। ইয়ে ক'রনা, নইলে রুদ্রতালে গাওনা ধর্‌লে এখনি মূর্চ্ছা যাবে।

শেরিণা। ফকির! ফকির! আমায় আশ্রয় দিয়েছ, এখন রক্ষা কর। নইলে এই দুর্ব্বৃত্ত এখনি ধ'রে নিয়ে যাবে।

বাদি। কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কে তুমি যুবক?

রব্বানি। (স্বগতঃ) তাইত, কে এ ফকির?

হুসেন। যা—যা! বুড়ো সয়তান! 'কে তুমি যুবক!' যেন ওর খাস বাড়ীর খানসামা। বড় কেউ কেটা নয়। পরিচয় শুনলে এখনি দাঁত কপাটী লেগে যাবে। (শেরিণাকে) শেরিণা ইয়ে চাও

তো এখনি চ'লে এস। নইলে বুঝতে পারবে,—তা যদি না পারি ত আমি এক বাপের বেটা নই। কি বল রব্বানি?

শেরিণা। কি হবে ফকির? হজরৎ! আমার স্বামী বীরপুরুষ—তিনি এলে এই কাপুরুষের সাধ্য নাই যে, আমায় কিছু বলে। কিন্তু যতক্ষণ তিনি না আসেন, ততক্ষণ আমায় রক্ষা করবে কে?

বাদি। কোন ভয় নেই মা! রক্ষা কর্ত্তা খোদা! যুবক! ফকিরের আশ্রম, মুসলমান তুমি, তার মর্য্যাদা নষ্ট ক'র না। তোমরা কে জানিনা—জানতে চাইও না। যতক্ষণ ওঁর স্বামী ফিরে না আসেন, ততক্ষণ দর্শক স্বরূপ ঐ খানে দাঁড়িয়ে থাক।

হুসেন। বাবা মুস্কিল আসান! তোমার বেয়াদবী আর ইয়ে বরদাস্ত হয় না। জান? আমি কে জান? বাড়াবাড়ী ক'র্‌লে এই—(তরবারী খুলিয়া) এই ইয়ের চোটে তোমাকে একেবারে অন্ধকার দেখিয়ে দেব। পীরের চেরাগ একেবারে নিভ্‌বে। (অগ্রসর হইয়া) এস শেরিণা! দেরী ক'রে কেন আমার রাগ বাড়াচ্ছ? চ'লে এস, নইলে এখনি আমি এই ধরলেম তোমার হাত।

শেরিণা। ফকির, ফকির! তোমার সামনে এই হতভাগ্য আমার হাত ধর্‌বে, অপমান ক'রবে?

বাদি। আমি বেঁচে থাকতে তা কদাচ হ'বে না মা। আমি ফকির হ'লেও—একদিন রাজা বাদিওজ্জমানের অভিধান নিয়ে বেঁচে ছিলেম্। কোন ভয় নাই। যুবক! আগে আমায় হত্যা করে তবে আমার মার অঙ্গ স্পর্শ কর।

হুসেন। (স্বগতঃ) একে বুড়ো! তায় তলোয়ার নাই। এ রকম

লড়াইয়ে আর পার্‌বো না? খুব পারবো (প্রকাশ্যে) তবে তাই হোক—(তলোয়ার তুলিল)

রব্বানি। ক'রছো কি মুর্খ। কা'কে হত্যা ক'রছো—(হুসেনের হাত ধরিল)

হুসেন। আরে রে রে সব মাটী ক'রলে! সব মাটী ক'রলে! আমি রাগে ফুলে উঠেছিলেম। রব্বানি হাত ধরে সব ঠাণ্ডা ক'রে দিলে? ছেড়ে দাও আমি এখনি এ বুড়োটাকে ইয়ে করে ফেলি।

শেরিণা। তাইত। আমার জন্য বৃদ্ধ ফকিরের প্রাণ যাবে? স্বামি—স্বামি! কোথায় তুমি? কেন আমাকে এখানে ফেলে গেলে? কে রক্ষা ক'র্‌বে? স্বামি—স্বামি—

(নেপথ্যে আলিনকী) ফকিরের কুটীরে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ! কোনও ভয় নাই।

(আলিনকীর প্রবেশ)

আলি। কেরে দুর্ব্বৃত্ত?

হুসেন। (স্বগতঃ) ওরে বাবা। এ আবার কে? সব কাঁচিয়ে দিলে।

রব্বানি। চ'লে এস হুসেন, আর দাঁড়িয়ো না,—চলে এস।

হুসেন। হাতে পেয়ে ছেড়ে দেব?

রব্বানি। ঐ বীর যুবককে দেখ্‌ছো, পার্‌বে?

হুসেন। তাও ত বটে? বুড়োটা হ'লে আমি এতক্ষণ কচু কাটা ক'রতেম, বড় বেঁচে গেল যা—

বাদি। একি আলিনকী? তুমি হঠাৎ।—

আলি। পিতা! আপনার এই অবস্থা? আর এই নারী? (স্বগত) এঁ্যা—এ যে সেই!

বাদি। যুবক আর বিলম্ব ক'রনা এখনি এস্থান ত্যাগ কর।

হুসেন। আচ্ছা চল্লেম। যদি এর শোধ না নিতে পারি, আমি এক বাপের বেটা নই। ছাউনি থেকে তফাতে এসে প'ড়েছি। নইলে একবার দেখে নিতেম। যত গোল বাধালে রক্কানি। [প্রস্থান।

আলি। পিতা! আপনার এ ফকিরের বেশ কেন?

বাদি। প্রায়শ্চিত্ত, আলিনকী প্রায়শ্চিত্ত। তুমি কোথা থেকে বৎস?

আলি। দিল্লী থেকে দেশে ফিরছিলেম, রমণীর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ এখানে এসে আপনার চরণ দর্শন পেলেম।

বাদি। ভালই হ'য়েছে। সর্ব্বত্যাগী ফকিরের আশ্রয়ে এই রমণী। কে এ জানিনা, চিনিনা। স্বামী এর ভিক্ষায় গেছেন। ঘটনায় বুঝলেম, এক বিরাট রহস্য এদের অনুসরণ ক'রছে। সে-যে কি, তা জানবার প্রয়োজন ফকিরের নাই। তবে নিরাশ্রয়াকে নিয়ে ক্ষণিকের জন্য বড় বিপদে প'ড়েছিলেম। তুমি এসে সে বিপদ থেকে আমায় রক্ষা ক'রলে। বৎস, এই ভাগ্যতাড়িতা—সৌভাগ্যবতীকে তোমার আশ্রয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলেম্।

শেরিণা। (স্বগতঃ) আলিনকী, আলিনকী, স্বামীও তো স্বপ্নে এই নাম উচ্চারণ করেন। কে এ?

আলি। পিতা! এঁর স্বামীর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করছি। রাজ্যের সংবাদ কিছু জানেন?

বাদি। জানিনা, জানবার চেষ্টাও নাই। এখন যে রাজ্যের প্রজা আমি, সে রাজ্যের প্রজার আর কিছু জানবার অধিকারও নাই। বৎস! আর আমায় কোন প্রশ্ন ক'র না। সময় অল্প, কার্য্য অনন্ত। [প্রস্থান।

আলি। পিতা তীব্র-বৈরাগ্যে শ্মশান-প্রান্তে কুটীরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। সেই পিতা! নিয়তি, তোমার রহস্য এমনি দুর্ব্বোধ্য! সুন্দরী! তোমাকে যে হঠাৎ এ অবস্থায় দেখ্‌বো তা মনেও করিনি। তোমার এ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কারণ জানতে পারি কি?

শেরিণা। আপনি কি আমায় চেনেন? এর পূর্ব্বে কি আমায় কখনো দেখেছেন?

আলি। বোধ হয় চিনি, বোধ হয় দেখেছি।

শেরিণা। আমার স্বামীর কাছেই সব শুনবেন। ঐ তিনি আস্‌ছেন।

(হাফেজের প্রবেশ)

হাফেজ। শেরিণা, শেরিণা! এঁ্যা—এ—কে?

শেরিণা। হাফেজ! হাফেজ! হুসেন আমাদের অনুসরণ ক'রছে। এইমাত্র সে এখানে এসেছিল, ভাগ্যক্রমে এই বীর যদি এখানে না আস্‌তেন, তাহ'লে এতক্ষণে আমি তার বন্দিনী হ'তেম!

হাফেজ। আমারও বরাবর সেই আশঙ্কাই ছিল। তাহ'লে এস্থানও আর আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।

আলি। ভাগ্যবান! আপনিই এঁর স্বামী?

হাফেজ। আপনি,—আপনি,—আপনাকে যে এখানে হঠাৎ দেখতে পাব—

শেরিণা। হাফেজ? তুমি এ কে চিনতে?

হাফেজ। হঁ্যা চিনি বই কি, চিনি বই কি! আলিনকী—আলিনকী!

শেরিণা। তা'হলে কি স্বপ্নে তুমি এঁরই নাম ক'র্চ্ছে? ইনি তোমার এত পরিচিত?

আলি। আপনার স্বামী আমার পরিচিত বই কি? তা'হলে হাফেজ মুহূর্ত্তের পরিচয় নিয়তি নির্দ্দেশে আজ ঘণিষ্ঠতায় পরিণত হোক্! পিতা সংসার ত্যাগী; তিনি অতিথি সৎকারের ভার আমারই উপর দিয়ে গেছেন!

হাফেজ। ক্ষণেকের জন্য এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেম, আর আশ্রয়ের তো প্রয়োজন নাই বন্ধু। দুর্ভর অদৃষ্ট নিয়ে আর তোমাদের বিব্রত ক'রতে চাই না। ভাগ্য যখন সর্ব্ব-আশ্রয় শূন্য ক'রেছে, তখন ভাগ্যের নির্দ্দিষ্ট পথেই চ'লবো।

আলি। পিতার যে তাহ'লে সত্যভঙ্গ হবে।

শেরিণা। কেন হাফেজ, তুমি এঁর আশ্রয় নিতে ইতস্ততঃ ক'রছো! তুমি যখন এঁর পরিচিত, এঁকে বন্ধু ব'লে সম্বোধন ক'রলে, তখন তো ইনি আমারও বন্ধু। বন্ধু—বন্ধুর আশ্রয় নেবে, এতো স্বাভাবিক।

হাফেজ। না—না—ইতস্ততঃ ক'র্‌বো কেন? তবে,—না, না, না, তাহ'তে পারে না, তুমি বুঝতে পার্‌ছো না। শেরিণা! না—তাহ'তে পারে না, হওয়া উচিত নয়। চল আমরা এখনি এস্থান ত্যাগ করি।

শেরিণা। কতদুর যাবে? এত দিন নিশ্চিন্ত ছিলেম। এখন হুসেন যখন সন্ধান পেয়েছে, সে যখন এখানে এসে দেখে গেছে—তখন তো আর পথে পথে ঘোরা নিরাপদ নয়। একবার ধরা প'ড়্‌লে উভয়েরই মৃত্যু নিশ্চিত।

আলি। কে—হুসেন, ঐ যুবক ?

শেরিণা। হ্যাঁ বীর। সংক্ষেপে আমাদের পরিচয় শুনুন, বুঝুন আমরা কিরূপ বিপদগ্রস্ত। বাদসার ভ্রাতুষ্পুত্রী আমি। বাদসা স্থির করেন ঐ হতভাগ্য কাপুরুষ হুসেনের সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন। অতি বিপদে প'ড়ে যখন আমাদের নৌকা ডোবে, কাপুরুষ আমাদের ফেলে প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। মৃত্যু সম্মুখে দেখে প্রতিজ্ঞা করি,—যে আমায় উদ্ধার ক'রবে, যদি বাঁচি তাকেই স্বামী বলে গ্রহণ ক'রব; সে যে'ই হ'ক। এই বীর হাফেজ আমাকে উদ্ধার করেন। বাদশাহকে লুকিয়ে তাই এঁকেই স্বামীত্বে বরণ করি। তারপর বাদশার কোপ দৃষ্টি থেকে, আত্মরক্ষার জন্য আমরা পলায়ন করি। দেখ্‌ছি, সেই হুসেন আমাদের অনুসরণ ক'রেছে। এখন কি পথে পথে বেড়ান আমাদের উচিত ? আপনিই বলুন।

আলি। (স্বগত) কি ব'লবো, অদৃষ্টের পরিহাস! তাহ'ক! কিন্তু, না না এ ভুল কখন ভেঙ্গে দেব না। (প্রকাশ্যে) আপনি ঠিকই ব'লেছেন। এ অবস্থায় আমিও আপনাদের ত্যাগ ক'রে যেতে পারি না। আসুন বীর! আসুন সুন্দরী! স্বজাতির আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ করুন।

হাফেজ। কিন্তু, না একজনের গলগ্রহ হ'য়ে—

শেরিণা। কেন ইতস্ততঃ ক'রছো ? তুমি বীর, নিজের তরবারির দ্বারা সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রতে তোমার কতক্ষণ ? (আলিনকীর প্রতি) আপনি আমার স্বামীর বন্ধু। আপনাকে তাহ'লে বন্ধুই ব'ল্‌ব কি বলুন ? (হাফেজের প্রতি) আর তুমি ? ঘুমের

ঘোরে স্বপ্নে অহরহ যার নাম কর, এমন বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ ক'রতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন ?

হাফেজ। কুণ্ঠিত—

আলি। (জনান্তিকে) ভয় ক'রনা ভাই। তোমার গোপন কথা প্রকাশ পায়নি, পাবে না। তুমি সসম্ভ্রমে বীরভূমে বাস কর। তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখে অতিবাহিত হোক্।

শেরিণা। ভাবছো কি ? চল।

হাফেজ। চল।

আলি। চলুন আপনারা আজ আমার পরম অতিথি। (স্বগত) চল শত্রু, চল বন্ধু—ভাগ্যপ্রেরিত ভাগ্যবান দম্পতি! তোমাদের সুখের মিলন দেখব, আর চেষ্টা ক'রব,—তোমাদের মিলনের আনন্দে আমার নিরাশা-ভগ্ন জীর্ণ-জীবন-তরীকে ভাসিয়ে দিতে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রঘুজীর শিবির

রঘুজী। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'ল। অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশ ছেয়ে আস্‌ছে। মীরহবিরের আজই ত টাকা নিয়ে আসবার কথা। বিশ্বাসঘাতক, কোন কথারই তার ঠিক নাই। তবে সিংহাসনের মোহ! কত সাধুকে পিশাচের অধম ক'রেছে, এতো জন্ম পিশাচ!

(গীত গাহিতে গাহিতে চিন্ময়ীর প্রবেশ)

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে ॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা,
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥
পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব,
রহিব কদম্ব মূলে,
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে ॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে,
পীরিতি কেমন জ্বালা ॥

চিন্ময়ী। ভিক্ষা দাও বাপ।

রঘুজী। এ বর্গীর শিবিরেও ভিখারিণী! যাদের নাম শুনে লোকে দেশ ছেড়ে পালায়, তাদের শিবিরে তুমি ভিক্ষা ক'রতে এসেছ? অসম-সাহসিনী তুমি কে? কি ভিক্ষা চাও?

চিন্ময়ী। শান্তি।

রঘুজী। শান্তি! শ্মশানে শান্তি! ভিখারিণী, কে তুমি মা?

চিন্ময়ী। আমি শ্মশান-বাসিনীর সহচরী!

রঘুজী। তবে মার কাছে শান্তি না চেয়ে, আমার কাছে চাইতে

এসছো কেন? বালিকা, আমি একটী জীবন্ত অশান্তি, বাঙ্গালার কুগ্রহ। আমার কাছে ভিক্ষা যে নিষ্ফল। আমি কে জান?

চিন্ময়ী। না

রঘুজী। রঘুজী ভোঁসলের নাম শুনেছ?

চিন্ময়ী। আপনি রঘুজী ভোঁস্‌লে?

রঘুজী। আর ভিক্ষা চাইতে ইচ্ছা হয়?

চিন্ময়ী। লোকে বলে আপনি বাঙ্গালার অভিশাপ। আমি জানি আপনি শক্তিমান্। যিনি শক্তিমান্, আমি বুঝতে পারি না তিনি দেশ ধ্বংস ক'রে সে শক্তির অপব্যবহার করবেন কেন?

রঘুজী। কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমাদের দেশে পুরুষ ব'লে যারা পরিচিত তারা একথা বোঝে না। নির্ব্বোধে ব'লবে অত্যাচার! কিন্তু অত্যাচার ক'রতে আসিনি মা, ঘুম ভাঙ্গাতে এসেছি। বালিকা তোমায় আমি চিনি।

(মীরহবিবের প্রবেশ)

মীর। ভোঁস্‌লে সাহেব, ঠিক্ সময়েই আপনার টাকা নিয়ে এসেছি। বরং একটু আগেই এসেছি। এখনও তেমন অন্ধকার হয়নি। তাঁবুর বাইরে গাড়ী বোঝাই আপনার টাকা। ওঃ ধানের বস্তার মধ্যে মোহর রওনা ক'রতে হ'য়েছে। গাড়োয়ানেরা সব আমার অনুগত সেপাই। (চিন্ময়ীকে দেখিয়া) এ কে?

রঘুজী। চ'মকে উঠলেন যে মিয়া সাহেব? এ ভিখারিণীকে চেনেন না কি?

মীর। ভিখারিণী নয় এ রাঘবের কন্যা। এর পিতা ষড়যন্ত্রী ব'লে

বন্দী ; এ বালিকা এসেছে আমাদের অভিসন্ধি জেনে রাজ দরবারে তাই প্রকাশ ক'রে, পিতাকে কলঙ্ক-মুক্ত ক'রবে ব'লে।

রঘুজী। বটে! কৌশলে বাঙ্গালার নর-নারী উভয়েই দেখছি পটু। বালিকা, তোমাকে আমি চিনি ; শুধু চিনি নয়, একদিন তোমার আতিথেয়তায়ও আমি পরিতৃপ্ত হ'য়েছিলেম। রণনীতি অতি কঠোর। তবে তোমায় আমি গুরু শাস্তি দেব না। যতদিন আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয়, ততদিন তোমায় এখানে বন্দিনা ক'রে রাখব।

চিন্ময়ী। চক্ষুর সম্মুখে একটা নূতন পর্দা উঠে গেল। অথচ—মীর-হবিব! আমার পিতা ষড়যন্ত্রকারী, না?

মীর। সে কথার মীমাংসা এখানে নয় বালিকা! তবে তুমি এ রাজনীতির পঙ্কে পা দিয়ে ভাল করনি। নর-নারী সকলেরই কাজের একটা সীমা আছে।

চিন্ময়ী। বর্গীর সর্দার! সত্যই কি আমি তোমার বন্দিনী?

রঘুজী। হাঁ মা, তুমি আমার বন্দিনী। মোহনচাঁদ!

(মোহন চাঁদের প্রবেশ)

মোহন। প্রভু!

রঘুজী। এই বালিকাকে বন্দী কর। বালিকা ভিক্ষার ছলে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যই এসেছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে নারী সাহসিনী বটে।

মোহন। (স্বগত) এ—কি চিন্ময়ী!

চিন্ময়ী। তুমি বর্গী?

রঘুজী। হ্যাঁ, তোমাদের সন্ন্যাসী অতিথি।

চিন্ময়ী। তোমাদের ছদ্মবেশই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল।

মীর। নসিব বিবি, নসিব! ছেলে মানুষ, নসীবের হের-ফের বুঝবে না। কি বলেন ভোঁসলে সাহেব?

রঘুজী। আপনি নসীবও মানেন দেখ্ছি।

মীর। মানি না? দেখুন না, আমাদের নসীবের জোর না হ'লে, এত সহজে এ বালিকা ধরা পড়ে?

রঘুজী। নিয়ে যাও মোহন। বালিকাকে বন্দি-শিবিরে খুব সতর্কতার সহিত রাখবে। বালিকা হ'লেও এ অতি বুদ্ধিমতী। তোমার উপর এর ভার দিলেম। কেউ যেন এর প্রতি অত্যাচার না করে, নারীর মর্য্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধে একে বন্দী ক'রলেম্। যাও নিয়ে যাও—

মোহন। এস বালিকা আমার সঙ্গে এস।

চিন্ময়ী। যদি না যাই!

মোহন। প্রভু, আমি কি এর হাত ধরবো?

রঘুজী। কেন মা, আমাদের প্রতি বর্ব্বরতার দোষারোপ ক'রবে? স্বেচ্ছায় সঙ্গে যাও। জেনো আমরা বর্গী।

চিন্ময়ী। চল—কোথায় যেতে হবে।

মোহন। এস [চিন্ময়ী ও মোহনের প্রস্থান।

মীর। দেখ্বেন, রাঘবের মৃত্যু পর্য্যন্ত যেন এ বালিকা মুক্তি না পায়। তা হ'লে সব উল্টে যাবে। সমস্ত দোষই রাঘবের ঘাড়ে চাপান গেছে। ওঃ,—মেয়েটা কি ধড়িবাজ। এখানেও সন্ধান নিতে এসেছে।

রঘুজী। যতই হোক আপনার চেয়ে ধড়িবাজ নয়। কি বলেন? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ষড়যন্ত্র প্রকাশ হবার কোন আশঙ্কাই নাই; চলুন পথ-ঘাটের নক্সা আর আক্রমণের দিন ঠিক ক'রে নিই গে চলুন।

মীর। চলুন, চলুন, মেয়েটাকে এখানে হঠাৎ দেখে মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেল। শীগ্‌গির শীগ্‌গির কাজটা শেষ ক'রে ফেলতে পারলে হয়। চলুন টাকাটাও গুণে নেবেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হুসেনের শিবির

রব্বানি ও হুসেন।

হুসেন। বড়ে-মিয়া! কি সুযোগই তুমি নষ্ট ক'রলে? দিচ্ছিলুম বুড়োটারে সাবড়ে। তারপর শেরিণাকে নিয়ে একেবারে দিল্লী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বাবা এ আর ডুব সাঁতার নয়। এ একেবারে ঘোড়ায় না চ'ড়ে মা মা গাধা—মা মা গাধা—তুমি অমন হাত বাড়িয়ে আট্‌কালে' কেন বলত? তাইত মুস্কিল-আসানের বাচ্ছা বেরিয়ে প'ড়ল!

রব্বানি। কেন বাধা দিলুম বলব? ও বৃদ্ধ কে জান?

হুসেন। কি না উজ্জমান, উজ্জমান ক'রে কি ব'ললে! আমি কি সব

শুনেছি, আমি তখন রাগে গিটকিরির মত কাঁপছিলেম। দেখনি আমার রাগ। কে ও বুড়ো বড়ে মিয়া ?

রব্বানি। বীরভূমের রাজা বাদিওজ্জমান, তোমার পিতা। মূর্খ! পিতৃহত্যার পাতক থেকে তোমায় বাঁচিয়েছি। বুঝতে পারছ ?

হুসেন। বাপ! মাঠের মধ্যে সকাল বেলায় বাপ! বাঙ্গালার গরমে তোমার মাথা খারাপ হ'য়েছে দেখছি বড়ে মিয়া, তোমার মাথা খারাপ হ'য়েছে। বাপ ? ঐ বুড়ো মুস্কিল-আসান আমার বাপ ? আমি দিল্লীর ওমরাহ পুত্র ! আর কেউ ব'ল্লে—আমি এখনি তার মাথাটা কেটে ইয়ে ক'রে ফেল্‌তেম! তুমি ব'লে বেঁচে গেলে ও বুড়ো যদি আমার বাপ হয়, তা হ'লে আমি ইয়ে যা ব'লছি আমি একবাপের বেটা নই। হ্যাঁ—

রব্বানি। রাগ ক'র না হুসেন। তোমার জন্মরহস্য আমি জানি ব'লেই একথা ব'লতে সাহস ক'চ্ছি। আমি মিথ্যা-বলিনি—ঐ বৃদ্ধই তোমার পিতা। তুমি দিল্লীর ওমরাহের পালিত পুত্র।

হুসেন। এ্যাঁ—এ-যে জন্মগত সুর আমার ব'দলে দিলে রব্বানি ? কি ব'লছ তুমি ? আমি ওমরাহের পোষ্যপুত্র ? আর ঐ বৃদ্ধই আমার পিতা ?

রব্বানি। আঠার বৎসরের আগেকার কথা। জানতেম আমি, মীর-হবিব, আর তোমার পালক পিতা। মীর হবিব তোমার মাতামহ, সেই তোমাকে দান করে।

হুসেন। বাদিওজ্জমান শুনেছি রাজা। কেন সে আমায় দান করে কিছুইতো বুঝতে পারছি না।

রব্বানি। সে অনেক কথা। একটা কি গুরুতর কলঙ্ক ঢাকবার জন্য

তোমাকে গোপন করা প্রয়োজন হ'য়েছিল। সে অপ্রিয় কথার আলোচনায় কোন প্রয়োজন নাই, কোন ফলও নাই। উত্তেজনার বশে আজ তা ব'লে ফেললেম। এখন যিনি তোমার পিতা ব'লে পরিচিত, তিনি অপুত্রক ছিলেন। বাঙ্গালায় অবস্থান কালে হঠাৎ তোমায় দৈবানুগ্রহস্বরূপ লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি প্রচার করেন, তুমি তার ঔরসজাত পুত্র!

হুসেন। বল কি? একি সত্য? না, না, একি হ'তে পারে?

রব্বানি। সত্য হুসেন, সত্য।

হুসেন। তা হ'লে সত্যই আমার পিতা বাদিওজ্জমান, ঐ ফকির বেশধারী ভণ্ড! রব্বানি!—ওযে শয়তানের চেয়েও হৃদয়হীন, নৃশংস, পিশাচ! অনায়াসে আপনার ছেলেকে দান ক'ল্লে নিজের কলঙ্ক গোপন করবার জন্য!—যার জন্য আজ আমি দিল্লীর ওমরাহগৃহের এক ঘৃণিত রহস্য! এই কে আছ? সরাব—সরাব! বড় অন্যায় ক'রেছ রব্বানি, ও বৃদ্ধকে হত্যা ক'রলে কোন পাপ হ'ত না,—বাধা দিয়ে বড়ই অন্যায় ক'রেছ। পিতা! পিতা! এ ধ্বনি আমার কর্ণে একটা বিভীষিকাপূর্ণ ব্যঙ্গ! রব্বানি! ওঃ আজ কি আগুন তুমি জ্বেলে দিলে, আমার প্রাণে কি আগুন জ্বেলে দিলে!

রব্বানি। স্থির হও হুসেন!

হুসেন। আমি বীরভূম ধ্বংশ ক'রব, বাদিওজ্জমানকে স-বংশে নাশ ক'রব। বাদসাহী ফৌজের সঙ্গে এসেছিলেম বর্গী তাড়াতে। সেই ফৌজের সাহায্যে, বীরভূমি আজ সমভূমি ক'রে যাব,—তারপর বর্গী! আমার পিতা নয় জন্ম শত্রু;—এই বাদিওজ্জমান, হীন

কাপুরুষ, নিজের পাপ গোপন করবার জন্য কুকুর বিড়ালের মত আমাকে বিলিয়ে দিলে; রব্বানি বিলিয়ে দিলে! এত বড় হৃদয়হীনতা! (মদ্যপান) তুমি দেখ—অনুসন্ধান কর, কোথা সে মীরহবিব। সে বেঁচে আছে কি না? আমি জানব,—সত্য কে আমি? তারপর—তারপর—ওঃ বড় জ্বালা রব্বানি—(মদ্যপান)

রব্বানি। হঠাৎ উত্তেজনা বশে এ আমি কি করলেম?

(মীরহবিবের প্রবেশ)

মীর। এই বাদশা ফৌজের একজন অধিনায়কের শিবির? এ শিবিরের মালেক কে?

রব্বানি। কে আপনি?

মীর। আমি—আমি——পরিচয় খোদ মালেকের কাছেই দেব। আমার বিশেষ প্রয়োজন।

রব্বানি। আপনাকে আমি চিনি ব'লে মনে হ'চ্ছে।

হুসেন। কি প্রয়োজন পরে শুনব। মালেক আমিই। কিন্তু এখন আমার সময় নাই। তুমি অন্য সময় এস, তুমি অন্য সময় এস।

মীর। আপনিই মালেক। আদাব! বেশ ব'লেছেন. পরেই আসব। কিন্তু—আমার প্রয়োজন অতি গুরুতরই ছিল। আমার নাম, বোধ হয় আপনি শুনে থাক্‌বেন—আমি মীরহবিব।

হুসেন। মীরহবিব! মীরহবিব! তুমি! তুমি! রব্বানি—চিন্‌তে পারছ? চিন্‌তে পারছ?

রব্বানি। হ্যাঁ—পরিবর্ত্তন হ'লেও চিন্‌তে পারছি বৈ কি?

হুসেন। শুনব, শুনব। তুমি মীরহবিব? দেখি—দেখি তোমার

ভাল ক'রে দেখি। বাদিওজ্জমান ফকীর, তুমি—তুমি—বাঃ—বাঃ বেশ আছ! বড় ওমরাও না? বুড়ো শয়তান দুজন—তোমার প্রয়োজনের চেয়ে আমার প্রয়োজন বেশী।

মীর। (স্বগত) এ কে? পাগল, না মাতাল? (প্রকাশ্যে) কে—তাতো বুঝতে পারছি না?

হুসেন। তোমার দৌহিত্র! চিন্‌তে পারছ না মীর হবিব? হাঃ—হাঃ—বুড়ো শয়তান—ভুলে গেছ—ভুলে গেছ? রব্বানি! তুমিতো ভোল নি—দেখ, দেখ, ঠিক সেই তো?

রব্বানি। মিয়া সাহেব! আমায় চিন্‌তে পারছেন না? আঠার বছর আগে বাদিওজ্জমানের এক কানীন্ পুত্রকে আপনি ঘরের কলঙ্ক রটবার ভয়ে, বিলিয়ে দিয়েছিলেন মনে আছে?

মীর। (স্বগত) দুর্ভাগ্য, এখনও মনে আছে। (প্রকাশ্যে) কে তুমি বৃদ্ধ! একি অপ্রিয় কথা ব'লছ?

রব্বানি। আমিই সেই ওমরাহের সঙ্গী রব্বানি। আপনার মনে নাই?

মীর। আর ইনি?

রব্বানি। সেই পুত্র।

মীর। সেই—সেই—

হুসেন। হ্যাঁ সেই—সেই—

মীর। দেখি তোমার বুক্ দেখি?

হুসেন। কেন? বুকের ওপরে কি দেখ্‌বে বৃদ্ধ! একখানা ছুরী নিয়ে এস—বুক চিরে দেখাই তোমাদের শয়তানীর ফল—কি জ্বালা এই বুকের মধ্যে। দেখ—বাইরে কি দেখবে—এই দেখ। (বক্ষ খুলিল)

মীর। (দেখিয়া) এই যে "বাদি" পর্য্যন্ত লেখা—সেই উল্কির অক্ষর। যে ধাত্রীকে গোপনে পালনের ভার দেওয়া হ'য়েছিল, সেই আপনার খেয়ালে বাদিওজ্জমানের স্মৃতিস্বরূপ বুকে ঐ দুটো অক্ষর মাত্র লিখেছিল। তার পরই তোমায় দান করা হয়। হ্যাঁ—সেই লেখাই বটে।

হুসেন। বাঃ—বাঃ—কালীর অক্ষরে লেখা—কালের আবর্ত্তনে কিছুই বদ্‌লায় নি! এতদিন কিন্তু এর অর্থ ত বুঝিনি। ঠিকই তো—ঠিকই তো—রব্বানি! রব্বানি! পাকাচুলকে বিশ্বাস নাই। পাকা শয়তান বুড়ো সাপ! খোদা—সব চেয়ে বৃদ্ধ,—সব চেয়ে বড় শয়তান সে! নইলে এ পাপ, এ হীনতা—এ কাপুরুষতা ক'রেও এরা সব বেঁচে আছে—বড় হ'য়েই বেঁচে আছে!—কেউ ফকির—কেউ ওমরাহ—সমাজের উচ্চস্তরে স্থান। আর আমি—আমি—এ সাকি—সরাব—সরাব! (মদ লইয়া) খাও—খাও বৃদ্ধ!

মীর। তোবা—তোবা! আমি তো ও স্পর্শ করি না!

হুসেন। হ্যাঁ পাপ হবে—হাঃ—হাঃ—এত বড় জুচ্চুরি ক'রে যখন বেঁচে আছ—তখন ধর্ম্ম করবে বৈকি? কিন্তু আমি তোমায় ছাড়বো না? এস—এস, তুমি কি করতে এসেছ—জানি না—কিন্তু তবু আমি তোমারই সাহায্যে—ওঃ—দূর হও—দূর হও—পিশাচ! আমার সম্মুখ থেকে দূর হও!

মীর। যাচ্ছি! আমার উপর রাগ ক'রলে কি হবে? আমি দিয়েছিলেম ভাল করতেই; উপস্থিত বর্গী সম্বন্ধে একটা খবর ছিল। তাই জানাতেই এসেছিলেন। উপকার হ'ত! তোমাদেরই উপকার হ'ত! সঙ্গে সঙ্গে আমারও—যাক্, তবে যেতেই হ'ল।

হুসেন। শুধু শুধু যাবে? মাতামহ—অতিথি, যেতে তো দেব না—হাঃ হাঃ—যেতে তো দেব না। এস, এস! রব্বানি—উদ্যোগ কর—মহা সমারোহ! এস মীরহবিব, এস মাতামহ—অনেক দিন পরে দেখা—বুকের অক্ষর—কালীর দাগ—সরাবে ধুয়ে ফেলিগে এস।

[মীরহবিবকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান। অপরদিকে রব্বানির প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বর্গী—শিবির

বন্দিনী অবস্থায় চিন্ময়ী আসীনা

চিন্ময়ী। কি হবে? কাল সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে—পিতার মৃত্যু! তাঁকে তো কলঙ্কমুক্ত ক'রতে পারলেম না? অথচ পিতার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেম, পিতাকে কলঙ্কমুক্ত ক'রে তাঁকে রক্ষা ক'রব।

(মোহনচাঁদের প্রবেশ)

মোহন। অন্ধকার! প্রকৃতি অন্ধকারে আচ্ছন্ন! আমার অন্তরও অন্ধকারে আবৃত! সে অন্ধকারে নিজেকে পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। তবে বিদ্যুৎ-চমকের মত মাঝে মাঝে—মাঝে মাঝে কেন? স্থির সৌদামিনীর মতই তো প্রতি মুহূর্ত্তে দেখ্‌ছি, চিন্ময়ী—চিন্ময়ী! একি মোহ! কেন এ মোহ? এর জন্য তো প্রস্তুত ছিলেম না?

কেন আমি, কেন আমি অন্যত্র থাক্‌তে পারিনা? কেন? কেন? কে উত্তর দেবে—কেন?

চিন্ময়ী। কেও?

মোহন। আমি।

চিন্ময়ী। সন্ন্যাসী?

মোহন। বর্গী।

চিন্ময়ী। আমার কাছে বর্গী নও, সেই সন্ন্যাসী! যে আমার উদ্ধার ক'র্‌তে গিয়ে, নিজের জীবনকে বিপন্ন ক'রেছিল!

মোহন। আর এখন?

চিন্ময়ী। আমার সেই উপকারী বন্ধু!

মোহন। বন্দিনীর প্রহরী!

চিন্ময়ী। কর্ত্তব্যের দায়ে;—তোমার অপরাধ কি?

মোহন। আমার উপর তোমার কোন বিরাগ নাই?

চিন্ময়ী। বিরাগ আমার কারো উপর নাই। নিজের কর্ম্মফলে ভুগি; পরের অপরাধ কি?

মোহন। তুমি কি চিন্ময়ী—?

চিন্ময়ী। সন্ন্যাসীর কন্যা—সন্ন্যাসীর শিষ্যা—সন্ন্যাসিনী।

মোহন। আর যদি তোমার স্বামী থাক্‌তেন, তিনিও বোধ হয় সন্ন্যাসী হ'তেন।

চিন্ময়ী। অতদূর ভাবিনি। কি ব'লব?

মোহন। তুমি কি বিবাহিতা?

চিন্ময়ী। আমি বিধবা।

মোহন। ঠিক জান?

চিন্ময়ী। জানি।

মোহন। কেমন ক'রে জানলে ?

চিন্ময়ী। শুনেছি।

মোহন। যদি শোনা কথা মিথ্যা হয় ?

চিন্ময়ী। আমার তা মনে ক'রতেও নাই।

মোহন। কেন ?

চিন্ময়ী। আমি যে যার নামে উৎসর্গীতা !

মোহন। অন্ধকারে তোমার মুখ ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাচ্ছি না,—তবু মনে হচ্ছে, একটা দিব্য-জ্যোতি যেন এ কারাগার ছেয়ে আছে। চিন্ময়ি, তুমি এত সুন্দরী ? এত রূপ তোমার !

চিন্ময়ী। সন্ন্যাসি—সন্ন্যাসি—তুমি আমার অপমান করবার জন্যই কি বারবার এই কারাগারে আসছ ? নইলে, বন্দিনী আমি—পালাবার সম্ভাবনা নাই ;—তবু কেন, তুমি মুহুর্মুহু আস্‌ছ ? তুমি যাও। আমি বন্দিনী হ'লেও, তোমার ব্যঙ্গের পাত্রী নই। (চিন্ময়ী কাঁদিতে লাগিল)

মোহন। কেন তুমি কাঁদছো ? ঈশ্বরের শপথ, আমি তোমায় অপমান ক'রব ব'লে কিছু বলিনি।

চিন্ময়ী। অসহায়া—বন্দিনী-রমণী সুন্দরী কি কুৎসিতা, সে কথা তোমার মুখে শুন্‌ব, তা আশা করি নি।

মোহন। সত্য কথা বলার কি এতই অপরাধ ?

চিন্ময়ী। তোমার প্রয়োজন না থাকে, তুমি এখান থেকে চ'লে যেতে পার।

মোহন। আমি কি তোমার কোন উপকার ক'রতে পারি না ?

চিন্ময়ী। উপকার একদিন ক'রতে গিয়েছিলে—তাই সন্ন্যাসীতে দেবত্বের নিদর্শন দেখে, অসঙ্কোচে তোমার সঙ্গে কথা ক'য়েছি ;—মনে মনে তোমায় শত প্রশংসা ক'রেছি। কিন্তু এখন, না—না—তোমার কাছে আমি আর কোন উপকার চাই না।—তুমি যাও।

মোহন। কিন্তু কা'ল তোমার পিতার মৃত্যু দিন, মনে আছে?

চিন্ময়ী। কি ক'রবো—কি ক'রবো! বাবা, বাবা, আমি তোমার অযোগ্যা কন্যা! ওঃ—পাপেরই জয় হ'ল! সত্য প্রলয়ের অন্ধকারে ডুবে গেল! পিতৃহত্যা! ব্রহ্মহত্যা! আর আমি এখনও জীবিতা? গুরুদেব, গুরুদেব! নিশ্চল কর্ম্মশূন্য যোগী! তোমার উপদেশ ত হৃদয় শুনতে চাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এ বন্দীবাস ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে, এ লোহার শিকল ভেঙ্গে—গুঁড়ো ক'রে, একবার ছুটে বেরুই। একবার চীৎকার ক'রে জগতকে শুনিয়ে বলি—আমার পিতা নিষ্পাপ! কুচক্রীর চক্রান্তের পরিণাম—তাঁর শীতল শোণিত।

মোহন। (স্বগত) পরিচয় দিতেও সাহস হয় না। একবার মহাপুরুষের বাক্য শুনিনি, তার পরিণাম দেখছি ব্রহ্মবধ। সে ব্রাহ্মণ আমারই মত বাঙ্গালী, এই চিন্ময়ীর পিতা। না—না—পরিচয় দেব না। মমতার লেশশূন্যা সংসার-বিরাগিনী এই নারী—কঠোর সন্ন্যাস-ব্রতে নারীত্বকে ডুবিয়ে দিয়ে পাষাণী হ'য়েছে। পরিচয় দিয়ে কেন নিজেকে হীন ক'রব? (প্রকাশ্যে) চিন্ময়ি!

চিন্ময়ী। আমি সন্ন্যাসিনী। তুমি আমায় সন্ন্যাসিনী ব'লে ডাক। আর তুমি আমার নাম ধ'রে ডেক না।

মোহন। কি চাও? পিতাকে কলঙ্ক-মুক্ত ক'রতে, পিতাকে রক্ষা ক'রতে?

চিন্ময়ী। চাই, চাই—কিন্তু তাতে তোমার কি?

মোহন। আমার কি জানি না! আমার কি? এই নৈশ অন্ধকার-রূপিণী পাষাণী,—যাঁর নামে তুমি উৎসর্গীকৃতা তাঁর নামে শপথ ক'রে বলছি, আমার কি তা জানি না; জানবার প্রয়োজনও বুঝি না। তবে এটা জানি—পরোক্ষে হোক, প্রত্যক্ষে হোক্, আমি তোমার পিতৃহত্যার কারণ। আর এও জানি, তার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। সে প্রায়শ্চিত্ত আমিই ক'রব। (দ্বার মুক্ত করিয়া) চিন্ময়ি! না, না—সন্ন্যাসিনি! তোমায় আমি মুক্ত ক'রে দিলেম। (শৃঙ্খল মুক্ত করণ) যদি অন্ধকারে পথের বিভীষিকা তোমার গতিরোধ না করে; যাও, কাল সূর্য্যাস্তের মধ্যে রাজনগরে পৌঁছে তোমার পিতার জীবন রক্ষা কর।

চিন্ময়ী। (নিকটে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) তুমি, তুমি—সন্ন্যাসি—আমায় ক্ষমা কর। তুমি এত মহৎ! তোমায় কটু ব'লেছি,—তোমার অন্তরে আঘাত দিয়েছি, আর তুমি আমায় মুক্তি দিচ্ছ?

মোহন। (স্বগত) তোমাকে অদেয় আমার কি আছে? তুমি আমার নূতন জীবন, নূতন তপস্যা, নূতন মোহ, আমার পঙ্ক-মলিন চিত্তে, স্নিগ্ধ চন্দন সৌরভ! অপরিচিতার ন্যায় তোমায় বিদায় দিচ্ছি।—তুমি আমায়—

চিন্ময়ী। (দূরে সরিয়া গিয়া) কথা ক'চ্ছনা যে? কি ভাবছ?

মোহন। কথার দ্বার অবরুদ্ধ হ'য়েছে সন্ন্যাসিনি! বল্‌বার ত

কিছুই নাই? শত্রুর পুরী, কে দেখবে, কে জানে। পালাও—চলে যাও—যেতে যেতে শোন! তুমি বিধবা নও—পতিযুক্তা! মহামায়ার আদরিণী সঙ্গিনী, চির সধবা।

চিন্ময়ী। (ফিরিয়া সর্পদষ্টের মত দূরে সরিয়া গিয়া) যাব, কেবল পিতার উদ্ধারের জন্য নয়,—এখানে থাকাই আমার অনুচিত। এস্থান বিষাক্ত—তোমার স্পর্শে বিষের জ্বালা—তোমার কথায় বিষের লহর। যাব, যাব—আর এখানে নয়! অন্ধকারে—দূরে—দূরে। মা—মা, এ ভীম অন্ধকার আলোকিত ক'রে আমায় পথ দেখা মা।

[প্রস্থান।

মোহন। বর্গি! বর্গি! হৃদয়ের অভ্যন্তরে তোমার বর্গীর কঠোরতা, কার রূপোর কাঠির স্পর্শে ঘুমিয়ে প'ড়েছে? দেখ, দেখ, ঐ বন্দিনী পালায়। প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালীর প্রাণ, অন্তরের কোন কোণে লুকিয়েছিল—বর্গি মোহনচাঁদ! এখনও সময় আছে—এখনও তার অনুসন্ধান ক'রে তাকে হত্যা কর। নচেৎ ধর্ম্ম যায়—সত্য যায়—তোমার অস্তিত্ব যায়! ঐ—ঐ—বন্দিনী পালায়!

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। একি মোহন? এখনও স্থান ত্যাগ করনি? প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছ? তুমি যাও—বিশ্রাম করগে। আমি অন্য প্রহরীর ব্যবস্থা করছি।

মোহন। প্রভু! প্রহরীর ব্যবস্থার আর প্রয়োজন নাই।

রঘুজী। কেন ?

মোহন। বন্দিনী শিবিরে নাই।

রঘুজী। সে কি ? কি ক'রে সে পালাল ?

মোহন। আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছি।

রঘুজী। মুক্ত ক'রে দিয়েছ, কার আদেশে ?

মোহন। তা জানি না, তাকে চিনি না, তাকে কখনও দেখি নি। তবে, (নিজের বক্ষে হাত দিয়া) এই স্থান হ'তে উদ্ভূত, কি জানি কার অলঙ্ঘনীয় আদেশে আমি তাকে মুক্ত ক'রে দিতে বাধ্য হয়েছি ; সে আদেশ লঙ্ঘন করবার শক্তি আমার ছিল না। প্রভু ! প্রভু ! আমি সে আদেশ পালন ক'রতে গিয়ে বিশ্বাস-ঘাতক হ'য়েছি। আমাকে শাস্তি দিন। (নতজানু হইয়া)

রঘুজী। একি ? বাতুলের ন্যায় তুমি এ কি বলছ ? তুমি কি উন্মাদ ?

মোহন। উন্মাদ ? হবে ! উন্মাদ—নইলে কেন আমি তাকে মুক্ত ক'রে দিলেম ? উন্মাদ—নইলে কেন জেনে শুনে বিশ্বাসঘাতক হ'লেম ? উন্মাদ—নইলে কেন আমার বীরত্ব মনুষ্যত্ব সব জলাঞ্জলি দিয়ে, এক নগণ্যা বালিকার মোহে আচ্ছন্ন হ'লেম ? প্রভু ! আমি উন্মাদ ! সত্যই উন্মাদ ! আমাকে বন্দি করুন। এই তরবারি গ্রহণ করুন—বিশ্বাসঘাতকের চরম শাস্তি দিন। সত্যই তো আমি কি ক'রেছি ? কি ক'রেছি ?

রঘুজী। (দৃঢ়মুষ্টিতে মোহনের হাত ধরিয়া) তুমি কি জাতি ? অল্প বয়স হ'তে তোমায় পালন ক'রে আস্‌ছি, কখনও জিজ্ঞাসা করিনি তুমি কি জাতি ? মারাঠা-বীর ত কখনও এমন দুর্ব্বল হ'তে পারে না। যদি স্মরণ থাকে—যদি জান—বল কি জাতি ?

মোহন। আমি বাঙ্গালী।—

রঘুজী। বাঙ্গালী ? (ঘৃণায় হাত ছাড়িয়া) ঠিক হয়েছে! যে জাতি রমণী-সুলভ দুর্ব্বলতায় পুরুষ হ'য়েও নারীর অধম,—যে জাতি কপটতা প্রতারণা শঠতার জীবন্ত মূর্ত্তি,—তুমি সেই জাতির—সেই বাঙ্গালীর। রমণীর রূপমোহে মুগ্ধ হওয়া তোমার জাতিগত ধর্ম্ম! তোমরা নারীর কথায় গৃহবিচ্ছেদ কর—অনায়াসে ভা'য়ের বুকে ছুরী বসাও—বৃদ্ধ মা-বাপকে জঞ্জালের মত পরিত্যাগ কর। অথচ তাতে তোমাদের জাত যায় না—সমাজে হীন ব'লে পরিগণিত হও না! শত কুৎসিত কার্য্য ক'রলেও, তোমাদের অভিধান—মানুষ! বুঝতে পারছো কেন এ বাঙ্গালায় রক্তস্রোত প্রবাহিত করি ? এ বাঙ্গালার অস্তিত্বের কি কোন মূল্য আছে মোহনচাঁদ ?

মোহন। কোন মূল্য নাই। প্রভু! আমাকে হত্যা করুন।

রঘুজী। হত্যাই তোমায় ক'রব। কণ্টকময় বিষ-বৃক্ষের মত তোমার উচ্ছেদ সাধন ক'রব! মোহনচাঁদ, ভগবানকে স্মরণ কর! না, না—সে পবিত্র নাম তোমার মুখে কলঙ্কিত হবে। মৃত্যুকে স্মরণ কর। কি ? ভয় হ'চ্ছে ?

মোহন। প্রভু! ভয় ? আপনার হাতে মৃত্যু আমার ভাগ্য!

রঘুজী। (কাটিতে গিয়া তরবারি ফেলিয়া দিয়া) না—পারলেম না। পুত্রের ন্যায় পালন করেছি। বর্গী যতই অত্যাচারী হোক্—সে আত্মীয় বলে যাকে একবার বুকে নিয়েছে—প্রয়োজন হ'লে তাকে পরিত্যাগ ক'রবে, তবু হত্যা ক'রবে না! তোমার শাস্তি—তুমি এখনই আমার শিবির পরিত্যাগ কর। আমার প্রদত্ত তরবারি—এ বীরের ভূষণ! তোমার মত কাপুরুষের উপযুক্ত নয়।

মোহন। (তরবারি পদতলে রাখিয়া) এ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা কঠিন।

রঘুজী। এখন সে কথা তোমার মুখে বাক্যের আড়ম্বর মাত্র। যাও রমণীর ক্রীতদাস! প্রণয়িনীর কর্ণে প্রেমগুঞ্জন করবার জন্য আমি তোমায় মুক্তি দিলেম। রণক্ষেত্র তোমার যোগ্য স্থান নয়।

[তরবারি লইয়া প্রস্থান।

মোহন। প্রভু! সে আমার প্রণয়িনী নয়! সে আমার স্ত্রী! রূপমোহে আকৃষ্ট হ'য়ে আমি তাকে মুক্তি দিই নি। কর্তব্য বোধে আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি। তবে আপনার নিকট যে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছি—তারও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মীরহবিবের অন্তঃপুর-সংলগ্ন দালান

খতিজা ও মীরহবিব

মীরহবিব। কেমন বেটি! তোর বড় আক্ষেপ ছিল, ছেলেকে বিলিয়ে দিয়েছি? সেই ছেলে আবার ফিরে এসেছে। খোদার মেহেরবাণী দেখছিস্? এবার আমাদের জিৎ পায়া! রঘুজী ভোঁসলে বীরভূম আক্রমণ ক'রতে স্বীকৃত হ'য়েছে। হুসেন যদি আমাদের সাহায্য করে, তবে আর কিসের ভয়?

খতিজা। বুঝতে পাচ্ছিনা, ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা! এই হুসেনই তো এ সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী। আর আমার স্বামীর পুত্র! তবে এখন তাকে দেখে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় কেন? একি সমাজের নিষ্ঠুর নিয়ম? একি দেশাচার? একি হীন নীতি! কারা এ শাস্ত্র ক'রেছে, যে আমি পতিপরায়ণা হ'য়েও সমাজে কলঙ্কিনী?

মীর। ও সব ভেবে কোন ফল নাই। সিংহাসন পেলে সব শুধ্‌রে যাবে। অর্থ ও সম্পদ, সব নীতি—সব আচার—সব শাস্ত্র উল্‌টে দেয়। আমিই তা প্রমাণ ক'রে যাব। তুই কিছু ভাবিস্ নি। আমার হাড়ে পাশা হয়! বুঝলি?

খতিজা। আর সেই তোমার মেয়ে আমি।

মীর। বড় বাপের বড় বেটী! দেখিস, হুসেনকে যত্ন করিস্—তাকে আমাদের দিকে রাখতে হবে। আলিবর্দ্দী খবর পেয়ে আসতে না আস্‌তে, সব কাজ শেষ করা চাই। আমি যাই। আজ রাঘবের ফাঁসীর দিন! সেটাকে শেষ ক'র্ত্তে পারলে, একটা দুর্ভাবনা যায়। তুই শক্ত হোস্, ভেঙ্গে পড়িস্ না। তোর গর্ভজাত সন্তানকেই সিংহাসনে বসাব।

খতিজা। তোমার কথায় অজ্ঞাত-স্রোতে গা ভাসিয়েছি। কোথায় ভেসে যাই কে জানে?

মীর। হুসেন খোদার প্রেরিত! আলিনকীর ওপর রাগের তার প্রধান কারণ—আলিনকী, হাফেজ ও শেরিণাকে বীরভূমে স্থান দিয়েছে। সে যদি বীরভূম ধ্বংস করে, তা হ'লে বাদসা রুষ্ট হবেন না,—বরং সন্তুষ্ট হবেন। তবে আলিবর্দ্দী বড়ই ধূর্ত্ত! সে এসে

প'ড়ে না মিটমাট্ করে। হুসেন যে এখানে লুকিয়ে আছে, তা কেউ জানে না। রাঘবের মৃত্যুর পর, দুই একদিনের মধ্যে, একদিকে বর্গী, আর একদিকে হুসেনের ফৌজ দিয়ে বীরভূম আক্রমণ ক'রতে হবে। আমি যাই, আমার অনেক কাজ!

[প্রস্থান।

খতিজা। সব বুঝছি—সব শুনছি,—তবু প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না কেন? আসাদ আর হুসেন—কে আমার প্রিয়? আসাদকে পালন ক'রেছি, হুসেনকে গর্ভে ধ'রেছি। একজনের প্রাপ্য স্নেহ প্রতারিতা হ'য়ে আর একজনকে ঢেলে দিয়েছি। এ প্রতারণার শোধ নেওয়া হয়, যদি হুসেনকে সিংহাসনে বসাতে পারি। ঐ যে হুসেন আস্‌ছে! পুত্র বটে, কিন্তু কথা কইতে নিজেরই লজ্জা হয়। হুসেন আমাকে কি মনে করে কে জানে? (অন্তরালে গমন)

(গৃহাভ্যন্তর হইতে হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। এ একরকম মন্দ নয়। মাঠের মধ্যে বাপ গঙ্গাল', আর অট্টালিকায় মা! উদরে আকণ্ঠ সরাব! স্ফূর্ত্তি এক রকম জমছে মন্দ নয়। শেষটা শেরিণাকে নিয়ে দিল্লী রওনা হ'তে পারলেই একেবারে শেষ। শালা হাফেজকে একবার পেলে হয়। বড় দাগা দিয়েছে।

(কণিমনের প্রবেশ)

কণি। রাণীসাহেবা!

হুসেন। আরে বাঃ—এ আবার কোন গাছের ফুল ফুট্‌লো অকালে—
মা মা গা ধা—মা মা গাধা।—

কণি। একি? এ যে সেই হুসেন?

(প্রস্থানোদ্যতা)

হুসেন। (হাত ধরিয়া) আহা চ'লে যাও কেন? আমি কি এমন চক্ষুশূল যে, চাইলে চোখ টন্‌টন্ ক'রবে? যদি এলে, দুটো কথাই কও—অন্ততঃ একটুখানি হাস—মা মা গা ধা—মা মা গা ধা—

কণি। হাত ছাড়ুন—হাত ছাড়ুন!

হুসেন। ও! হাত ছেড়ে কি পায়ে ধ'র্‌তে ব'লছ? আচ্ছা তাই ধ'রছি।

কণি। পথ ছাড়ুন, নইলে আমি চীৎকার ক'রবো।

হুসেন। এ্যাঃ—বেসুরো—বেতালা! খোসামুদী? তা আমার দ্বারা হবে না। যাও, আমার সরাব বেঁচে থাক্।

(কণিমনের প্রস্থান। টলিতে টলিতে হুসেনের অপর দিক দিয়া প্রস্থান)

(খতিজার প্রবেশ)

খতি। একি দৃশ্য? আঠারো বৎসরের অতীত কাল আবার কি বর্ত্তমানে আত্মপ্রকাশ ক'রলে? আঠারো বৎসর পূর্ব্বে, এমনই এক দিনে, এমনই সময়ে, এই কক্ষে হুসেনের জন্মদাতা যে ব্যভিচার ক'রেছিল;—আজ আঠারো বৎসর পরে সেই সময়ে, সেই কক্ষে, তার সেই পুত্র, ঠিক সেই দৃশ্যের পুনরভিনয়ে উদ্যত! চক্ষু, তোমার দৃষ্টি আবদ্ধ কর,—এ কুৎসিত দৃশ্য আর দেখ না! খতিজা! এ পুত্র না, কণ্টক! গর্ব্ব না, কলঙ্ক! এরই জন্য সিংহাসন! এই মাতালের জন্য! না, না। এ সিংহাসন আমার—আর কারো নয়। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজনগর—বধ্যভূমি

(কাষ্ঠমঞ্চোপরি রাঘব, পিছন দিকে হাত বাঁধা! সম্মুখে ফাঁসীকাষ্ঠ।)
আসাদ, অমাত্যগণ ও দর্শকগণ।

আসাদ। ব্রাহ্মণ, আপনার কন্যাকে কথা দিয়েছিলেম, আজ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা ক'রবো ; আর এ-ও প্রতিশ্রুত ছিলেম, যে,যদি সে ফিরে এসে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ক'রতে পারে, তা'হলে আপনাকে মুক্তি দেব। সূর্য্য অস্তগামী প্রায়,—আপনার কন্যা ফিরল না—আপনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোন্।

রাঘব। যে দিন দণ্ডাজ্ঞা পেয়েছি, সেই দিন হতেই প্রস্তুত হ'য়ে আছি। এখন আমার প্রার্থনা, আমার বধকার্য্য শীঘ্র শেষ করুন।

আসাদ। যদি আপনার কিছু শেষ বাঞ্ছা থাকে, আপনি অনায়াসে ব'লতে পারেন। যদি সাধ্য হয়, আমরা তা পূর্ণ করবার চেষ্টা ক'রব।

রাঘব। শেষ বাঞ্ছা! তুমি আমার কি বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রবে আসাদ! বাঞ্ছাকল্পতরু আমার গুরু! ঐ যে, ঐ যে, ধ্যান-নিবিষ্ট-নেত্রে, যাঁর মূর্ত্তি অহরহঃ মানসপটে দেখি, ঐ যে সেই সৌম্য-শান্ত মূর্ত্তি, করুণা ক'রে ঠিক সময়ে আমার সাম্‌নে এসে উদয় হ'লেন!

(রামপ্রসাদের প্রবেশ)

রাঘব। গুরুদেব! গুরুদেব! অপার করুণা আপনার! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন পরলোকে ও শ্রীচরণের আশ্রয় হ'তে বঞ্চিত না হই।

রাম। কোন ভয় নেই রাঘব! মা আমার সর্ব্বভয়-নাশিনী শ্যামা শান্তা—শান্তিদায়িনী! কোন ভয় নাই। ঐ আকাশ প্রান্তে চেয়ে দেখ—মার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি,—বরাভয়করা, ভক্ত-হৃদি-বিহারিনী জননী! অ-মৃতের পুত্র! মৃত্যুকে ভয় করো না। জে'ন মৃত্যু তার পক্ষে বিভীষিকা, যে জীবনে সত্যকে ভুলে, মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রেছে! পাপীর পক্ষে কাল-করাল; নচেৎ মহাকাল—বিশ্ব-পিতা!

রাঘব। গুরুদেব! বদ্ধ হস্তে পদধূলি নেবার সাধ্য নেই। প্রণাম—প্রণাম।

আসাদ। লোক শিক্ষা দিবার জন্যই এই কঠোর শাস্তির বিধান! কিন্তু বিধান অতি নির্ম্মম। চলুন, আমরা স্থান ত্যাগ করি। জল্লাদ, তোমার কার্য্য শেষ কর।

(জল্লাদ ফাঁসীর রজ্জু রাঘবের গলদেশে পরাইতে গেল)

নেপথ্যে চিন্ময়ী } —রাজা, রাজা, আমি এসেছি, আমি এসেছি।

(চিন্ময়ীর প্রবেশ)

চিন্ময়ী। কোথায়—কোথায় আমার বাবা! বাবা—বাবা!

আসাদ। জল্লাদ, বিলম্ব কর—বিলম্ব কর—কি সংবাদ চিন্ময়ি?

চিন্ময়ী। আমি এই জনসঙ্ঘের সমক্ষে মীরহবিবকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ক'রছি। আমার পিতা নির্দোষ।

মীর। (স্বগত) আরে গেল, এ ছুঁড়ি এসে প'ড়ল কোথা থেকে ?

রাঘব। মা, মা, তুই ফিরে এলি !

রাম। মা যে সঙ্গে সঙ্গেই আছেন ; ভুলে যাচ্ছ কেন রাঘব ? চিন্ময়ী যে জীবের নিত্য-সঙ্গিনী !

আসাদ। এ কি ব'লছ চিন্ময়ি ! মীরহবিব ষড়যন্ত্রকারী ? তোমার পিতা নির্দোষ ?

চিন্ময়ী। হ্যাঁ রাজা, নিজের চক্ষে দেখে এসেছি, মীরহবিব রঘুজী ভোঁস্‌লেকে টাকা দিয়ে, বীরভূম ধ্বংশ করবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রেছে। মীরহবিবের আদেশেই আমি মারাঠা-শিবিরে বন্দিনী হই। ঐ মীরহবিব আপনার সম্মুখে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।

আসাদ। মাতামহ !

মীর। সম্পূর্ণ মিথ্যা রাজা! দেখছি, রাঘবের কন্যা বয়সে অল্প হ'লেও উপন্যাস-রচনায় বিশেষ পটু। আমি ষড়যন্ত্রকারী ? বালিকা, তুমি যা ব'ল্লে, তার কোন প্রমাণ দিতে পার ? না কেবল তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে তোমার পিতাকে মুক্তি দিতে হবে !

আসাদ। সত্যই তো চিন্ময়ি ! কোন প্রমাণে ব'লছ, মীরহবিব ষড়যন্ত্রকারী—তোমার পিতা নয় ?

চিন্ময়ী। রাজা ! রাজা ! মুখ দেখে সত্য মিথ্যা বোঝ্‌বার কি তোমার ক্ষমতা নাই ? ঐ মীরহবিবকে দেখ, আর আমায় দেখ ; দেখ, কার মুখে মিথ্যার আভাস ! আমি মীরহবিবকে বর্গীর শিবিরে স্বচক্ষে দেখেছি, স্বকর্ণে তাদের পরামর্শ শুনেছি, এ কথা

মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয়! ঐ আমার সাকার ভগবান গুরুদেব! আমি তাঁর সম্মুখে ব'লছি—আমার কথা ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ না থাক্‌লেও, আমি মিথ্যা ব'লিনি। তুমি রাজা, তুমি অনুসন্ধান কর; কালে তুমিও সব জানতে পারবে। জানতে পারবে, তুমি যাদের বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত আছ, তারাই তোমার শত্রু। তোমাকে নিশ্চিন্ত রেখে তোমার সর্ব্বনাশে তারা সদা প্রস্তুত।

মীর। রাজা বালক, অভিযোগকারিণী এক বিদ্রোহীর কন্যা—বালিকা। অমাত্যগণ, আপনারা সুপরামর্শ দিন্, বিদ্রোহীর প্রাণ-দণ্ডের বিলম্বে বৃথা কার্য্য হানির যে কি প্রয়োজন, তাতো কিছুই বুঝতে পারছি না। রাজা দৃঢ় হও,—রাজকার্য্য সম্পন্ন কর। তোমার বিচারের উপরই দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা নির্ভর ক'রছে।

আসাদ। সত্যই তো! (স্বগত) এ বালিকার কথা সত্য ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রমাণাভাবে তো বিচার হ'তে পারে না। একি বিপদে প'ড়লেম? স্থির মীমাংসা ক'রতে না পারলে অকারণ নরহত্যা হয়। মীরহবিব আত্মীয় উচ্চপদস্থ; তাকেই বা হঠাৎ সন্দেহ করি কি ক'রে? (প্রকাশ্যে) চিন্ময়ি! তোমাকে ভগিনী ব'লে সম্বোধন ক'রেছি; ভ্রাতার চক্ষেই তোমাকে দেখি। তোমাকে আমি মিথ্যাবাদিনী ব'লতে পারি না। কিন্তু সত্য হ'লেও প্রমাণা-ভাবে আমি তোমার অভিযোগকে সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রতে অক্ষম।

(আলিনকীর সহিত মোহনের প্রবেশ)

আলি। কি প্রমাণ চাও রাজা?

আসাদ। এ কি ভাইজী! ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন। কিং

কর্ত্তব্য বিমূঢ় বালক আমি—সত্য মিথ্যা নিরূপণ ক'রতে পারছি না। সম্মুখে এই ব্রাহ্মণ রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত! পার্শ্বে আমার মাতামহ—এখন শুনছি বর্গীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী ইনিই। সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী তুমি! তুমি সিংহাসন গ্রহণ ক'রে আমায় এই গুরুভার হ'তে মুক্তি দাও। আমি রাজ্য শাসনে অক্ষম।

আলি। অক্ষম—এ কথা যেন আর কখনও তোমার মুখে না শুনি! নিজেকে হীন ভেবোনা রাজা! তাহ'লে, কোন কালে যোগ্য হ'তে পারবে না। (হবিবকে) মীরহবিব! এ ব্যক্তিকে চেন?

মীর। এঁ্যা—এঁ্যা—তাইত—তাইত—

আলি। নিরুত্তর কেন? স্পষ্ট বল—একে কি আর কোথাও দেখেছ? এখনও কি বলতে সাহস হয়, যে এই বালিকার পিতা ষড়যন্ত্রকারী?

আসাদ। একি রহস্য ভাইজী?

আলি। রহস্য অতি গুরুতর। সে রহস্য শোন্‌বার পূর্ব্বে—রাজা! ঐ ব্রাহ্মণকে শৃঙ্খল মুক্ত করবার আদেশ দাও! আর ঐ উদ্বন্ধন রজ্জু এই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক আত্মীয়রূপী শত্রুর গল-দেশে সংলগ্ন হোক্। লোকে শিক্ষা করুক—দেশদ্রোহীর পরিণাম কি?

আসাদ। আঃ—এতক্ষণে আমি চিন্তামুক্ত হ'লেম। প্রহরী! আমার জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা, রাজ-আজ্ঞা বোধে পালন কর। ব্রাহ্মণকে মুক্ত কর। (প্রহরীর তথাকরণ। রাঘব মঞ্চ হইতে দ্রুত অবতরণ করিয়া রামপ্রসাদের পদধূলি গ্রহণ করিল)—

রাঘব। গুরুদেব! গুরুদেব! অধমের মস্তকে পদধূলি দিন।

রাম। অশ্রু আর আমি চেপে রাখতে পারছি না। রাঘব! রাঘব! করুণাময়ী মায়ের অপার করুণার আস্বাদ বুঝতে পারছ? লীলা-ময়ীর লীলা—কোন্ দিকে যে সে লীলার স্রোত প্রবাহিত হয়—ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানবের তা বোঝবার সাধ্য কি? এ দেখেও লোক নির্ভর ক'রতে শেখে না;—হিংসায় হিংসার উচ্ছেদ ক'রতে চায়! বল—প্রাণ ভ'রে বল—জয় জগদম্বা!

আসাদ। এই দেশদ্রোহীকে ঐ মঞ্চোপরি নিয়ে যাও।

মীর। বিনা বিচারে আমার এই শাস্তি?

মোহন। বিচার ঠিকই হ'য়েছে মীরহবিব! আক্ষেপ ক'রছ কেন? বিশ্বাসঘাতকের সাক্ষী বিশ্বাসঘাতক। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বর্গীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রেছিলে, আমি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে, ষড়যন্ত্র প্রকাশ ক'রে দিয়েছি। শাস্তি তোমারও প্রয়োজন, আমারও প্রয়োজন। তবে তোমাতে আমাতে প্রভেদ এই—তুমি দেশদ্রোহী—আমি আত্মদ্রোহী!

আলি। বিলম্ব ক'রনা। ঐ রজ্জু এর গলদেশে পরিয়ে দাও।

মীর। আজ যদি রাজ ।বাদিওজ্জমান সিংহাসনে থাকতেন, তা হলে আমার প্রতি এ অবিচার হ'ত না, রাজ্যের কল্যাণ করতে গিয়ে শেষে ফাঁসী কাঠে ঝুলতে হ'ল! খোদা নেই—

(বাদিওজ্জমানের প্রবেশ)

বাদি। মিথ্যা কথা। খোদা আছেন। মীরহবিব! মরবার সময়ও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ ক'র না। খোদা আছেন—তোমার শাস্তিই তার প্রমাণ!

মীর। রাজা! রাজা! বাদিওজ্জমান! আমায় রক্ষা কর—রক্ষা কর। জীবনে অনেক পাপ ক'রেছি, অনেক পাপের সাক্ষী তুমি! তোমার জন্য কুকাজ সুকাজ বিচার না ক'রে অনেক বিপদকে আলিঙ্গন ক'রেছি। তাই আজ করযোড়ে তোমার নিকট ভিক্ষা চাচ্ছি—আমায় প্রাণদান দাও।

বাদি। রাজা বাদিওজ্জমান ম'রে গেছে! সঙ্গে সঙ্গে তার রাজ-শক্তিও চ'লে গেছে। এ দান এখন আমার অধিকারের বাইরে!

মীর। সে কথা অন্যে বিশ্বাস করে করুক, আমি ক'রব না। আমার প্রাণদান দাও। প্রতিজ্ঞা ক'রছি এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাব। আমার উপকার স্মরণ কর। কৃতজ্ঞতার খাতিরে এই ভিক্ষা দাও।

বাদি। (আসাদকে) রাজা! ফকিরকে ভিক্ষা—ভিক্ষা দাও! এই ফকিরের ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে দিলেম। রাজা, তোমার করুণা-দানে এই কৃতঘ্নের প্রাণ ভিক্ষা দাও!

আসাদ। মীরহবিব! তুমি মুক্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজনগর প্রাসাদস্থ শয়ন কক্ষ।

শয্যায় আসাদ নিদ্রিত।

(দূরে একটী টেবিলের উপর নীল ফানুসে ঢাকা আলো জ্বলিতেছে।)

আসাদ। (স্বপ্ন ঘোরে) ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর পিতা! রাজা হ'লেও আমি বালক। (ক্ষণপরে) আঃ— শান্তি! মধুময়—প্রাণারাম শান্তি!

(আলিনকীর প্রবেশ)

আলি। দেখ্‌ছি, বালক নিদ্রিত! রাজ্যে এই বিপদ, আসাদ চিন্তাশূন্য! যেন আমার উপর নির্ভর ক'রেই নিশ্চিন্ত! রাজা?

আসাদ। (ঘুমঘোরে) কে রাজা? শুধু সন্তান, শুধু ভাই!

আলি। বালক স্বপ্নঘোরে কি ব'লছে। রাজা!

আসাদ। (চকিতে উঠিয়া) কে ভাইজী! গভীর রাত্রি, দ্বিপ্রহর অতীত, কেন ডাকূলে ভাইজী? আরও কি কিছু নূতন সংবাদ আছে?

আলি। সংবাদ শুধু নূতন নয়, অতি বিস্ময়কর! পিতার কৃপায় মুক্তি পেয়ে, কৃতঘ্ন মীরহবিব দেশ ত্যাগের অছিলায়, বাদশার এক ওমরাহ পুত্র হুসেনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে হাতেমপুর গড় অবরোধ

ক'রেছে। রঘুজী ভোঁসলের সংশ্রবও সে ত্যাগ করে নাই। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলেম, বর্গী-শিবিরেও তার গোপন গতিবিধি চ'লছে। সংবাদ পেলেম, রঘুজী কেঁদুয়া-ডাঙ্গায় ছাউনী ক'রেছে। অবরুদ্ধ হাতেমপুরদুর্গ রক্ষার জন্য আমাকে এই রাত্রেই হাতেমপুর রওনা হ'তে হবে। তাই তোমার নিকট বিদায় নিতে এলেম।

আসাদ। হাতেমপুরদুর্গ রক্ষার ভারতো আপনিই হাফেজকে দিয়েছেন। আপনার আদেশে সেইই তো এখন সেখানকার সেনাপতি। তবে আপনার আবার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি ?

আলি। কর্ম্মচারীর ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তোমার মত নিদ্রা যাবার বয়স আমার নাই।

আসাদ। তিরস্কার ক'রছ ভাইজী!—তিরস্কার ক'রছ ? আমি ত এ রাজ্য চাই নাই! স্বপ্নাবরণের মধ্য দিয়ে কোন্ সোনার রাজ্যে বিচরণ ক'রছিলেম, সেখানে শত্রু মিত্র হ'চ্ছে, বিশ্বাসঘাতক হিতৈষী হ'চ্ছে—আমার সে সোনার স্বপ্নের সোনার রাজ্য ধ্বংস ক'রে, এই তুচ্ছ মাটীর রাজ্য রক্ষা করবার কি প্রয়োজন ছিল ভাইজী ? আমার মিনতি, রাজ্য নাও—সিংহাসন নাও, আমায় কেবল তোমাদের স্নেহপুষ্ট আসাদ হ'য়ে বেঁচে থাক্‌তে দাও!

আলি। আসাদ! তুমি রাজা;—এ বালকত্ব এখন তোমার শোভা পায় না। কঠিন ঘটনার রাজ্যে বাস ক'রে, এ বিপদের সময় স্বপ্নের খেয়ালে বিভোর থাকলে ধ্বংস অনিবার্য্য! আর কখনও যেন তোমার মুখে এমন কথা না শুনি।

আসাদ। (লজ্জিত হইয়া) বেশ ভাইজী, আর কখনও আমার মুখে একথা শুন্‌বে না।

আলি। আমি চ'ল্লেম। চারিদিকে সমূহ বিপদ। নবাব আলিবর্দ্দী সংবাদ পেয়েও কেন যে আস্তে বিলম্ব ক'রছেন—বুঝতে পারছি না। আমি পরিণাম ভেবে অস্থির হ'য়েছি। তুমি বালক হ'লেও রাজনগর রক্ষার ভার উপস্থিত তোমার হাতে দিয়ে, আমি হাতেমপুর চ'ল্লেম। বিশেষ সাবধানে থেক।

[প্রস্থান।

আসাদ। (চিন্তান্বিত ভাবে শয্যায় বসিয়া) জ্যেষ্ঠের স্নেহপূর্ণ তিরস্কার কত মধুর—কত মধুর! কিন্তু ভাইজী! তুমি যদি আমার মনের কথা বুঝতে, তাহ'লে এ তিরস্কার ক'রতে না। আমি চেয়েছিলেম পিতার প্রীতি, মাতার মমতা, ভ্রাতার ভালবাসা!—কিন্তু বিনিময়ে তোমরা আমায় দিলে এমন এক কণ্টক পূর্ণ সিংহাসন, যার জন্য পিতাকে ফকির ক'রেছি, মাতাকে শাস্তি দিয়ে পরম শত্রু ক'রেছি। এ জীবনে আমার সুখ কোথায়? তোমরা শাস্তি ব'লে যা আমায় দিয়েছ, আমার পক্ষে তা কঠোর শাস্তি! রাজনগর রক্ষা? রক্ষার ভার খোদার! তবে এস নিদ্রা! এস পীড়িত চিত্তের শান্তিদায়িনী মোহ! এ কঠোর শাস্তি থেকে তুমি আমাকে ক্ষণিকের জন্য রক্ষা কর। (শয়ন ও নিদ্রা) (দূরে নহবতে, বেহাগ আলাপ করিতেছিল)

(ধীরে ধীরে খতিজার প্রবেশ)

খতিজা। ঘুমুচ্ছে, না জেগে আছে? যদি জেগে থাকে তবে কি পারব? ফিরে যাব? কেন? ভয় কি? এরই জন্যে ত আজ আমার এই অবস্থা। তবে পেছুবো কেন? পিতা দেশত্যাগী,

আমিও মরবার জন্যে প্রস্তুত। তবে মরবার আগে যে আমার সর্ব্বনাশের কারণ, তাকে জীবিত রেখে যাব কেন? বাদিওজ্জমান ফকিরী নিয়ে বেঁচে গেছে, নইলে তাকেও বাঁচতে দিতেম না। (ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া) না, ঘুমুচ্ছে; নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার। সম্মুখে মৃত্যু, বালক নিদ্রাচ্ছন্ন! এই নিদ্রাই এর মহানিদ্রা হোক্। আর কেন? (ছুরিকা বাহির করিল।)

আসাদ। (স্বপ্ন ঘোরে) মাকে শত্রু ক'রেছি—পিতাকে ফকির ক'রেছি—

খতিজা। স্বপ্নাচ্ছন্ন। এই তো অবসর। আলো নিভিয়ে দিই। কি জানি, মুখ দেখলে যদি মমতা হয়, যদি হাত কাঁপে? হাঁ, হাঁ, আলো নিভিয়ে দিই, অন্ধকারেই ভাল। হৃদয়ের আলো যখন নিভে গেছে, তখন হত্যাকারিণীর সম্মুখে এ ক্ষীণ আলো কেন? আগে দীপ নেভাই, তারপর তোমার জীবন-দীপ। (আলোর দিকে অগ্রসর হইল)।

আসাদ। (হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে) এ কি! কে আমার কক্ষে? কে তুমি?

খতিজা। ঘুম ভেঙ্গেছে? ঘুম ভেঙ্গেছে? আঃ—হোক্, তবু পেছুবো না। কেন কেন—আজ আমি হত্যাকারিণী? নারী আমি, জননী আমি, কেন আমার হাতে এ ঘাতকের ছুরি? প্রস্তুত হও আসাদ! সন্তাপ পীড়িতা, মর্ম্মাহতা, প্রতারিতা ভুজঙ্গিনী আজ তোমার সম্মুখে।

আসাদ। কেও? মা, মা! হস্তে শাণিত ছুরিকা, কিন্তু চক্ষে উদ্বেলিত মাতৃস্নেহ এখনও ত' কঠোরতার আবরণে লুকুতে পারেনি মা! আমায় হত্যা ক'রতে এসছো? মা—মা!

খতিজা। মা নই আসাদ, তোমার মৃত্যু! ঘুম ভেঙ্গেছে, ভালই হ'য়েছে। পরলোকে গিয়ে পিতৃ-প্রতারণার সাক্ষ্য দিতে পারবে! আমি ত তোমার মা নই; মরবার সময় আর ও সম্বোধন কেন?

আসাদ। তুমিই আমার মা! এ জীবন তোমারি দান, তোমারই' কোলে শুয়ে, তোমারই স্তন্য পান ক'রে, তোমারই আদরের চুম্বনে মুকুলিত আসাদ আজ নতজানু হ'য়ে, তোমারই সম্মুখে এই উন্মুক্ত বক্ষ বাড়িয়ে দিচ্ছে। মা! মৃত্যুরূপিণী জননী আমার! তোমার ঐ ছুরি আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে, আমায় সর্ব্বসন্তাপ হ'তে মুক্তি দাও।

খতিজা। হ্যাঁ, তাই দিই (ছুরিকা উত্তোলন ও হস্ত কম্পিত হওন।)

আসাদ। ওকি মা! কাঁপছ কেন? ছুরি সোজা ধর বুক পেতে রেখেছি বসিয়ে দাও। বাধা দেবার তো কেউ নাই, বিলম্ব ক'রছো কেন মা?

খতি। তাইতো, তাইতো, দৃঢ় মুষ্টিতে তো আর এ ছুরি ধরে রাখ্‌তে পাচ্ছিনা। এ আমার কি হ'ল? কোথায়, কোথায়, দয়ামমতাহীন নির্ম্মম, নির্দ্দয় শয়তান! কোন জাহান্নমে তোমার স্থান, এস, এস—আমার সহায় হও। পৃথিবীর সর্ব্ব সহায় পরিত্যক্তা অভাগিনী নারী আমি, তুমি আমায় দয়া কর।

আসাদ। মা, তুমি পারবেনা। আমায় দাও! এ জীবন তোমার চরণে আমি অঞ্জলি দি। (ছুরিকার জন্য হাত বাড়াইল।)

খতিজা। না, না, সাধ্য কি, এ ছুরি আমায় কাছ থেকে নিবি? পৃথিবীর সমস্ত শয়তান একসঙ্গে এলেও তা পারবেনা। আসাদ! আসাদ!

আসাদ। মা, মা!

খতিজা। শুধু হাত কাঁপেনি, অন্তরের অন্তরও তোর কথায় কেঁপে উঠেছে! (ছুরি ফেলিয়া) দূর হও, ঘাতকের ছুরি। এই হাতে যে আসাদকে বুকে ধ'রেছি! পাল্লেম না, পাল্লেম না! একি দুর্ব্বলতা, একি মমতা? ভগবান! যদি প্রতিহিংসা দিয়ে-ছিলে, তবে চোখে জল রেখেছিলে কেন? আসাদ! আসাদ! বুকে আয় বাপ! দেখ, দেখ, উপেক্ষিতা নারীর বক্ষে কি উত্তাপ দেখ! আমি হত্যাকারিণী হ'লেও তোর জননী!—

(আসাদ খতিজার বুকে লুটাইয়া পড়িল।)

আসাদ। মা, মা—

খতিজা। সন্তান আমার—

দ্বিতীয় দৃশ্য

আলিবর্দ্দীর শিবির, কাটোয়া

(জগৎশেঠ, রায়দুর্ল্লভ, রাজবল্লভের প্রবেশ)

জগৎ। আমি আর কি বলব? আমার ত সর্ব্বনাশ হয়েছে। ভাস্কর পণ্ডিত আমার কুঠি লুটে প্রায় তিন ক্রোর টাকা নিয়ে গেছে। রঘুজীভোঁসলের রাগ শুধু আলিবর্দ্দীর উপর নয়—আমার উপরও তার লক্ষ্য আছে। যে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ করতে আসে সে আমারই উপরে আগে নজর দেয়।

রায়। সমস্ত বাঙ্গালার মধ্যে নবাবের নীচেই আপনার স্থান। শুধু হিন্দুস্থানে নয় সুদূর চীন, সুমাত্রা যবদ্বীপ, সর্ব্বত্রই আপনার কুটি। সুতরাং আপনার উপর তার দৃষ্টি পড়বে এর আর বিচিত্র কি।

রাজ। বাঙ্গালার কি দুরদৃষ্টি দেখুন। বিলাসি সরফরাজের আমলে বাঙ্গালায় জমীদারের অত্যাচার বাড়ছিল। নবাব পরিবারে পিতা পুত্রে যুদ্ধ, শ্বশুর জামাতায় যুদ্ধ, ভা'য়ে ভা'য়ে যুদ্ধ। একদিকে শোণিত স্রোত, অন্যদিকে বিলাসিতার কুৎসিত প্রবাহ। তার উপর প্রায়ই প্রতি বৎসরেই বর্গীর অত্যাচার। সে অত্যাচার যে কি ভীষণ তা বর্ণনার অতীত।

জগৎ। সেই জন্যই ত মনে করেছিলেম, এই ভীষণ বিপ্লবকালে নবাব আলিবর্দ্দীর ন্যায় দক্ষ হস্তে যখন বাঙ্গালার শাসন ভার পড়্‌ল, তখন বোধ হয় আবার লুপ্ত শান্তি ফিরে পাব। কিন্তু দেখুন ভাগ্য বিরূপ। গত বৎসর ভাস্কর পণ্ডিত যে আগুন জ্বেলে গেছে তা নির্ব্বাপিত হবার পূর্ব্বেই আবার রঘুজী ভোঁসলে বীরভূম আক্রমণ করলে। এই কাটোয়ার পথেই সে মুর্শীদাবাদে অগ্রসর হবে। আবার দেখুন অকারণ রক্তস্রোত। তারও পরিণাম যে কি হয় কে জানে ?

রায়। বীরভূমের রাজা বাদিওজ্জমান কখনও বাঙ্গালার সরকারে খাজনা দেয়নি। প্রবল প্রতাপ নবাব আলিবর্দ্দীর কৌশলে বীরভূম-রাজ নবাবের করদাতা বন্ধু। সেই বন্ধুত্বের খাতিরে আর পথে বাধা দেবার জন্যেই নবাব আলিবর্দ্দী কাটোয়ায় ছাওনি করেছেন। এখান থেকে যদি রঘুজীর প্রতিরোধ করা যায়, তা হ'লে মুর্শিদাবাদ নিরাপদ।

জগৎ। কিন্তু সমস্ত অনিষ্টের মূল রাজা বাদিওজ্জমানের শ্বশুর, বীরভূমের ওমরাহ মীরহবিব। শয়তানের চেয়েও সে ধূর্ত্ত হৃদয় হীন। ভাস্কর পণ্ডিতকে সেই সাহায্য করেছিল। নবাবও সে কথা ভোলেননি। বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী। শুনলেম ত বাদিওজ্জমানের সর্ব্বনাশ করবার জন্যেই এবারও সে রঘুজীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। চিরকালই বাঙ্গালায় অনিষ্ট করলে, ঐ মীরহবিবের ন্যায় ঘর সন্ধানী বিভীষণ।

(আলিবর্দ্দী ও রাঘবের প্রবেশ)

আলি। ব্রাহ্মণ! আপনার কথা সব শুনলেম, বুঝলেম। আপনি শুধু বীরভূম রাজের হিতৈষী নন, বাঙ্গালার হিতৈষী। যদি বাঙ্গালায় আপনার মত সরল, উদার, স্বদেশভক্ত, মহাপ্রাণ ব্যক্তি, দশজনকেও আমি পেতেম, তা হ'লে আজ বাঙ্গালার আকার অন্যরূপ ধারণ ক'রত!

রাঘব। নবাব! কি ব'লব, চেষ্টা ক'রেছিলাম, বাঙ্গালায় যাতে মানুষ তৈরী হয়। দরিদ্রকে সহায় ক'রে যদি বাঙ্গালাকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারি। নিজের অক্ষমতা, কি বিধাতার অভিশাপ জানিনা—সংকল্প কার্য্যে পরিণত ক'রতে পারলেম না। বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমান, উভয় সমাজের সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত! ঔষধের শক্তি কতটুকু? বাঙ্গালার পুরুষ অলস, বিলাসী, ব্যভিচারী, সঙ্কীর্ণ-হৃদয়! অপরের সৌভাগ্যে কাতর, অথচ কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক! আর নারী, অশিক্ষিতা, সর্ব্বাবস্থায় পুরুষের দাসী, তার কর্ম্ম-সঙ্গিনী নয়,—বিলাস-সহচরী, অথচ অত্যাচার

পীড়িতা, পদদলিতা। এই নবাবী আমলের বিভীষিকাপূর্ণচিত্র! নবাব! এ বাঙ্গলার কি কিছু আশা আছে?

আলি। তুমি ঠিকই ব'লেছ। নবাব যেখানে চরিত্রহীন, বিলাসী, ভীরু, প্রজার সেখানে সেই আদর্শে এইরূপ হীন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তবু ব্রাহ্মণ, এ বাঙ্গলার এখনও আশা আছে। কেননা, অতি দুর্দ্দশায়ও রাঘব রায় তুমি আছ;—যে, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রতে চায়। এইজন্য তোমাকে এই গুরুভার অর্পণ ক'রছি, এবং আমার বিশ্বাস, তুমি এতে কৃতকার্য্য হবে।

রাঘব। প্রাণপণে আপনার কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা ক'রব, তারপর ভাগ্যে যাই থাক্।

আলি। জগৎশেঠ, রায়দুর্ল্লভ, রাজবল্লভ, আপনারা আমার পরমাত্মীয় আপনাদের সাহায্যেই আমি আজও পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সিংহাসনকে অটুট রাখতে পেরেছি। আজ খোদার মেহেরবাণীতে, আপনা-দেরই মত একজন পরমাত্মীয়কে লাভ ক'র্‌লেম—এই রাঘবরায়। দরিদ্র হ'লেও মহৎ, বাঙ্গালী হ'লেও উচ্চপ্রাণ। যাঁর উপর আজ আমি এমন একটা গুরুতর কার্য্যের ভার দিচ্ছি, যা সফল ক'রতে হয়ত, মারাঠা শিবিরে তাঁর জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হ'তে পারে।

রাঘব। দেশের জন্য জীবনদান,—নবাব! সে সৌভাগ্য কি আমার হবে? আমি তো তাই চাই।

আলি। এই পত্র নাও। এমনভাবে মারাঠা শিবিরে যাবে, যেন তারা তোমায় শত্রু ব'লে সন্দেহ করে। যেন তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বে, তোমার অসাবধানতায় তারা তোমাকে বন্দী করে। বিশেষ লক্ষ্য রেখো, যেন এই পত্র রঘুজীর হস্তগত হয়।

রাঘব। যথা আজ্ঞা!

আলি। আজ আমরা আর অগ্রসর হব না। আপনারা বিশ্রাম করুন। এই পত্রের ফলাফল দেখে, আমরা এখান থেকে ছাউনী তুলব।

[আলিবর্দ্দী ও রাঘবের প্রস্থান।

জগৎ। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন?

রাজ। বুঝব আর কি বলুন! আপনি যা শুনলেন, আমরাও তাই শুন্‌লেম।

রায়। কটাক্ষটা বুঝলেন! মধুও দিলেন, হুলও ফোটালেন। আমাদের আত্মীয়ও বলা হ'ল, অথচ বিশ্বাস ক'রে পত্রের রহস্য কিছু বলা হ'ল না।

জগৎ। কিন্তু, চিঠিখানা দেওয়া হ'ল আমাদের সামনে। তাৎপর্য্যটা কি বলুন দেখি?

রায়। অতি ধূর্ত্ত, অতি কৌশলী। পরমাত্মীয় ব'লে গোপন করাও হ'ল না, অথচ বিশ্বাস করেন না ব'লে, আসল কথাটা বলাও হ'ল না।

রাজ। বলে বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসই নাই, তার আবার ঘাতক কি? বাঙ্গালার নবাবী ক'রছ,—অথচ বাঙ্গালীকে সন্দেহ ক'রে পেটের কথা ভাঙ্গ না। কাজ গুছিয়ে নেবার জন্যে হাতে রাখ। কাজ ফুরিয়ে গেলেই পায়ে ঠেল।

জগৎ। কাজের সময় কাজী; কাজ ফুরুলেই পাজী। এতো চিরকাল আছেই। কিন্তু লোকটা কে? লম্বা লম্বা শুনিয়ে গেল,—যেন বাঙ্গালার নাড়ী নক্ষত্র সব জেনে ব'সে আছেন।

রাজ। প্রাণের দায়ে আসা। নইলে, তোমরাও বিশ্বাস কর না, আমরাও বিশ্বাস করি না। বর্গীর খোঁচায় প্রাণ যাবে। সেই ভয়ে তোমাদের গোলামী করি।

জগৎ। চলুন, বিশ্রামই করা যাক্। টাকার বেলায় আমি। সন্ধি হ'লেই টাকা জোগাতে হবে। যা দিয়ে রেখেছি, তাই আদায় হয় না। আপনাদের কি,—কাগজ সই ক'রেই খালাস।

রায়। আপনার মত তো আর অর্থবান নই। কি বলেন রাজা?

রাজ। হাঁ, হাঁ, জগৎশেঠ তো বাঙ্গালার ধনকুবের। ওঁর মত ভাগ্য কার? চলুন, বিশ্রামই করা যাক্।—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বাদিওজ্জমানের কুটীর

খতিজা ও কণিমন।

খতিজা। কণিমন! এই তো সেই কুটীর। কিন্তু কুটীর যে শূন্য! যার জন্যে এলেম, সে কই!

কণি। রাণী সাহেবা! আপনার ভাব তো আমি কিছু বুঝতে পারছি না। অট্টালিকা ছেড়ে এখানে এলেনই বা কেন? আর আপনি কাঁপছেনই বা কেন?

খতিজা। আর ও নাম নয়! আর রাণী নয়! ভিখারিণী, কাঙ্গালিনী

আমি! কাঁপছি কেন? বিষের প্রবাহ—চেপে রাখতে পারছি না।

কণি। কি সর্ব্বনাশ! আপনি বিষ খেয়েছেন? সে কথা ত জান্তে পারি নি? কেন এ সর্ব্বনাশ ক'রলেন, কেন ঘর ছেড়ে এখানে এলেন?

খতিজা। শত্রুপুরী আক্রমণ ক'রেছে। একদিকে হুসেন, আর এক-দিকে বর্গী! এ আগুন আমিই—জালিয়েছি! গৃহে আর আমার স্থান কোথায়? তুই দেখ্, দেখ্, যার জন্যে এখানে এলেম, সে কোথায়? কতদূরে? তাকে ডাক্, ডাক্, খুব চেঁচিয়ে ডাক্। সূর্য্য অস্ত যাবার আগে দেখ্ যদি তার দেখা পাই।

কণি। ফকির বোধ হয় ভিক্ষায় গেছেন। কখন ফিরবেন, তাতো জানিনা? কোথায় খুঁজবো? কিন্তু হায় হায়! এ আপনি কি ক'রলেন।

খতিজা। জীবনে যে ভুল ক'রেছি, তার সংশোধন। কে জানে, পর পারেও এ বিষের জ্বালা সঙ্গে যাবে কিনা? তোর এখন নূতন জীবন, নূতন যৌবন! কণিমন, কণিমন! আমায় দেখে শিখিস্। যদি কাউকে ভালবেসে থাকিস্—আর সে যদি প্রতারণা করে, তার প্রতিশোধ নিতে যাস্নে! জ্বালা দিয়ে জ্বালা যায় না। নিজে জ্বলিস্, কাউকে জ্বালা দিতে যাস্নে;—এ আমি ঠেকে শিখেছি, ঠেকে শিখেছি, কণিমন!

কণি। কি ব'লছেন?

খতিজা। সূর্য্য এখনও অস্ত যায়নি?

কণি। না।

খতিজা। কত সূর্য্যোদয় দে'খেছি, কত সূর্য্য অস্ত গেছে, আজ শেষ!

অন্তহীন উদয় অস্তের মাঝখানে এই জীবন কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য কত তুচ্ছ! কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র জীবনের তাপ কি দুঃসহ, কি মর্ম্মান্তিক! তারপর স্মৃতি যদি সঙ্গে যায়,—কণিমন! কণিমন! আমার চেয়ে দুঃখী কে? মুহূর্ত্তের সুখ-স্বপ্নের আবরণে কি অসহ্য যন্ত্রণা! সম্মুখে পূর্ণিমার চন্দ্র, পশ্চাতে তার গাঢ় অন্ধকার, শেষ নাই, বিরাম নাই! কেউ হয়তো ব'লবে আমি কলঙ্কিনী, প্রতি-হিংসা-পরায়ণা পিশাচী, হৃদয়-হীনা রাক্ষসী! কিন্তু না আমি এর একটাও নই!

(বাদিওজ্জমানের প্রবেশ

বাদি। আশ্রয়হীনা—আবার কে এই ফকিরের আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছ? কে তোমরা?

কণি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এই যে রাজা! রাজা! রাজা!

বাদি। কে ও কণিমন! আর কে?

খতিজা। এসেছ, এসেছ! তোমারই অপেক্ষায় শেষ নিঃশ্বাস জোর ক'রে ধ'রে রেখেছি। এখনও বেরুতে দিই নি। এসেছ?

বাদি। কে—খতিজা! তুমি এখানে কেন?

খতিজা। আমার আর স্থান কোথায়, আশ্রয় কোথায়?

বাদি। এখনও আমায় ক্ষমা করনি খতিজা, এখনও আমার উপরে ক্রোধ? আমায় কি তিরস্কার ক'রতে এসেছ?

খতিজা। তিরস্কার আদরের বাহিরে চ'লেছি, আবার তিরস্কার? না না—তোমায় দেখতে এসেছি, তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

কণি। রাজা, রাজা! রাণী সাহেবা বিষ খেয়েছেন।

বাদি। এ-কি খতিজা, এ-কি ক'রেছ? অভাগিনী শেষ আত্মহত্যা ক'রলে?

খতিজা। প্রতারণার বিষে আজীবন জ্বালিয়েছ, তবে শিউরে উঠছ কেন? তুমিই তো এজীবনকে দুর্ভর ক'রেছিলে। তোমারই প্রতারণায়, তোমারই অত্যাচারে, দুর্ব্বলা নারী আমি,—সন্তানের জননী হ'য়েও সন্তান হারা, পতি সোহাগিনী হ'য়েও কলঙ্কিনী!

বাদি। কেন খতিজা এ কথা ব'লছ? তুমি আমার একনিষ্ঠা পত্নী। ক্ষণিক দৌর্ব্বল্যে পুত্রহারা ক'রলেও যতদিন সংসারে ছিলেম তোমায় তো কখনও অযত্ন করিনি।

খতিজা। তবে ফকিরী নেবার সময় আমায় সঙ্গে নাও নি কেন? কেন আমাকে সংসারের আবর্জ্জনা স্তূপে রে'খে এসে নিজে সাধু হ'লে? আমি কি কেউ নই? সুখে আমি, আরামে আমি, প্রতারণায় আমি,—আর ধর্ম্মের পথে তুমি একা? এই পুরুষের বিচার! পুরুষের প্রতারণায় নারী পতিতা হ'লে তার উদ্ধার নাই, আর পুরুষ শত কুকাজ ক'রেও সদা মুক্ত! তুমি পুত্রহারা ক'রতে গিয়েছিলে, কিন্তু আঠার বৎসর পরে সেই পুত্র ফিরে এসেছে।

বাদি। সে-কি?

খতিজা। চ'ম্‌কে উঠলে যে? ধার্ম্মিক! তোমার প্রতিজ্ঞা মত সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী যে, সে ফিরে এসেছে। বাদশাহী ফৌজ নিয়ে রাজপুরী আক্রমণ ক'রেছে। হুসেন,—অভাগা, পিতৃমাতৃহারা—

বাদি। এ কি কথা ব'লছ খতিজা?

খতিজা। পাপের বীজ—আজ ফুলে ফলে পরিপূর্ণ কণ্টক তরু হ'য়েছে। আমাদেরই পাপে,—তোমার আর আমার!

বাদি। কি ব'লছ খতিজা? কোথায় সে? তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে? এ কি রহস্য!

খতিজা। রহস্য আর রহস্য নয়, রহস্য প্রত্যক্ষ হ'য়েছে। আমি তাকে দেখেছি, তার সঙ্গে কথা ক'য়েছি, তাকে বীরভূম ধ্বংসে উত্তেজিত ক'রেছি। তারপর তোমারই পাপের ভরা টেনে এনেছি তোমারই চরণপ্রান্তে এর শেষ ক'রব ব'লে।

বাদি। বটে, বটে! বাদিওজ্জমান, ফকির বেশধারী ভণ্ড! পিতা—পুত্রের রূপ ধ'রে বেঁচে থাকে,—তবে তোমার এ ধর্ম্মাচরণের শেষ কোথায়? কোন্ নরকে তোমার স্থান? খতিজা, খতিজা, আমার অত্যাচার পীড়িতা সহধর্ম্মিণি! মৃত্যুকালে এ কি বিভীষিকার চিত্র আমার সম্মুখে ধ'রে দিতে এলে? এ কি কঠোর শাস্তি, এ কি জ্বালা!

খতিজা। বুঝতে পারছ, বুঝতে পা'রছ? সত্যই কি জ্বালা অনুভব ক'রছ? তা যদি হয়, তাহ'লে আমার এ ব্যর্থ জীবনে এই মৃত্যুই সার্থক! কণিমন! জিজ্ঞাসা ক'রছিলিনা কেন বিষ খেয়েছি? তুই বুঝতে পা'রবিনা, তুই বুঝতে পা'রবি না। যে বোঝবার সে বুঝেছে। কণিমন ভাল থাকিস্, ভাল করিস্, মনে রাখিস্ প্রতিহিংসা নারীর ধর্ম্ম নয়; তার ধর্ম্ম সহ্য করা। সে শুধু জ্ব'লতে আসে, জ্বালাতে নয়। অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে, অন্ধকার, অন্ধকার! বিষের কি জ্বালা! কিন্তু তার চেয়ে এ জ্বালা,—না, না, ধীরে ধীরে আলোক রেখা মিলিয়ে যাচ্ছে! স্বামি! আমায় মার্জ্জনা কর!

(মৃত্যু)

বাদি। খতিজা, খতিজা, মার্জ্জনার পরপারে চ'লে গেলে তুমি! কেবল

রেখে গেলে তোমার এই শেষ স্মৃতি! খোদার অনন্ত জগতে কোন্ নিভৃত আলয়ে সেই শান্তির সুধা সঞ্চিত আছে, যার সিঞ্চনে আমার এ জ্বালা জুড়োবে, এ পাপ দূর হবে!

কণি। রাজা! রাজা! তোমার কীর্ত্তি দেখ!

বাদি। দৃষ্টি হারিয়েছি, কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে আসছে। অত্যাচারী পুরুষ! মৃত্যু,—ভয়ে তোমার কাছে আসেনা। শুনেছি মৃত্যু! তোমার নারীর আকার। নারী অনায়াসে তার জীবন তোমার চরণপ্রান্তে লুটিয়ে দেয়। নারী দেবী।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রান্তর

চিন্ময়ী

চিন্ময়ী। গুরুদেব, গুরুদেব! এ কি শোনালে! বিধবা সন্ন্যাসিনী আমি, আজ আমার এ কি বেশ। বেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে এ কি নূতন সুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠল'। সে আমার স্বামী, সেই সন্ন্যাসী, অতিথি, বর্গী! আমায় কারামুক্ত ক'রলে, পিতাকে রক্ষা ক'রলে, তারপর কোথায় চ'লে গেল সে! আর দেখা হবে কি না কে জানে? তবু এ কি মোহ, তাকে ভাবতে ইচ্ছে হয় কেন? সন্ন্যাসিনীর হৃদয়ে এ মমতা এতদিন কোথায় লুকানো ছিল?

(গীত)

শ্যাম সুন্দর শরণ আমার
শ্যাম নাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণ ধন,
শ্যাম সে গলার হার ॥
শ্যাম সে বেশর শ্যাম বেশ মোর
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন
শ্যাম দাসী হ'ল রাধা ॥
কোকিল ভ্রমর করে পঞ্চস্বর
শাখী শাখে কুতুহলে।
হিয়ার মাঝারে রাখিব শ্যামেরে
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥

(চিন্ময়ী গাহিতেছিল, মোহনচাঁদ ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। গান শেষ হইল)

মোহনচাঁদ। চিন্ময়ি !

চিন্ময়ী। (গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া মোহনকে প্রণাম করিল)

মোহন। তা হ'লে পরিচয় পেয়েছ ?

চিন্ময়ী। হাঁ। গুরুদেবের মুখে, বাবার মুখে সবই শুনেছি।

মোহন। ইচ্ছা ছিল—পরিচয় দেব না। ইচ্ছা ছিল—আর কখনও তোমার সঙ্গে দেখা ক'রব না। ইচ্ছা ছিল—রাজনগরে বর্গীর পরিচয় দিয়ে ধরা দেব, তারা দেশের শত্রু বর্গীকে কঠোর শাস্তি দেবে; আমার বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত হবে। কিন্তু একটা ইচ্ছাও

আমার পূর্ণ হ'ল না। আলিনকী কি জানি কেন আমায় ছেড়ে দিলে, কিছু ব'ল্‌লে না। চ'লে যাচ্ছিলেম, তোমার সঙ্গীতের মোহ,—পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে এখানে টেনে আন্‌লে; যাওয়া আর হ'ল না!

চিন্ময়ী। কেন? চ'লে যে'তে চাও কেন? যদি চ'লেই যাবে, এসেছিলে কেন? বর্গীর শিবিরে আমি তোমায় কটু ব'লেছিলেম, আমায় মার্জ্জনা কর। আমি তো তখন কিছু জানতেম না।

মোহন। সেই অন্ধকার কারাগারে, সেই নিস্তব্ধ রাত্রে, সেই ঝিল্লী-মুখরিত প্রান্তরে—কেন জানিনা বিদ্যুচ্চমকের মত একবার মনে হ'য়েছিল তোমায় পরিচয় দিই; তোমায় বলি—তুমি আমার কে? মনে হ'য়েছিল লক্ষ্য শূন্য গ্রহের ন্যায় এ ক্ষিপ্ত জীবনে বুঝি আমার একমাত্র সুখ—একমাত্র আনন্দ তুমি! তাই অনুচিত জেনেও তোমায় মুক্তি দিয়েছিলেম। কিন্তু পরিচয় দিতে আর সাহস হ'ল না। তারপর ঘটনার স্রোতে জীবনের গতি আজ ভিন্ন পথ গ্রহণ ক'রেছে! অথচ সে মন এখন আর আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

চিন্ময়ী। তুমি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা কর, বাবার সঙ্গে দেখা কর; তোমার এ বিষণ্ণতার কারণ তো আমি বুঝতে পার্‌ছি না। তুমি কি চাও, তোমার মন কি চায়—তাই কর।

মোহন। মন আর খুঁজে পাচ্ছি না। এক একবার মনে হ'চ্ছে আমি বিশ্বাসঘাতক, সত্য-ত্যাগী, প্রবঞ্চক; সত্যের সংসারে আমার স্থান কোথায়! আবার মনে হ'চ্ছে, আমি বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালার নর-নারীর রক্তে হস্ত কলুষিত ক'রেছি, দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার—মাতৃবক্ষে আশ্রয় নেবার আমার অধিকার কই? এই হৃদয় দ্বন্দ্বের মাঝখানে তুমি! গৃহহারা মাতৃ-পিতৃহারা স্বজন-পরিত্যক্ত

এক বাঙ্গালী বালক ;—তারপর ঘটনার আবর্ত্তে সুদূর মহারাষ্ট্রে বর্গীর আশ্রয়ে পালিত, বর্গীর মন্ত্রে দীক্ষিত, হস্তে তরবারি, হৃদয়ে কঠোরতা, শত রণস্থলে মৃত্যুর সঙ্গে ক্রীড়ারত দস্যু ;—মাঝখানে তুমি! বাল্যে তোমায় বিবাহ ক'রেছিলেম, সে অস্পষ্ট স্মৃতির রেখাও তো এ হৃদয়ে ছিল না। রুক্ষ কেশে গৈরিক বাসে—আবাল্য শুচিতায় নিষ্পাপ নির্ম্মল সন্ন্যাসিনীর প্রদীপ্ত রূপ-শিখায় মুহূর্ত্তে হৃদয়ের অন্ধকার নাশ ক'রে, এমন দিনে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে,—যেদিনে তোমায় অঞ্জলি দেবার অর্ঘ্য আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না।

চিন্ময়ী। আমি ত তোমার দাসী। আমাকে তোমার দেবার কি প্রয়োজন? সন্ন্যাসিনী আমি, এতদিন মার সংসারে একা মানুষের পূজা ক'রে এসেছি, এখন থেকে দুজনেই সেই ব্রত পালন ক'রব। গুরুদেব তো সেই কথা ব'লেই সন্ন্যাসিনীকে এই বেশ পরিয়েছেন।

মোহন। এক একবার মনে করি তাই ক'রব। মনে করি, আমি ভুলে যাব তুমি নারী, আমি পুরুষ। মনে করি, গত জীবনের স্মৃতি —বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে দস্যুতার বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত ক'রব,—যে মানুষের উপর অত্যাচার ক'রেছি, সেই মানুষের পূজায়! সঙ্গে তুমি পত্নী নও—প্রিয়, রমণী নও—আমার শ্রেয়, গৃহলক্ষ্মী নও—আমার পথের লক্ষ্য! তাই যেতে যেতে ফিরে এসেছি। কিন্তু মনকে তো বোঝাতে পারছি না। গত জীবন ছায়ার আকারে আমার সম্মুখে; বিশ্বের অণু-পরমাণুর মধ্যে আমার অতীত কার্য্যের আলোক চিত্র! শান্তি—কোথায় শান্তি! ফিরে এসেছি, কিন্তু মন এখনও ব'লছে প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত!

চিন্ময়ী। কেন মনে ক'রছ—তুমি ক'রেছো! গুরুদেবের মুখে শুনেছি মানুষ কিছু করে না। যার ইচ্ছায় মানুষ জন্মায় বাঁচে, কাজ করে, মরে। তুমি দীক্ষা নিয়েচ?

মোহন। না।

চিন্ময়ী। আমার গুরুর কাছে দীক্ষা নাও। যে সন্ন্যাসী সেজেছিলে, সত্য সেই সন্ন্যাসী হও। সমস্ত বিকার কেটে যাবে, পৃথিবীকে নূতন চক্ষে দেখ্‌বে। তুমি ভেব'না, আমার সঙ্গে এস। গুরুদেব আজই দেশে ফিরে যাবেন, তাঁর চরণে প্রণাম ক'রবে এস।

মোহন। যাব, তুমি ব'লছ? তবে তাই চল। দীক্ষা কি জানিনা মন্ত্র কি জানিনা, তোমায় যত দেখছি—যত তোমার কথা শুন্‌ছি, মনে হ'চ্ছে এর চেয়ে কাম্য এ পৃথিবীতে আর কি আছে? চিন্ময়ি, আমার বড় সন্তাপ! এ সন্তাপ কি কখনও যাবে?

(সন্তর্পণে মীরহবিবের প্রবেশ, মোহনকে ছুরিকাঘাত)

মীর। বিশ্বাসঘাতক বর্গী! তুমি আমায় পথে বসিয়েছ! নির্ব্বাসিত হ'য়ে তোমারই অনুসন্ধান ক'রছিলেম।

মোহন। ওঃ! কে—মীরহবিব?

চিন্ময়ী। কি ক'রলে মীরহবিব, কি ক'রলে?

মীর। কাফের, এই পাঠানের প্রতিশোধ!

[প্রস্থান।

চিন্ময়ী। সন্ন্যাসি, সন্ন্যাসি! এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

মোহন। কিছু না! বুকের রক্ত বাঙ্গালার মাটীতে প'ড়ছে! আঃ এই বুঝি চে'য়েছিলেম! বন্ধু, তুমি আমায় মৃত্যু দাওনি, শান্তি দিয়েছ! এই বাঙ্গালাকে জ্বালিয়েছি, ধ্বংস ক'রেছি; এই বাঙ্গালার

বুকে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছি! মা বঙ্গভূমি! গ্রহণ কর মা, গ্রহণ কর! দেশদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতকের রক্তে তোমার চরণযুগল ধুইয়ে দিই, তাতেও যদি কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়!

চিন্ময়ী। যদি এমনি ক'রে চ'লে যাবে কেন দেখা দিলে, কেন দেখা দিলে!

মোহন। চিন্ময়ি! দীক্ষার শেষ, মন্ত্রের শেষ! তুমিই আমার দীক্ষা, তুমিই আমার মন্ত্র, তুমিই আমার ইষ্ট! (মৃত্যু)

চিন্ময়ী। অতিথি! সন্ন্যাসি! বর্গি! মোহনচাঁদ! এই সধবার বেশ—শেষ তোমার রক্তে রঞ্জিত গৈরিকে পরিণত ক'রলে!

(রামপ্রসাদের প্রবেশ)

রাম। এই যে মার অশান্ত ছেলে! মা ডেকে নিয়েছেন!

চিন্ময়ী। বাবা! বাবা! তুমিই এ বেশ পরিয়েছিলে! আমি বিধবা, না সধবা?

রাম। তুমি চির কুমারী! কুমারী উমার কুমারীসঙ্গিনী! হিমাদ্রি নন্দিনীর সহচরী, সখি, দাসী! এস মা কেঁদনা! এই চোখের জল, এই মমতা-বিগলিত হৃদয়—শুষ্ক বাঙ্গালার তৃষিত বক্ষে ধারায় ধারায় ঢেলে দাও মা! তার বড় তাপ, বড় জ্বালা!

পঞ্চম দৃশ্য

মহারাষ্ট্র শিবির

রঘুজী ও শান্তাজী

রঘুজী। শান্তাজী! সৈন্যের মুখ ফেরাও, আর বীরভূম আক্রমণের প্রয়োজন নাই। বাদশাহী ফৌজ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে এসেছিল, কি রহস্য দেখ তারাই বীরভূম আক্রমণ ক'রেছে। কিন্তু এ কথা মীরহবিব আমাদের কাছে প্রকাশ করে নাই। অথচ অনুসন্ধান ক'রে বুঝলে তো, মীরহবিবই ষড়যন্ত্র করে এই যুদ্ধ বাধিয়েছে। মীরহবিবের অভিসন্ধি ঠিক বুঝতে পারছি না।

শান্তা। এই মাত্র সংবাদ পেলেম, নবাব আলিবর্দ্দী কাটোয়া থেকে এই দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে।

রঘুজী। সৈন্যের মুখ ফেরাও, আর এখানে নয়। গুপ্তচর সংবাদ দিয়ে গেল বালাজী রাও দ্বারবঙ্গ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেচে। চল সৈন্যের গতি ফিরিয়ে উড়িষ্যার পথে আমরা নাগপুরের দিকে অগ্রসর হই। রসদ আর টাকা পাঠাবার আজই ব্যবস্থা কর।

[শান্তাজীর প্রস্থান।

(রাঘবকে লইয়া দুইজন মারাঠা সৈন্যের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। প্রভু! এ ব্যক্তি শত্রুর চর, নবাব আলিবর্দ্দীর শিবির থেকে আসছে। পথে একে ধ'রেছি। এর কথা বার্ত্তায় চাল, চলনে

আমাদের সন্দেহ হয়। এ'কে বন্দী করি। মীরহবিবের নামে একখানি চিঠি এ'র কাছে পাওয়া গেছে। এই নিন্।

রঘুজী। (পত্র লইয়া) তুমি, তুমি—এ কি ব্রাহ্মণ! পূজা অর্চ্চনা ছেড়ে কতদিন এ দৌত্য কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছো?

রাঘব। যে দিন থেকে ভারতবাসী হ'য়েও—বর্গী তার দেশের শত্রু সেই দিন থেকে। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় শক্তিমান শিবাজীর স্বজাতি যে দিন থেকে দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন ক'রেছে, সেই দিন থেকে। যে দিন থেকে ভারতের শক্তি আত্মনাশে খড়্গ তুলেছে, সেই দিন থেকে।

রঘুজী। কিন্তু এ'র পরিণাম জান কি?

রাঘব। জানি। পরিণাম—মৃত্যু! তার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই আছি।

রঘুজী। আমি জান্তেম মীরহবিব তোমার শত্রু, অথচ তুমি মীরহবিবের পত্রবাহক?

রাঘব। আমি নবাবের আজ্ঞাবহ।

রঘুজী। ব্রাহ্মণ! তুমি আমায় চিন্তে পার নি, কিন্তু আমি তোমায় চিনেছি; তুমি রাঘবানন্দ রায়। তোমার ঠাকুর বাড়ীতে আমি একদিন অতিথি হ'য়ে ছিলেম, পথে তোমার সঙ্গে দেখা হয়, সেই দিন তোমায় দেখে, তোমার কথা শুনে তোমার সম্বন্ধে আমার অতি উচ্চধারণা জন্মেছিল। আজ বিধর্ম্মী আলিবর্দ্দীর গুপ্তচরের বেশে তোমাকে দেখে তোমার উপর আমার ঘৃণা হ'চ্ছে।

রাঘব। এইবার তোমায় চিনেছি। তুমিই না আমায় বর্গীর কাছ থেকে সাহায্য নিতে ব'লেছিলে? এমন বুদ্ধি না হ'লে—উদ্দেশ্য বিচার না ক'রে শুধু কার্য্য দেখে তার ভাল-মন্দ স্থির ক'রতে

যাও! বর্গি! আলিবর্দ্দী বিধর্ম্মী হ'লেও সে রাজা, দেশের অধীশ্বর। আর তুমি সধর্ম্মী হ'লেও দস্যু, দেশের শত্রু। তুমি আমায় ঘৃণা দেখাচ্ছ'? ঘৃণা যদি তোমার থাক্‌তো বর্গি! তাহ'লে সর্ব্বাগ্রে নিজেকেই নিজে ঘৃণা ক'রতে! তুমি আর মীরহবিব—না না ভারতবাসী হ'য়ে ভারতের সর্ব্বনাশকারী, হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর রক্ত, হিন্দুর অর্থ, হিন্দুর অন্ন অপহরণকারী দস্যু! তুমি মীরহবিবের চেয়েও হীন, তার চেয়েও বিশ্বাসঘাতক, তার চেয়েও কৃতঘ্ন! তোমার প্রশংসা ও ঘৃণা—আমার নিকট দুই-ই সমান!

রঘুজী। তুমি শুধু পত্রবাহক, না পত্রে যা লেখা আছে তা জান?

রাঘব। আমি আর কিছু জানি না। কেবল এইমাত্র জানি—আমি অত্যাচারী বর্গীর হাতে ধরা প'ড়েছি, আর আমার পরিণাম মৃত্যু!

(শান্তাজীর পুনঃ প্রবেশ)

শান্তাজী। মীরহবিব সাক্ষাৎ প্রার্থী।

রঘুজী। এই ব্রাহ্মণকে বন্দী ক'রে রাখ। মীরহবিবকে আস্‌তে বল। (রাঘবকে লইয়া শান্তাজী ও সৈন্যদ্বয়ের প্রস্থান) অসম্ভব নয়; যে নিজের স্বার্থের জন্য স্বজাতি আত্মীয় স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রতে পারে, তার পক্ষে এ অসম্ভব নয়! অর্থলোভে, প্রতিষ্ঠার জন্য যে নিজের দৌহিত্রকে সিংহাসন চ্যুত ক'রতে পশ্চাৎপদ হয় না, আমার সঙ্গে সে যে প্রতারণা ক'রবে তার আর আশ্চর্য্য কি? এ পত্রে তো স্পষ্ট প্রকাশ ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার মূলে এই মীরহবিব। আলিবর্দ্দী অতি চতুর। আমিও কি শেষ ভাস্করের মত বিশ্বাস-ঘাতকের দ্বারা প্রতারিত হব!

(মীরহবিবের প্রবেশ)

মীর। ভেঁাসলে সাহেব! এখনও আপনাদের আক্রমণের উদ্যোগ নাই কেন? জানেন তো ষড়যন্ত্রকারী ব'লে ধরা প'ড়ে আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি। নবাব আলিবর্দ্দী কাটোয়া থেকে এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে আপনি রাজনগর আক্রমণ করুন। আমারই চেষ্টায় বাদসাহী ফৌজ হাতেমপুর আক্রমণ ক'রেছে। রাজনগর এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত। রাজনগরে যাবার গুপ্তপথ আমিই আপনাদের দেখিয়ে দেব! আসুন আসুন আর বিলম্ব ক'রবেন না। এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না।

রঘুজী। মীরহবিব!

মীর। আজ্ঞা করুন।

রঘুজী। মীরহবিব!

মীর। (স্বগত) ও বাবা! এ-যে আমাকেই ধমক দেয়। ব্যাপারখানা কি? (প্রকাশ্যে) কি বলুন?

রঘুজী। তুমি কতদূর বিশ্বাসঘাতকতা ক'রতে পার? সিংহাসনের জন্য পিতাকে কারারুদ্ধ ক'রতে পার? ভ্রাতাকে হত্যা ক'রতে পার? পুত্রের গলাটিপে মারতে পার! নিজের কন্যা, নিজের ভগিনী এদের না খেতে দিয়ে পীড়ন ক'রতে পার?

মীর। হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন কেন ভেঁাসলে সাহেব?

রঘুজী। দেখ দেখি এ পত্র কার নামে? (পত্র দেখাইল)

মীর। এ যে আমারই নামে দেখ্‌ছি!

রঘুজী। কোথা থেকে আস্‌ছে?

মীর। এ তো আলিবর্দ্দীর পাঞ্জাযুক্ত সই। এ তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কি—এই পত্র ভোঁসলে সাহেব?

রঘুজী। গুপ্তপথের সন্ধান দিতে এসেছ না? দেশদ্রোহী কুকুর! আলিবর্দ্দীর প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট মাংস কতদিন খেতে সুরু ক'রেছ? ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে বেইমানি ক'রেছিলে, বড় আক্ষেপ—এবারে কৃতকার্য্য হ'লে না! এই দেখ পত্র প'ড়ে দেখ। (পত্রদান)

মীর। (পত্র পাঠান্তে) ভোঁস্‌লে সাহেব! বিশ্বাস করুন, আমি এ পত্রের কিছুই জানি না। আমি কখনও আলিবর্দ্দীর শিবিরে যাই নাই। আলিবর্দ্দী আমার চির শত্রু।

রঘুজী। এক দেশে বাস, এক জাতি, এক ধর্ম্ম, সে তোমার চির শত্রু? আর আমি—কোথায় কোন্ দেশে আমার বাড়ী, কি জাতি, কেমন চরিত্র কল্পনায় ও তুমি দেখনি, জাননি—তোমার চিরমিত্র, না! বেইমান! ম'রবার সময় মিথ্যা ব'লে নরকের যন্ত্রণা বাড়িও না। সত্য বল, আলিবর্দ্দীর কাছে কি প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছ?

মীর। (স্বগত) ও বাবা! এ যে দেখছি উল্টো চাপ দেয়। আলিবর্দ্দীর এ চিঠি কোথেকে এল? কি বিপদ! নগদ এক কোটী টাকা গুণে দিয়েছি। টাকাটা ফাঁকি দেবার জন্যে জাল চিঠি বা'র ক'রলে নাকি?

রঘুজী। নীরব কেন? বল?

মীর। দোহাই ভোঁসলে সাহেব! বলবার আমার কিছুই নাই। এ চিঠি জাল। আমি খোদার নাম নিয়ে, শপথ ক'রে ব'লছি, আমি কিছুই জানি না। আপনাকে গুপ্তপথ দিয়ে নিয়ে গিয়ে বন্দী ক'রবার মতলব আমি কখনও করিনি। খোদার দোহাই, আমাকে বিশ্বাস করুন।

রঘুজী। বেইমানের আবার খোদা! মীরহবিব! বর্গীর অত্যাচারের কথা শুনেছ, কখনও চোখে দেখনি বোধ হয়? যদিও দেখে থাক, সে অত্যাচারে মানুষের কি জ্বালা তা অনুভব করনি নিশ্চয়? দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার! অত্যাচারী বর্গীর তরবারির ধার কিরূপ তীক্ষ্ণ, এইবার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর।

মীর। দোহাই ভোঁস্‌লে সাহেব! আমায় অকারণ হত্যা করবেন না। আমি যাই হই, আপনার সঙ্গে বেইমানি করবো, কখনও মনেও করি নাই। আপনাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলাম ব'লে আমি নির্ব্বাসিত, আমার সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত! আজ আমি পথের কুক্কুর অপেক্ষাও হীন। এ দুঃসময়ে এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। দেহাই ভোঁসলে সাহেব, আপনি বিরূপ হবেন না। আপনি বুঝুন, আপনি বিশ্বাস করুন, এ পত্রের মর্ম্ম আমি কিছুই জানি না। আমি আপনার বন্ধু, বিশ্বাস করুন আমি আপনার বন্ধু! আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল আপনার সহকারী মোহনচাঁদ; আমারও সর্ব্বনাশের কারণ সেই। বুঝুন, আমি আপনার কেমন বন্ধু, সেই মোহনচাঁদকে আমি স্বহস্তে হত্যা করেছি। বুঝুন আমি আপনার কেমন বন্ধু!

রঘু। কি—কি? মোহনচাঁদকে তুমি হত্যা করেছ?

মীর। আজ্ঞে তা আর করবো না! বাদিওজ্জমানের কৃপায় ফাঁসী-কাঠ থেকে বেঁচে—মোহনচাঁদের কীর্ত্তি সব শুন্‌লেম; আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে রাঘবরায়ের মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছিল, শেষ রাঘবরায়ের ফাঁসীর দড়ি আমার গলায় পরাতে গিয়েছিল। খোদার মেহেরবাণীতে, বাদিওজ্জমানের কৃপায়, সে ধাকা সামলেই

তাকে গোপনে হত্যা করেছি। এখন বুঝুন, আমি আপনার কেমন বন্ধু! আমায় মারবেন না—আমায় ছেড়ে দিন্।

রঘুজী। নরপ্রেত! মোহনচাঁদকে হত্যা করেছিস্—হত্যা করেছিস্? শয়তানীর উপর শয়তানী! মোহনচাঁদকে হত্যা করেছিস্?—তুই—তুই! (কটিদেশ হইতে ছুরিকা লইয়া হবিবের গলা চাপিয়া ধরিয়া) বিশ্বাসঘাতকের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত ক'রতে হ'ল। মীর-হবিব,—বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার!—রাজনগর সিংহাসনে বস্‌বে?

মীর। দোহাই আপনার, আমায় মারবেন না, আমায় মারবেন না। বুড়ো হ'য়েছি, আর ক'দিনই বা বাঁচবো?—আমায় মারবেন না।

রঘুজী। ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার প্রতিশোধ, মোহনের মৃত্যুর প্রতিশোধ! (পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত) চল কাপুরুষ! দেশত্যাগের পূর্ব্বে তোর বেইমানীর পুরস্কার দিয়ে যাই।

[হবিবকে ঠেলিয়া লইয়া প্রস্থান।

নেপথ্য মীর } (আর্ত্তনাদ)

(রঘুজীর পুনঃ প্রবেশ)

রঘুজী। যাক্ বাঙ্গালার একটা বিশ্বাসঘাতকের শেষ হ'ল। শাস্তাজি

(শাস্তাজীর প্রবেশ)

নিয়ে এস সেই ব্রাহ্মণকে।

[শাস্তাজীর প্রস্থান।

এমন কত বিশ্বাসঘাতক এ বাঙ্গালা ছেয়ে আছে—কে জানে!

(রাঘবকে লইয়া শান্তাজীর পুনঃ প্রবেশ)

(রঘুজী রাঘবের দিকে অগ্রসর হইয়া) রাঘব! না যাও—ঐ মীরহবিবের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে যাও! তোমার প্রভু বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দীকে উপঢৌকন দিয়ে বলো রঘুজী—ভাস্করপণ্ডিত নয়। যাও, যাও—আমার সম্মুখ থেকে। (রাঘব পশ্চাতে হটিল) শান্তাজী না, না—পালাও, পালাও! বাঙ্গালার মাটীতে বিষ আছে। এই বাঙ্গালায় ভাস্কর ডুবেছে, আজ মোহনচাঁদকে হারালেম।

শান্তা ও রাঘব } মোহনচাঁদ?

রঘুজী। তাকে হত্যা করেছে, আবার গুপ্তহত্যা! ঐ কাপুরুষ, নরকের কুকুর মীরহবিব তাকে গোপনে হত্যা করেছে। মোহনচাঁদ, মোহনচাঁদ, শেষে তোরও অদৃষ্টে এই ছিল? শান্তাজী, মোহনচাঁদ যাই করুক, তবুতো আমি তাকে সন্তান ব'লে গ্রহণ ক'রে-ছিলাম! ওঃ—

রাঘব। হত্যা করেছে? মোহনচাঁদকে হত্যা করেছে? মোহনচাঁদ এমনি করে চ'লে যাবে ব'লেই কি তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করে আমায় মুক্তি দিতে এসেছিলে? আমি কি এই জন্যই আলিনকীর কাছে তোমার মুক্তি ভিক্ষা করেছিলেম? চিন্ময়ি, চিন্ময়ি! না, আর না, রঘুজী আমায় হত্যা কর! হত্যা কর! আমি ষড়যন্ত্রকারী, ও পত্রের কথা মিথ্যা! মুহূর্ত্তের পদস্খলন, প্রতিহিংসা, কৃতজ্ঞতা, কন্যাস্নেহ! আমি অন্ধ হয়েছিলেম। সম্মুখে!—আমার অনির্ব্বাণ আলোকস্তম্ভ, আমি উপেক্ষা করেছিলেম! ধর্ম্মের চেয়েও দেশকে বড়

ভেবেছিলেম। গুরুদেব! এই তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত! রঘুজী, আমায় হত্যা কর। হত্যা কর!

রঘুজী। এ আবার কি বলে? ব্রাহ্মণ! আমি ঘাতক নই। শাস্তাজী! যাও, এই উন্মাদ ব্রাহ্মণকে শিবির-সীমান্তে দূর করে দিয়ে এস।

[একদিকে রঘুজী ও অন্যদিকে শাস্তাজী ও রাঘবের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হাতেমপুর দুর্গস্থ কক্ষ

শেরিণা। কি অদৃষ্ট নিয়েই জন্মেছিলেম, দুর্ভাগ্য সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ ক'রছে। হুসেন দুর্গ অবরোধ করেছে, স্বামী যুদ্ধে গেছেন। যদি পরাজয় হয়, কোথায় যাব, কে আশ্রয় দেবে? খোদা! যদি এই অদৃষ্টে লিখেছিলে—তবে এই সোনার পুতুল কোলে দিয়েছিলে কেন?

(হাফেজের প্রবেশ)

হাফেজ। শেরিণা! বুঝি আর দুর্গ রক্ষা করতে পারি না। এখনও আলিনকী এসে পৌছুল না, এখনও নবাব-সৈন্যের কোন সন্ধান নাই, অল্প সৈন্য নিয়ে অবরুদ্ধ দুর্গ রক্ষা করা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পড়ছে।

শেরিণা। তা হলে কি হবে?

হাফেজ। কি হবে? তাইত ভাবছি, কি হবে! আমার জন্য নয়, ভাবনা তোমার জন্য, আর কোথায় সেই স্বর্গের শিশু?

শেরিণা। ঐ ঘুমুচ্ছে।

হাফেজ। আমারই অপরাধে, আমারই জন্য অকালে পরগৃহে পরের আশ্রয়ে অনাথের মত তোমাদের জীবন আহুতি দিতে হল, অথচ এর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু তোমাদের কি ক'রে গেলেম?

শেরিণা। কেন অশুভ ভাব্‌ছো? জয় পরাজয়—জীবন মৃত্যুর কিছুই স্থিরতা নাই। আমার জন্য আমি তিলমাত্র ভাবিনা, তবে খোদা! আজ করজোড়ে নতজানু হ'য়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি, আমরা মরি তাতে ক্ষতি নাই—এই শিশুর প্রাণরক্ষা কর। কি জানি কেন এ মমতা? হাফেজ! কোন রকমে কি আমরা বাঁচতে পারি না?

হাফেজ। কোন আশা নেই।

শেরিণা। ওঃ কাপুরুষ হুসেন, নর-রাক্ষস হুসেন! তার মাথায় বজ্রাঘাত হয় না? তার কাছে কি অপরাধ করেছিলেম যে, দরিদ্রের ন্যায় দু' মুঠো খেয়ে আমরা কেবল বেঁচে থাকবো, তাও তার সহ্য হ'ল না? হাফেজ! কি পাপে আমাদের এই শাস্তি?

হাফেজ। পাপ তোমার নয় সম্রাট্‌নন্দিনি,—পাপ আমার। এতদিন গোপন করেছিলাম! তিলে তিলে আগুনে পুড়ছি, তবু এক দিনও তা প্রকাশ করি নাই। কিন্তু আজ—সম্মুখে মৃত্যু, আর পার্শ্বে তুমি—সরলতার পুণ্য-প্রতিমা! অকপটে একজন মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চককে বিশ্বাস ক'রে নিজের জীবনকে বিষময় করেছ! প্রকাশ

না ক'রে থাকতে পারলেম না। তাই যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ক্ষণেকের অবসরে তোমার নিকট বিদায় নিতে এসেছি।

শেরি। কি বলছ হাফেজ! আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না, কি বলছ?

হাফেজ। এক দিনও তৃপ্তি পাই নাই! না—একদিন, এক মুহূর্ত্তও না—বিবেকের দংশন, সর্পবিষের অপেক্ষাও জ্বালাময়! যতদিন গেছে, তত আমাকে কাতর করেছে, নিস্তেজ করেছে। স্বপ্নেও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই নাই। আজ মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই তোমার কাছে প্রকাশ কর্ত্তে এসেছি! পরপারে এ স্মৃতি নিয়ে যেতে সাহস হ'লো না! সত্যই আমি মিথ্যাবাদী নই, প্রতারক নই, তবে তোমার রূপ-মোহ একদিন এক মুহূর্ত্ত আমায় উদ্ভ্রান্ত করে-ছিল। আমি বলি-বলি করেও তোমার কাছে সত্য প্রকাশ ক'র্ত্তে পারি নাই! শেরিণা, আমি তোমার উদ্ধার কর্ত্তা নই।

শেরি। সে কি?—কি ব'ল্‌ছ তুমি?

হাফে। যা বহুপূর্ব্বে বলা উচিত ছিল, তাই বলছি। আমার এই মিথ্যা-চরণ আমাদের উভয়ের মধ্যে তিলে তিলে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরের সৃষ্টি করেছিল; সরলা বালিকা, তুমি বুঝতে পারনি, কিন্তু আমি সে প্রাচীরের দুর্ভেদ্যতা বুঝ্‌তে পেরেছিলেম। বুঝতে পেরেছিলেম—তুমি ক্রমাগত চেষ্টা করেছ, যাতে আমায় ভালবাসতে পার! তোমার সেই চেষ্টাই আমার কালস্বরূপ হয়েছিল। আমি বুঝেছিলেম, তোমার আগ্রহ আকুলতা, তোমার আবেগপূর্ণ আত্মদান, একটা মিথ্যাবাদী প্রতারকের হৃদয়ে প্রতিহত হ'য়ে নিষ্ফল আক্ষেপে শূন্যে মিশিয়ে যাচ্ছে!

শেরি। তাহ'লে কে আমার উদ্ধার কর্ত্তা ?

হাফে। তোমার উদ্ধার কর্ত্তা আলিনকী !

শেরি। আলিনকী ! যে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে সেই আলিনকী ?

হাফে। হাঁ সেই।

শেরি। হাফেজ, হাফেজ ! যদি জেনেছ মৃত্যু নিশ্চিত, তবে কেন এ কথা প্রকাশ করলে ? কেন এ স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে ? আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না, তোমার কোন অপরাধ গুরুতর ? প্রতারণা করা—না এতদিন পরে সেটা আমার কাছে প্রকাশ করা ?

হাফে। জীবন দানে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। শেরিণা, অপরাধ আমার শতবার। কিন্তু তবু খোদার কাছে না থাকলেও বোধ হয় তোমার কাছে আমার মার্জ্জনা ভিক্ষার সামান্য একটু অধিকার আছে। সে অধিকার তোমার স্বামী ব'লে নয় !—তোমারই মোহে আচ্ছন্ন হয়ে, তোমারই নেশায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে আমি প্রতারক হয়েছিলাম, এই বলে !—

শেরি। কিন্তু আমি তো তোমায় স্বামী ব'লে হৃদয়ে স্থান দিয়েছি !—এতটুকু প্রতারণা করি নাই।—অন্ততঃ তার জন্যেও হাফেজ, হাফেজ ! কেন তুমি আমার এ স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে ?

হাফে। শেরিণা, আমায় বিদায় দাও ! এই শিশু আমারই ; কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, যেন আমার নয় ! মনে হচ্ছে, ও যেন একটা প্রতারণার মূর্ত্তি—নিশ্চল নিথর শুয়ে আছে ! কি আকর্ষণ ঐ ক্ষুদ্র মাংস পিণ্ডের ! শেরিণা, যদি বাঁচ, যদি ইচ্ছা হয়, তোমার উদ্ধারকর্ত্তা আলিনকীকে বিবাহ ক'রো। এবার তুমি সুখী হ'য়ো। এই বিদায়—শেষ বিদায় ! [প্রস্থান।

শেরি। হাফেজ, হাফেজ, চ'লে গেলে, চ'লে গেলে! প্রতারণা ক'রেছিলে তো হত্যা ক'রে গেলে না কেন! আমার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে একটা নিষ্কলঙ্ক নারী-জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে গেলে? আলিনকী, আলিনকী—আমার উদ্ধার কর্ত্তা। যদিপ্রতিজ্ঞার কোন মূল্য থাকে, তবে তো তাকেই আমার স্বামীত্বে বরণ করা উচিত ছিল। এখন এ ব্যর্থ জীবনের মূল্য কি? মূল্য কি? তারপর সত্যই যদি পরাজয় হয়, হুশেন যদি বন্দী করে, (কোলে লইয়া) এই শিশু, কে একে রক্ষা ক'রবে? কে একে রক্ষা করবে? [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

পশ্চাতে দুর্গাভ্যন্তর—সম্মুখে রণস্থল

(রব্বানি ও হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। সাবাস গোলন্দাজ, সাবাস গোলন্দাজ, হাফেজ ঘায়েল হয়েছে, রণক্ষেত্রে শুয়েছে—দুর্গ আমাদের করতলগত! রব্বানি, এইবার শেরিণাকে খুঁজে বার কর,—খুঁজে বা'র কর। বীরভূম ধ্বংস ক'রে বাদিওজ্জমানকে শাস্তি দিয়ে যাবার পুরস্কার—শেরিণা বিবি।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর! নবাবের সৈন্য আমাদের আক্রমণ করেছে। আলিনকী তার সেনাপতি।

হুসেন। সে কি, হঠাৎ! দেখো ভুল করনি তো? হয়ত মীরহবিব বর্গী নিয়ে এসেছে। রব্বানি এগিয়ে গিয়ে দেখ।

রব্বানি।। কি বিপদ, দেখতে হ'ল!

[রব্বানি ও সৈন্যের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন

দুর্গাভ্যন্তর অন্যপার্শ্ব

(শেরিণার প্রবেশ)

শেরি। দুর্গ ভেঙ্গে প'ড়ছে, কোন স্থান তো নিরাপদ নয়, কি ক'রে রক্ষা করি—এই শিশুর প্রাণ।—খোদা, খোদা (দেখিয়া) এ কি হুসেন?

হুসেন। হাঁ, হাঁ। হুসেন, হুসেন, তোমাকেই খুঁজছিলেম। তোমার জন্যই এই রক্তপাত। হাফেজ মরেছে, তুমি এখন আমার বন্দিনী।

শেরি। হাফেজ মৃত! আমিও মরবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু খোদা! একে তো বুক থেকে নামাতে পারছি না।

হুসেন। যখন ধরেছি, আর ছাড়ছি না। এস, বিলম্ব ক'রো না। বাদশার আদেশ, তুমি যে অবস্থায় থাক, তোমায় ধরে নিয়ে যেতে হবে।

শেরি। অপমান করিস্ নি পিশাচ, অপমান করিস্ নি।

হুসেন। না, সসম্মানে নিয়ে যাব। (হস্ত ধরিতে গেল)

(আলিনকীর প্রবেশ)

আলি। সাবধান কাপুরুষ! রমণীর অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না।

হুসেন। কেও আলিনকি! আর তোমায় ভয় করি না। আর আমি সে হুসেন নই। যুদ্ধ কর। আমি মরবো, তবু পরাজিত হ'য়ে ফিরে যাব না।

আলি। তবে তাই হোক। (তরবারি খুলিয়া) দুর্গে প্রবেশ ক'রেছ ব'লে মনে ক'রো না, দুর্গজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। মীরহবীব মৃত। রঘুজী ভোঁসলে পালিয়েছে, অবশিষ্ট তুমি। এইবার তোমার শেষ।

(শেরিণা পুত্রকে সোপানে রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল)

শেরিণা। শোন হুসেন, শোন আলিনকী, ক্ষান্ত হও। আমারই জন্য এই যুদ্ধ। শোন—এ ব্যর্থ জীবনের অবসান এইখানেই হোক। আলিনকি, বীর তুমি, আমার জীবন রক্ষা ক'রেছিলে—ইজ্জৎ রক্ষা ক'রেছিলে ; যদি পার—আমার এই পুত্রকে রক্ষা ক'র। হাফেজ মৃত্যুর পূর্ব্বে সব ব'লে গেছে, ব'লে গেছে—না থাক—এ ব্যর্থ-জীবনের শেষ এই খানেই হোক। (পরিখায় ঝম্প প্রদান)

আলি। শেরিণা, শেরিণা—নাঃ সব ফুরিয়ে গেল! নরপ্রেত! তোরই জন্যে নারী হত্যা হ'ল! তোর ঘৃণিত জীবনের কোন মূল্য নাই। পিশাচ! এই দুর্গ ই তোর সমাধি হোক।

হুসেন। আমিও পশ্চাৎপদ নই। (তরবারী উত্তোলন করিল।)

(বাদীওজ্জনানের প্রবেশ)

বাদী। ক্ষান্ত হও আলিনকি! বাদশাহী ফৌজ পরাজিত হয়েছে, তোমারা জয়ী হয়েছ। এ হতভাগ্যকে হত্যা করে সে জয় অসম্পূর্ণ

ক'রো না। তুমি একে চেন না, এ আমারই পুত্র—তোমার ভাই।

আলি। সে—কি পিতা!

বাদী। হাঁ, খতিজার সন্তান। আমার অভাগা পুত্র! ও নরপ্রেত নয়, নরপ্রেত আমি। (হুসেনের প্রতি) পুত্র! আমায় ক্ষমা কর! তোমার স্থান আমার হৃদয়ে—(আলিঙ্গন দান)

আলি। হুসেন আমার ভাই?

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। ভাইজী, ভাইজী, আজকার জয়মাল্য তোমার। তোমারই কৌশলে বাদশাহী ফৌজ পরাজিত। এ গৌরব রাখবার স্থান নাই।

আলি। ততোঽধিক গৌরব, বাদশাহী ফৌজের সেনাপতি, আমাদের বন্দী। কিন্তু যুদ্ধে নয়—স্নেহে। রাজা, এই হুসেন আমাদের ভাই।

আসাদ। ভাই!

(রব্বানির প্রবেশ)

রব্বানি। হাঁ, ভাই। আর আমি তার সাক্ষী। হুজুর! যা দেখতে পাঠিয়েছিলেন এখন স্বচক্ষেই তো তা দেখছেন?

হুসেন। রব্বানি! এ কি নূতন আলোক, এ কি মধুময় স্পর্শ! ক্রোধ, অভিমান, হিংসা, আর তো বুকের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিনা! (আলিনকীর প্রতি বাদিওজ্জমানকে দেখাইয়া) এই আমার পিতা;—আর তোমরা আমার ভাই, আমার স্থান পিতার হৃদয়ে! তবে আমার চেয়ে ভাগ্যবান আর কে?

আসাদ। এই কি খতিজা মায়ের সন্তান?

বাদি। হাঁ, আমার পুত্র!—আমার পুত্র!

আসাদ। তা হ'লে তো পিতা, এ রাজ্যের অধিকারী ইনিই—আমি নই। বেশ হয়েছে। ভাই, ভাই, তোমার রাজ্য তুমি গ্রহণ ক'রে আমায় মুক্তি দাও। এই মুকুট তোমারই মস্তকে স্থান প্রাপ্ত হোক্। পিতার প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হোক্! রাজপ্রতিজ্ঞা রক্ষিত হোক্।

(মুকুট প্রদানোদ্যোগ)

হুসেন। (বাধা দিয়া) রাজা বাদিওজ্জমানের পুত্র তো আমি নই ভাই! রাজা বাদিওজ্জমান আমায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন; ফকির বাদিওজ্জমান পুত্র ব'লে আমায় হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। আমি ফকিরের ছেলে, রাজমুকুটে তো আমার অধিকার নাই। রাজ-মুকুট যোগ্যমস্তকেরই ভূষণ হোক্। (আসাদের মাথায় মুকুট পুনরায় পরাইয়া দিল) আর দিল্লীর ঐশ্বর্য্য নয়, রাজনগরের সিংহাসন নয়। ফকিরের ছেলে—ফকির। ফকিরের আস্তানাই তার রাজপাট। ফকিরের ঝুলি তার ঐশ্বর্য্য, ফকির-পিতার সেবা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। পিতা, পিতা! এত মিষ্ট তোমার স্পর্শ! এত মধুর তোমার বাণী! এত পবিত্রতা তোমার চরণরেণুর! অথচ আমি তোমাকেই হত্যা ক'রবার সঙ্কল্প ক'রেছিলেম!

বাদি। ফকিরকে আর মোহে ডুবিও না বৎস! আবার মমতা ফিরে আসতে চায়। আর এখানে নয়, চল ফকির! খতিজার সমাধি-স্তূপের পার্শ্বে ব'সে খোদার নাম ক'রবে চল।

[প্রস্থান।

হুসেন। ফকির, ফকির, পিতা! আমাকেও সঙ্গে নাও, আর পায়ে ঠে'লনা! রব্বানি, রব্বানি! তুমি দিল্লী ফিরে যাও। বাদসাকে ব'ল—শেরিণাকে ধরতে এসে বাপ পেয়েছি, ভাই পেয়েছি, আমার

হারানো মর্য্যাদা বাঙ্গালার মাটীতে কুড়িয়ে পেয়েছি। বাঙ্গালা আমার জন্মভূমি, দিল্লীর ধারকরা ঐশ্বর্য্যে আর আমার কোন প্রয়োজন নাই। সে নেশা কেটেছে। সেলাম রব্বানি, সেলাম। তুমি আমার শরীররক্ষক নও—বন্ধু, তুমি আমার হিতৈষী,—তোমায় বহুৎ বহুৎ সেলাম।

(রব্বানির প্রত্যভিবাদন) (বাদিওজ্জমানের উদ্দেশে)

চল ফকির! তোমার পদতলে ব'সে, আমার অভাগিনী মায়ের সমাধি,—চোখের জলে ধুইয়ে দিই গে।

[হুসেনের প্রস্থান।

রব্বানি। অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

[প্রস্থান।

আসাদ। ভাইজি! পিতাকে কি আর ফেরাতে পারব না? এ সিংহাসনের ভার আমাকেই বইতে হবে?

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

আলিনকী। কি হ'য়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারছি না। শত্রু মিত্র হ'ল, হারাণো ভাই ফিরে এল। কিন্তু শেরিণা! তুমি স্বপ্নের মত দেখা দিয়ে, চিরদিনের জন্য কোথায় লুকুলে? দিল্লীতে তোমায় দেখেছিলেম—মরণের কোলে শুয়ে প্রাণময়ী তুমি; যমুনা থেকে তোমায় উদ্ধার ক'রেছিলেম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার নারী-বিদ্বেষ, নারীর প্রতি ঘৃণা, সেই যমুনার কোন অতল তলে ডুবে গিয়েছিল—তখন বুঝতে পারি নি'। তারপর তোমার চিন্তা, তোমার ধ্যান এ পৃথিবীকে আমায় নূতন চক্ষে দেখতে শিখিয়েছে। তোমার প্রদত্ত এই ভার, (শিশুকে তুলিয়া লইয়া)

কি ক'রে একে রক্ষা ক'রবো? কার ওপর এর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ব?

(কণিমনের প্রবেশ)

কণিমন। কেন, আমার ওপর?

আলি। তুমি! তুমি এখানে কি ক'রে এলে কণিমন?

কণি। রাজার সঙ্গে।

আলি। তুমি এর ভার নেবে? এ কে জান?

কণি। জানি। দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি, সব শুনেছি। একদিন তুমি আমার প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলে—বুকে অভিমানের আগুন জ্বলে উঠেছিল; ঈর্ষা তার ফণা বিস্তার ক'রেছিল। আজ আর সেদিন নয়। খতিজার মৃত্যু আমার জীবনকে ভেঙ্গে গড়েছে। দাও, এই শিশুর ভার আমি নিয়ে ধন্য হই।

আলি। তুমি নেবে?—তুমি নেবে?

কণি। হাঁ, আমি নেব। এই তো আমার কায। এ তোমার প্রিয়তমার দান—এ তোমার প্রিয়, সুতরাং আমারও প্রিয়। আজ থেকে আমি এর ভার নিলেম।

আলি। তুমি নারী—তোমায় আমি ঘৃণা ক'রেছিলেম, উপেক্ষা ক'রেছিলেম! হাঁ, হাঁ, এতো তোমারই কায। লালসায় নারী প্রেতিনী হয়, পুরুষ পিশাচের অধম হয়। কিন্তু না, না, নারী! এই তো তোমার কায। এই জন্যই তো তোমার সৃষ্টি, এই জন্যই তো তোমার জীবন। তুমি নারী—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মাতৃত্বের জন্য তোমার উদ্ভব, মাতৃত্বের জন্য তোমার বিকাশ। এই মাতৃত্বের

জন্যই তুমি দেবী, চিরপূজ্যা, চির ভক্তির পাত্রী। কাম কলুষিত-নয়নে পুরুষ তোমার জীবনকে বিষময় করে, আর ধরিত্রীর ন্যায় সর্ব্বংসহা তুমি—বিনিময়ে তার লাম্পট্যের পুরস্কার দাও—এই সন্তান। জগদীশ্বরের সৃষ্টির ধারা রক্ষা কর তুমিই। অতি কাদর্য্যে সৌন্দর্য্যের পুণ্যপ্রতিমা নারী—তুমি আছ, তাই সৃষ্টি আছে। সম্ভ্রমে তোমার চরণে আমার মস্তক আপনিই নুয়ে পড়ছে। এই নাও, গ্রহণ কর; (শিশুকে প্রদান) তোমার মাতৃত্বের গৌরব পৃথিবীকে ধন্য করুক।

যবনিকা।

প্রথম অভিনয় রজনী

১৭ই আষাঢ় ১৩২৯ সাল

স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সংগঠনকারিগণ

শিক্ষক	...	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
সঙ্গীতশিক্ষক	...	শ্রীভূতনাথ দাস।
নৃত্যশিক্ষক	...	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ।
হারমোনিয়মবাদক	...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য।
সঙ্গতী	...	শ্রীসতীশচন্দ্র বসাক।
স্মারক	...	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতাগণ

রামপ্রসাদ	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
রাঘবানন্দ রায়	...	শ্রীচুনীলাল দেব।
হুসেন	...	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
বাদিওজ্জমান	...	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়।
আলিনকী	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন গুপ্ত।
আসাদওজ্জমান	...	শ্রীমতী কুমুদিনী।
রঘুজী ভোঁসলে	...	শ্রীননীগোপাল মল্লিক।
মোহনচাঁদ	...	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ।
মীরহবিব	...	শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাস।
কোম্বর খাঁ	...	শ্রীঅটলবিহারী দাস।
হাফেজ	...	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (এ্যামেচার)
রব্বানী	...	শ্রীশরৎচন্দ্র সুর।
আলিবর্দ্দী	...	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেত্রীগণ

খতিজা	...	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
কণিমন	...	" হেমন্তকুমারী।
শেরিণা	...	" নিভাননী।
চিন্ময়ী	...	" কৃষ্ণভামিনী।

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক।

১। **বীররাজা** (নাটক, ২য় সং)
মিনার্ভা ও মনোমোহনে অভিনীত — ১৲ টাকা

২। **বাহাদুর** (গীতিনাট্য)
মনোমোহনে অভিনীত — ।০ আনা

৩। **রাতকাণা** (কৌতুক-নাট্য ৩য় সং)
মিনার্ভা ও ষ্টারে অভিনীত — ।৵০ আনা

৪। **মুখের মত** (কৌতুক-নাট্য)
ষ্টারে অভিনীত — ।৵০ আনা

৫। **ভুলের খেলা** (প্রহসন)
ষ্টারে অভিনীত — ।৵০ আনা

৬। **প্রভাত-স্বপ্ন** (ছোট গল্প, সুন্দর বাঁধাই) ১৲ টাকা

প্রবাসী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভারতী, ভারতবর্ষ, বীরভূম-বার্ত্তা, বাণী, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতিতে উচ্চ প্রশংসিত

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

১। **ঝকুমারী** (সামাজিক প্রহসন) — ।৵০ আনা
২। **ওলট্‌পালট্‌** (ঐ) — ।৵০ আনা
৩। **চাঁদে চাঁদে** (গীত নাট্য) — ।০ আনা
৪। **মেঘনাদ বধ** (নাটক) কবিসম্রাট্ মধুসূদনের মহাকাব্য মেঘনাদ বধ নাট্য-সম্রাট্ গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত — ৸০ আনা

সুপ্রসিদ্ধ নটনাট্যকার

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১।	রামানুজ (নাটক ৩য় সং)	১৲ টাকা
২।	অযোধ্যার বেগম (নাটক)	১৷৷০ টাকা
৩।	শুভদৃষ্টি (সামাজিক চিত্র)	১৲ ”
৪।	আহুতি (প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নাটক)	৷৷০ আনা
৫।	ছিন্নহার (সামাজিক নাটক)	১৷০ টাকা
৬।	বাসবদত্তা (প্রাচীন চিত্র)	১৲ ”
৭।	উর্ব্বশী (পৌরাণিক গীতিনাট্য)	১৲ ”
৮।	রঙ্গিলা (কৌতুক-নাটক)	৷৵০ ”
৯।	দু'মুখোসাপ (ঐ)	৷৷০ ”
১০।	রাখীবন্ধন (ঐতিহাসিক নাটক)	১৲ ”

সুকবি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন প্রণীত দুইখানি নূতন পুস্তক

১।	কমণ্ডলু	৷৵০ আনা
২।	কুটীর (যন্ত্রস্থ)	১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।